বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩০ মাঘ ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৯৯ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩০ মাঘ ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৯৯ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩০ মাঘ ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৯৯ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস -উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩০ মাঘ ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৯৯ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

সোনার বাংলার আশায় আজ বাংলাদেশ

স্বপ্নের সোনার বাংলার ধুলোয় ধানের শীষের পুনরুত্থান না কি দাঁড়িপাল্লার মরণপণ চাল; শেষ লগ্নে কার জয়ে কাঁপবে রাজপথ, ১৬ কোটির ভাগ্য পরীক্ষায় আজ কি তবে নতুন সূর্যোদয়, এই প্রশ্নটিই আজ বড় হয়ে উঠেছে মুজিবের দেশে।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দীর্ঘ সতেরো বছরের চেনা ছক কি তবে আজ উল্টে যেতে চলেছে পদ্মাপাড়ে? ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক গণনা যতই এগোচ্ছে, ততই ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকে আসা প্রতিটি ট্রেন্ডে কখনও বইছে ধানের শীষের ঝোড়ো হাওয়া, আবার কখনও তার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা। একইসঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসনিক সংস্কারের 'জুলাই সনদ' বিপুল জনসমর্থন পেতে চলেছে।তবে ঢাকার মসনদে শেষ পর্যন্ত কে বসবেন, সেই যবনিকা এখনও ওঠেনি। বিএনপি কি একাই ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে একক শক্তিতে ফিরবে ক্ষমতার অলিন্দে,না কি কিং মেকার হিসেবে আবির্ভূত হবে অন্য কেউ? বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টেয় ভোটগ্রহণ শেষ হতেই শুরু হয় গণনা। মধ্যরাতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের অধিকাংশ আসনেই জয়ের হাসি হাসছে বিএনপি জোট। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস এই দিনটিকে 'মুক্তির দিন' বলে আখ্যা দিলেও সুদূর প্রবাস থেকে একে 'সুপরিকল্পিত প্রহসন' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।বৃহস্পতিবার দেশের ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। শেরপুর-৩ আসনে এক প্রার্থীর মৃত্যুতে সেখানে ভোট স্থগিত রাখা হয়। রাত ১১টা পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে, ১২৯টি আসনের মধ্যে বিএনপি জোট এগিয়ে ৯৬টিতে। সেখানে জামাত জোট দখল করে রেখেছে ৩২টি আসন। যদিও বিবিসি-র দেওয়া সরকারি তথ্যে বিএনপি ও জামাতের এই ব্যবধান কিছুটা কম। তবে সার্বিক চিত্র বলছে, আওয়ামী লীগহীন ময়দানে লড়াই হয়েছে মূলত দুই প্রাক্তন মিত্রের মধ্যে। একদিকে যেমন তারেক রহমান এবং লুৎফুজ্জামান বাবরের মতো হেভিওয়েটরা বিশাল ব্যবধানে জিতেছেন, তেমনই জামাত আমির ডা. শফিকুর রহমানও ঢাকা-১৫ আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন।বগুড়া-৬ আসনে কার্যত ঝোড়ো ব্যাটিং করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দেড়শটি কেন্দ্রের প্রতিটিতেই বিজয়ী হয়ে তিনি পেয়েছেন ২ লক্ষ ১৬ হাজার ২৮৪ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামাতের আবিদুর রহমান পেয়েছেন ৯৭ হাজার ৬২৬ ভোট। উত্তরের এই জনপদে ভোট পড়ার হার ছিল ৭১.৩ শতাংশ। অন্যদিকে নেত্রকোনা-৪ আসনেও ফিরেছে দাপুটে অতীত। দীর্ঘ ১৭ বছর পর এলাকায় ফিরেই লুৎফুজ্জামান বাবর ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন জামাত প্রার্থীকে। তবে উল্টো ছবি দেখা গেছে ঢাকায়। জামাত আমির ডা. শফিকুর রহমান ২০ হাজার ৭২৫ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন শফিকুল ইসলাম মিল্টনকে।ভোটের দিনটি অবশ্য একেবারেই রক্তপাতহীন ছিল না। ককটেল বিস্ফোরণ, ধস্তাধস্তি আর প্রাণহানির খবর মিলেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। খুলনায় জামাত কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন এক বিএনপি নেতা। গোপালগঞ্জ থেকে কুমিল্লা সর্বত্রই ছিল বোমার আতঙ্ক। গোপালগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে আহত হয়েছে শিশুসহ তিন জন। কুমিল্লায় একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। এমনকি নোয়াখালীতে ধারাল অস্ত্রের কোপে রক্তাক্ত হয়েছেন এক সংবাদকর্মী। এত কিছুর পরেও প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশের এক অভূতপূর্ব যাত্রা শুরু হলো।' ঠিক এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে শেখ হাসিনা ফেসবুকে লিখেছেন, 'অবৈধ এবং অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলকারী ইউনূসের আজকের তথাকথিত নির্বাচন ছিল মূলত একটি সুপরিকল্পিত প্রহসন। জনগণের ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংবিধানের চেতনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আয়োজন করা হয়েছে আওয়ামী লীগবিহীন, ভোটারবিহীন প্রতারণামূলক নির্বাচন।' ভোটের হার নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। নির্বাচন কমিশন দুপুরের দিকে প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট পড়ার দাবি করলেও হাসিনা তা নস্যাৎ করে দিয়ে দাবি করেছেন, বেলা ১১টা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল মাত্র ১৪.৯৬ শতাংশ। তাঁর মতে, পরবর্তী সময়ে এই হার 'অস্বাভাবিক' ভাবে বাড়ানো হয়েছে। লণ্ডন থেকে সপরিবারে ভোট দিয়ে তারেক রহমান অবশ্য স্বচ্ছতা নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ ভাবে ভোট না হলে ফলাফল মানব না।' পাল্টা সুর চড়িয়েছেন জামাত আমিরও। জয়ের আভাস পেয়ে সমর্থকদের সংযত থাকার নির্দেশ দিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, 'মজলুমদেরকে বিজয় দান করলে মিছিল নয়, স্লোগান নয়, উচ্ছ্বাসও নয়- আমরা সবাই সিজদায় পড়বো।'নির্বাচনী ময়দানে এবার নতুন প্রজন্মের ভোটারদের জন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। তবে হাসিনার খাসতালুক গোপালগঞ্জে বুথ ছিল কার্যত জনশূন্য। প্রতিবেশী দেশের এই নির্বাচন নিয়ে ভারত সরকার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং মেপে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। দিল্লি জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে এবং বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

তবে নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের দাবি অন্যরকম। তাঁর মতে, আওয়ামী লীগ না থাকায় বিএনপি জিতলেও রাজপথে এবার জামাতের শক্তি বাড়বে বেনজির ভাবে। আপাতত সব চোখ ব্যালট বাক্সের দিকে। ১৬ কোটি মানুষের ভাগ্য শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, তা জানার অপেক্ষায় এখন প্রহর গুনছে পদ্মাপাড়ের মানুষ। এদিকে গণনা যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নীল নকশাটি এবার ধানের শীষের দিকেই ঝুঁকছে। পদ্মাপাড়ের মানুষ কি তবে সত্যিই এক নতুন ভোরে পা রাখছে? বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র কীভাবে পরিবর্তিত হবে, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। তবে সব ছাপিয়ে বড় প্রশ্ন, রাতের গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে এই ব্যবধান কি আরও চওড়া হবে? নাকি শেষ মুহূর্তে কোনো অবিশ্বাস্য নাটকীয়তা পাল্টে দেবে সব সমীকরণ?

আপাতত উত্তেজনার পারদ চড়ছে, কারণ ঢাকার মসনদ এখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে দীর্ঘদিনের বিরোধী শিবিরকে। তারেক রহমানের জয়ের আবহে কি তবে চূড়ান্ত বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে পল্টন? নাকি এখনও কোনো অজানা কাঁটা লুকিয়ে আছে এই জয়ের মুকুটে? উত্তর পেতে তাকিয়ে থাকতে হবে শেষ বুথের শেষ ব্যালটটি পর্যন্ত।

পুণেতে পরিযায়ী খুনের অভিযোগ বিচার চেয়ে সরব মমতা-অভিষেক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কর্মসূত্রে ঘর ছেড়েছিলেন রুটিরুজির টানে। কিন্তু সেই পরবাসই কেড়ে নিল প্রাণ। মহারাষ্ট্রের পুণেতে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের পরিযায়ী শ্রমিক সুখেন মাহাতোর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। অভিযোগের তির সরাসরি বিজেপিশাসিত মহারাষ্ট্রের দিকে। অভিযোগ, স্রেফ বাংলায় কথা বলার অপরাধে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে ওই যুবককে। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে শুক্রবার পুরুলিয়া যাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।জানা গেছে,বান্দোয়ানের বাসিন্দা বছর সাতাশের সুখেন মাহাতো গত সাত বছর ধরে দুই ভাইয়ের সঙ্গে পুণেতে কাজ করতেন। পরিবারের দাবি, সোমবার কাজে বেরিয়ে আর ফেরেননি তিনি। মঙ্গলবার ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। বুধবার সেই শোকের খবর পৌঁছায় পুরুলিয়ার বাড়িতে। সুখেনের বাবা ধীরেন মাহাতোর স্পষ্ট অভিযোগ, 'ছেলেরা বাংলায় কথা বলত। সেই আক্রোশেই আমার মেজো ছেলেকে খুন করা হয়েছে।' তিনি বলেন, ছেলেদের বেশিদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করাতে পারেননি। একটু বড় হতেই তিন ভাই মহারাষ্ট্রের পুণেতে এক সংস্থার কাজে চলে গিয়েছিল । যে এলাকায় তিন ছেলে কাজ করত সেখানে সকলেই মারাঠী এবং হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা বলত। মৃতের কাকা দীনেশচন্দ্র মাহাতোরও অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার কারণেই খুন করা হয়েছে তাঁর ভাইপোকে । ছেলের মৃত্যুতে তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছে পরিবার । পরিবারের অভিযোগের সুরে সুর মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'এটি একটি ঘৃণ্য অপরাধ। এক যুবককে তাঁর ভাষা, পরিচয় এবং তাঁর শিকড়ের জন্য অত্যাচার করে হত্যা করা হল।' তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন। তিনি লেখেন,আমি অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতারি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, 'সুখেনের পরিবারের উদ্দেশে আমি বলছি, এই শোকার্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গ আপনাদের পাশে রয়েছে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সব রকম পদক্ষেপ করা হবে।' রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই স্থানীয় বিধায়ক রাজীবলোচন সোরেন এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো নিহতের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে এসেছেন। তৃণমূলের দাবি, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টেও সুখেনের শরীরে একাধিক গভীর ক্ষত ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন মিলেছে।তবে এই ঘটনায় মহারাষ্ট্র পুলিশের তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুণের শিখাপুর থানার পুলিশ দাবি করেছে, ঘটনার নেপথ্যে কোনও ভাষাগত আক্রোশ নেই। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, সোমবার বিকেলে কাজে না গিয়ে মত্ত অবস্থায় কোরেগাঁও এলাকায় ঘুরছিলেন সুখেন। সিসিটিভি ফুটেজে তাঁকে দুই ব্যক্তির সঙ্গে বচসায় জড়াতে দেখা গিয়েছে। পুলিশের অনুমান, সেই বিবাদের জেরেই হামলা হয়েছে। যদিও খুনের সেই মুহূর্ত সিসিটিভিতে ধরা পড়েনি। পুলিশ একে 'বিচ্ছিন্ন ঝগড়া' বললেও মানতে নারাজ রাজ্যের শাসকদল।তৃণমূলের চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, 'বিজেপিশাসিত মহারাষ্ট্রের পুলিশ আসলে সত্য ঢাকতে অন্য তত্ত্ব খাড়া করছে।' তাঁর মতে, গত কয়েক মাসে ধারাবাহিক ভাবে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থা ও হত্যার ঘটনা ঘটছে। পুলিশ নিজের মুখ বাঁচাতে নিহতের চরিত্র নিয়ে মিথ্যা ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল শিবির ৷

এই টানাপড়েনের মাঝেই আজ পুরুলিয়ায় সুখেনের বাড়ি যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছেলেকে হারিয়ে এখন দিশেহারা মাহাতো পরিবার। তাঁদের প্রশ্ন একটাই, নিজের ভাষায় কথা বলা কি সত্যিই আজ অপরাধ?মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এক লড়াকু শ্রমিকের এমন মর্মান্তিক পরিণতি তিনি মেনে নেবেন না। নবান্ন সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত এবং দোষীদের সাজার দাবিতে সরব হবে রাজ্য। আপাতত শোকবিহ্বল পুরুলিয়ার এই ছোট গ্রামটি এখন তাকিয়ে আছে সুবিচারের আশায়।

নিপা কেড়ে নিল নার্সের প্রাণ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নিপা ভাইরাসের থাবায় প্রাণ হারালেন এক সেবিকা। বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রের খবর, দীর্ঘ দিন তিনি সিসিইউ-তে (ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট) চিকিৎসাধীন ছিলেন।

সংক্রমণের জেরে তাঁর ফুসফুসে 'সেকেন্ডারি ইনফেকশন' ছড়িয়ে পড়েছিল। জানা গেছে, মহিলা নার্সের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ । বারাসতের ওই একই হাসপাতালে নিপা আক্রান্ত আরও এক নার্স চিকিৎসাধীন ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্য আগেই আশ্বস্ত করে জানিয়েছিল যে, রাজ্যে নতুন করে কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হননি। সংক্রমণের উৎস সন্ধানে দ্রুত 'কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং' শুরু করেন স্বাস্থ্যকর্তারা। আক্রান্ত দুই নার্স গত কয়েক দিনে কাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

স্বস্তির খবর এটাই যে, পরীক্ষাগারে পাঠানো সেই সমস্ত নমুনার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। অর্থাৎ, আপাতত রাজ্যে নতুন করে নিপা সংক্রমণের কোনও প্রমাণ মেলেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মারণ ভাইরাসের মূল উৎস বাদুড়। বাদুড়ের আধখাওয়া ফল থেকে দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র নির্দেশিকা বলছে, শুধু বাদুড় নয়, শুয়োর থেকেও এই ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক বা বিছানা থেকেও অন্যের শরীরে ভাইরাস বাসা বাঁধতে পারে। নিপার উপসর্গ সাধারণ ভাইরাল জ্বরের মতো হলেও এর মৃত্যুহার আকাশছোঁয়া। প্রায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে জ্বর, মাথাব্যথা ও বমি ভাব থাকলেও সংক্রমণ মস্তিষ্কে পৌঁছলে শুরু হয় খিঁচুনি। প্রবল শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি রোগী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোমায় চলে যেতে পারেন। এই ভাইরাসের কোনও নির্দিষ্ট টিকা বা ওষুধ নেই। উপসর্গ দেখেই চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসকদের মতে, রোগীর নিজস্ব রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাই এই লড়াইয়ে শেষ কথা বলে। তাই দ্রুত রোগ শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।

মমতাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে 'বাবরি যাত্রা' দুই ফুলকে সরাতে মিম-হুমায়ুন জোট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ঘাসফুল বা গেরুয়া শিবির, কাউকেই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বৃহস্পতিবার নদিয়ার পলাশী থেকে 'বাবরি যাত্রা' শুরু করে তৃণমূল ও বিজেপিকে একযোগে তুলোধোনা করলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির (জেউপি) প্রধান। তাঁর সাফ কথা, 'বিজেপিকে আটকাব আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতার ধারে কাছেও আসতে দেব না।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে হুমায়ুন এদিন স্পষ্ট জানান, মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক কারও একচেটিয়া অধিকার নয়। তাঁর কথায়, 'মুসলিম ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবার সম্পত্তি নয়। এতদিন মুসলিম ভোটারদের বিজেপি যুযুর ভয় দেখানো হয়েছে। তাদের কাছে কোনও বিকল্প ছিল না। তাই তৃণমূলকে সমর্থন করেছে।' এদিন পলাশী থেকে বেলডাঙা পর্যন্ত বিশাল বাইক ও গাড়ির মিছিলের নেতৃত্ব দেন পাগড়িধারী হুমায়ুন। কখনও বাইকে স্টান্ট দেখিয়ে, কখনও হুডখোলা গাড়িতে চড়ে সমর্থকদের উদ্দীপনা বাড়ান তিনি। রেজিনগর থেকে হাজার হাজার সমর্থক এই মিছিলে শামিল হন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে যাত্রার পথ কাটছাঁট করা হলেও, পরীক্ষা শেষে পাঁচশো গাড়ি নিয়ে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার পর্যন্ত অভিযানের ডাক দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে তিনি যে একা নন, তাও এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রাক্তন এই তৃণমূল নেতা। হুমায়ুন জানান, মিমের সঙ্গে জোট চূড়ান্ত। বামফ্রন্ট ও আইএসএফ-এর সঙ্গেও আলোচনা চলছে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনেই লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তাঁর জোট। যদিও এই দীর্ঘ পদযাত্রা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানিয়েছেন, এই কর্মসূচির জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। যানজটে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক কার্যত স্থবির হয়ে পড়লেও মেজাজি মেজাজেই নিজের শক্তির প্রদর্শন সারলেন হুমায়ুন কবীর।

দেশ বিক্রি'র তোপে বিদ্ধ বিজেপি রাহুলের সাংসদ পদ বাতিলের দাবি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সংসদে দাঁড়িয়ে ভারতকে 'বিক্রি' করে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন রাহুল গান্ধী। সেই আক্রমণের চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার পাল্টা প্রত্যাঘাত হানল বিজেপি। ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে লোকসভার বিরোধী দলনেতার সদস্যপদ বাতিলের দাবিতে সরব হয়েছেন। শুধু সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়াই নয়, রাহুল যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও নির্বাচনে লড়তে না পারেন, সেই দাবিও তুলেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার লোকসভায় রাহুলের বিরুদ্ধে একটি 'সাবস্ট্যান্টিভ মোশন' বা সারগর্ভ প্রস্তাব জমা দিয়েছেন নিশিকান্ত। তাঁর অভিযোগ, বিদেশের ভারত-বিরোধী শক্তিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংসদকে বিভ্রান্ত করছেন রাহুল। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের এই চাঞ্চল্যকর পদক্ষেপের নেপথ্যে রয়েছে বুধবার সংসদে রাহুলের ঝাঁজালো ভাষণ। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভারতের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মোদী সরকারকে তুলোধনা করেছিলেন রাহুল। তিনি দাবি করেছিলেন, 'আপনারা ভারতকে বেচে দিয়েছেন, আপনাদের লজ্জা হয় না? আপনারা আমাদের মা, ভারত মাতাকে বিক্রি করেছেন। আপনারা আমেরিকার কাছে 'সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ' করেছেন।' রাহুলের অভিযোগ ছিল, ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এখন আমেরিকার হাতে এবং সরকার কৃষকদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছে। রাহুল আরও বলেন, 'যদি ইন্ডিয়া জোট সরকার আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করত, তাহলে তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলত, ভারতকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।'রাহুলের এই মন্তব্য ঘিরেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সংসদ। বিজেপি সাংসদদের দাবি, বিরোধী দলনেতা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং দেশবিরোধী কথা বলছেন। এরপরই আসরে নামেন নিশিকান্ত দুবে, যিনি এর আগে তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজের ক্ষেত্রেও অন্যতম কারিগর ছিলেন। নিশিকান্তের দাবি, রাহুলের এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য।

বিশ্বকাপে বিশ্বরেকর্ড ভারতের

রেকর্ড জয়ে সেমির পথে সূর্যরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয়ের ধারা বজায় রাখল ভারত। ব্যাট হাতে ঈশান কিষাণ ও হার্দিক পান্ডিয়ার তাণ্ডবের পর বল হাতে নামিবিয়াকে গুঁড়িয়ে দিলেন বরুণ চক্রবর্তী। ৯৩ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নিজেদের বৃহত্তম জয়ের রেকর্ড গড়ল সূর্যকুমার যাদবের দল। ২০১২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৯০ রানে জয়ের নজির এদিন টপকে গেল টিম ইন্ডিয়া । এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত ভারতের জন্য সঠিক প্রমাণিত হল। যদিও সঞ্জু স্যামসন ২২ রানে দ্রুত ফিরে যান, কিন্তু ঈশান কিষাণ ছিলেন রুদ্রমূর্তিতে। মাত্র ২০ বলে হাফ-সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২৪ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের ভিত গড়ে দেন ঝাড়খণ্ডের এই উইকেটকিপার ব্যাটার। মিডল অর্ডারে নামিবিয়ার বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নেন হার্দিক পান্ডিয়া। বিশেষ করে বার্নার্ড স্কোলজ্‌ের ওভারে হার্দিকের সেই ১০৯ মিটারের বিশাল ছক্কা গ্যালারিতে উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়।

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

বাসে-ট্রেনে শব্দ-সন্ত্রাস

লন্ডন মেট্রোর এক হাজার যাত্রীর উপর সমীক্ষায় প্রায় ৭০ু যাত্রী জানান, জনসমক্ষে অন্যের স্পিকারে গান শোনা, সিনেমা চালানোয় তাঁরা বিরক্ত হন। এবং সেই বিরক্তির রেশ বহু সময় ধরে রয়ে যায়। মানসিক শান্তির বিঘ্ন ঘটে। এই গবেষণার উপর ভিত্তি করেই লন্ডন মেট্রোতে হেডফোন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার প্রচার চালানো হচ্ছে। গণপরিবহণে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা থাকলেই জানা, এ দেশেও এই সমস্যা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।মেট্রো, বাস, ট্রেন; কোথাও মুক্তি নেই। দূরপাল্লার ট্রেনে রাতে ঘুমানো যাচ্ছে না পাশের যাত্রীর রিল অথবা অন্য কিছু দেখ ার শব্দে; এমন অভিজ্ঞতা অহরহ। প্রসঙ্গত এসে পড়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্ন। আমি ফোনে কী দেখ ছি তা একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু সেই দেখার 'শব্দ' যখন অন্যের কানে পৌঁছয়, তখন তা আর ব্যক্তিগত পরিসরে আটকে থাকে না। স্বস্তিতে ভ্রমণের অধিকার এবং ইচ্ছা অবশ্যই সকলের রয়েছে। যখন ভরা ট্রেনে বা বাসে কেউ স্পিকারে ভিডিয়ো চালান, তখন তিনি স্পষ্টত অন্যদের সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করেন। পরিণামে, এমন শব্দ-সন্ত্রাস অলক্ষ্যেই মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে।বিজ্ঞানীরা এই সমস্যাকে নিছক 'বিরক্তি' হিসাবে দেখছেন না, এর মূলে গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক ক্ষতির প্রমাণ পেয়েছেন। উঠে আসছে 'কগনিটিভ ডিসট্রাকশন' ও 'হাফালগ' থিয়োরি। যখন আমরা অন্যের কথোপকথনের অর্ধেক অংশ বা ভিডিয়োর অসংলগ্ন শব্দ শুনি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক সেই অসম্পূর্ণ তথ্য মেলাতে গিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি চাপ অনুভব করে। এটাই 'হাফালগ' তত্ত্ব। ভিডিয়োর শব্দ অনিয়মিত হলে, যেমন রিল স্ক্রলের সময় বার বার শব্দের মাত্রা, সুর বদলানো, চার পাশের মানুষের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা প্রায় ৪০ু কমে যায়, যাকে বলে 'কগনিটিভ ডিসট্রাকশন'। ফলে দ্রুত মেজাজ খিটখিটে হওয়া বা অহেতুক মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। 'রিল সংস্কৃতি' এই সমস্যাকে আরও জটিল করছে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিস-এর ২০২৪-এর গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা জনসমক্ষে উচ্চ শব্দে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে সহমর্মিতার অভাব রয়েছে। যাঁরা শব্দের শিকার হন, তাঁদের রক্তচাপ, মানসিক উদ্বেগের মাত্রা সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘমেয়াদেও সামাজিক আচরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।কেন মানুষ হেডফোন ব্যবহার করতে চান না, তার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। একটি কারণ অবশ্যই অসচেতনতা।

জীবনী

সরোজিনী নাইডু

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে কজন নারী স্বীয় প্রতিভা এবং অদম্য সাহসিকতায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর হয়ে আছেন সরোজিনী নাইডু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি হায়দ্রাবাদের এক বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ এবং মা বরদাসুন্দরী দেবী ছিলেন একজন সৃজনশীল লেখিকা। শৈশব থেকেই সরোজিনী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা দেখে হায়দ্রাবাদের নিজাম মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিদেশে পড়ার জন্য বৃত্তি প্রদান করেন। ইংল্যান্ডের কিংস কলেজ এবং পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্টন কলেজে শিক্ষালাভ করার সময় তিনি তৎকালীন ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচকদের নজরে আসেন।সরোজিনী নাইডুর সাহিত্যিক পরিচয় তাঁকে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তাঁর কবিতায় আবেগ, ছন্দ এবং প্রকৃতির যে নিপুণ বর্ণনা পাওয়া যায়, তার কারণে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে 'ভারতের কোকিল' বা 'নাইটিঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'দ্য গোল্ডেন থ্রেশহোল্ড', 'দ্য বার্ড অফ টাইম' এবং 'দ্য ব্রোকেন উইং' অন্যতম। তবে কেবল সাহিত্যচর্চায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারায় জড়িয়ে পড়েন। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নারী অধিকার রক্ষা ও দেশমাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন।ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সরোজিনী নাইডুর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ১৯২৫ সালে তিনি কানপুর অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় নারী সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক ডান্ডি পদযাত্রায় তিনি গান্ধীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর তিনি ধরাসনা লবণ সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দেন, যা বিশ্ব রাজনীতিতে ব্রিটিশদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনসহ একাধিক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো জেল-জুলুমই তাঁর কণ্ঠ রোধ করতে পারেনি। তিনি কেবল একজন নেত্রী ছিলেন না, বরং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অন্যতম প্রধান প্রচারক হিসেবেও কাজ করেছেন।নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের নারীরা ভোটাধিকার এবং সামাজিক সমমর্যাদার লড়াইয়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি উত্তরপ্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন, যা ছিল স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কোনো নারীর প্রথম গভর্নর পদপ্রাপ্তি। আমৃত্যু তিনি ভারতের সংহতি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে গেছেন। ১৯৪৯ সালের ২ মার্চ লখনউতে এই বিদুষী নারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সরোজিনী নাইডু আজ কেবল একজন রাজনৈতিক নেত্রী বা কবি হিসেবে নন, বরং ভারতীয় নারীর শক্তি ও মেধার প্রতীক হিসেবে বেঁচে আছেন। তাঁর জন্মজয়ন্তীকে প্রতি বছর ভারতে 'জাতীয় নারী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়, যা তাঁর মহান কর্মজীবনের প্রতি এক পরম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিভাজনের রাজনীতি ও মাদ্রাসা বিতর্কঃ সংবিধান, শিক্ষা ও সহাবস্থানের প্রশ্ন ?

ড মুহাম্মদ ইসমাইল
অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

ভারত বহুধর্মী, বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক এক রাষ্ট্র। এই বৈচিত্র্যই তার শক্তি;এমনটাই আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে এসেছি। কিন্তু বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়ালে দেখা যায়, ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক ও বিভাজনের রাজনীতি ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। বিশেষত সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজকে ঘিরে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, সংস্কৃতি কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক ধরনের সন্দেহ ও প্রশ্নচিহ্নের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এর সামাজিক ও মানসিক প্রভাব গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, ধর্ম কেবল আচার-অনুষ্ঠানের বিষয় নয়; এটি সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম, খ্রিস্টান, হিন্দু বা অন্যান্য ধর্ম; প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বিধি-নিষেধ ও সাংস্কৃতিক চর্চা রয়েছে। কোথাও মাংসাশী খাদ্যের উপর গুরুত্ব, কোথাও নিরামিষভোজনের উপর জোর; কোথাও বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ, কোথাও আলাদা আচার। এই ভিন্নতাই ভারতীয় সমাজের বহুত্বের ভিত্তি। কিন্তু যখন এই ভিন্নতাকে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হিসেবে না দেখে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখনই সমস্যা তৈরি হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। মাদ্রাসাকে 'উগ্রপন্থার আঁতুড়ঘর' বা 'জঙ্গি তৈরির কেন্দ্র' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রবণতা বিভিন্ন মহলে দেখা গেছে। অথচ ঐতিহাসিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এই উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান এবং বহু ক্ষেত্রে তা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় এবং মূলধারার পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শিক্ষা পর্ষদের অধীনেই পরিচালিত হয়। শুধুমাত্র নামের ভিন্নতা দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহের চোখে দেখা কতটা যুক্তিযুক্ত;এই প্রশ্ন আজ প্রাসঙ্গিক।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল মুসলিম সমাজের শিক্ষার্থীই নয়, বহু সংখ্যাগুরু পরিবারের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাও যুক্ত। বহু প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বা পরিচালন সমিতির সদস্যরাও অমুসলিম। তবুও মাদ্রাসা শব্দটি উচ্চারিত হলেই জনমানসে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। এই ধারণা কি তথ্যভিত্তিক, নাকি রাজনৈতিক বক্তব্যের পুনরাবৃত্তির ফল; তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সমস্যার আরেকটি দিক অবকাঠামোগত বৈষম্য। দেশের বহু মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পর্যাপ্ত হাই স্কুল, কলেজ বা আধুনিক অবকাঠামোসমৃদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ইংরেজি মাধ্যম বা কারিগরি শিক্ষার সুযোগও সীমিত। ফলে স্থানীয়ভাবে যে প্রতিষ্ঠানটি সহজলভ্য, অর্থাৎ মাদ্রাসা, সেখানেই প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর সন্তানরা ভর্তি হয়। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কেবল প্রতিষ্ঠানটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করলে সমস্যার সমাধান হয় না। বরং উন্নত বিদ্যালয়, কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার বিকল্প ও সমান সুযোগ তৈরি করাই হতে পারে গঠনমূলক পথ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেমন মৌলিক অধিকার, তেমনই ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক চর্চার অধিকারও সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত। কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বা শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানকে প্রমাণ ছাড়া সন্দেহের তকমা দেওয়া হলে তা কেবল সেই সম্প্রদায়ের মনোবলেই আঘাত হানে না, বরং সামাজিক সহাবস্থানের ভিত্তিকেও দুর্বল করে। বারবার বিতর্কিত মন্তব্য ও উস্কানিমূলক ভাষণ জনমনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে, যা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক মেরুকরণ বাড়ায়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিভাজনের রাজনীতি স্বল্পমেয়াদে রাজনৈতিক লাভ আনতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে। ব্রিটিশ শাসনামলে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির ফলাফল আমরা দেখেছি। স্বাধীনতার আট দশক পরও যদি ধর্ম, খাদ্য বা পোশাকের ভিত্তিতে মানুষকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা বজায় থাকে, তবে তা আমাদের গণতান্ত্রিক পরিপক্কতার প্রশ্ন তোলে।

অবশ্যই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না;এমন নয়। আইনভঙ্গ বা অসাংবিধানিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াই কর্তব্য। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিত্তিতে পুরো একটি ব্যবস্থাকে সন্দেহের আওতায় আনা ন্যায়সঙ্গত নয়। বরং তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন, স্বচ্ছ নিরীক্ষা ও গঠনমূলক সংস্কারের পথই হতে পারে উত্তম সমাধান।

সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সংলাপ। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু; দুই পক্ষের মধ্যেই যদি ভয় ও অবিশ্বাস বাড়ে, তবে তার প্রভাব পড়ে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতির উপর। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা অবকাঠামো, অর্থনৈতিক সুযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেবল প্রতীকী বিতর্কে সময় নষ্ট করলে বাস্তব সমস্যাগুলি আড়ালেই থেকে যাবে। ভারতের সংবিধান সকল নাগরিককে সমতা ও মর্যাদার অধিকার দিয়েছে। সেই নীতিকে সামনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে। ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে সংঘাতের কারণ নয়, সহাবস্থানের শক্তি হিসেবে দেখাই হবে প্রকৃত প্রগতির লক্ষণ। মাদ্রাসা হোক বা গুরুকুল, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল হোক বা সরকারি বিদ্যালয়;প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির ক্ষেত্র। তাদের ঘিরে সন্দেহ নয়, প্রয়োজন দায়িত্বশীল আলোচনা, তথ্যনির্ভর নীতি ও সর্বোপরি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

বিভাজনের রাজনীতি ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু শিক্ষা, সমতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজই দীর্ঘস্থায়ী। এখন সিদ্ধান্ত আমাদের; আমরা কি সন্দেহ ও বিভেদের পথে হাঁটব, নাকি সংবিধানের আলোয় সহাবস্থানের পথ বেছে নেব ?

মাধ্যমিক পরীক্ষার সেকাল-একাল

সঞ্জয় কুমার দাস

মাধ্যমিক পরীক্ষা' শব্দবন্ধটি একটি কিংবদন্তি শব্দ। এক সময় কিশোর জীবনের সমস্ত উত্তেজনা, ভয় আর স্বপ্ন গেঁথে থাকত যে কিংবদন্তিতে। তারপর পেরিয়ে গেছে তিন দশকীয় বসন্ত। সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে, বদলেছে পরীক্ষার চরিত্রও। সেই বদলের গল্পই অদ্যকার লেখনীর কেন্দ্রবিন্দু। এক সময় মাধ্যমিক পরীক্ষা মানেই ছিল এক ধরনের সামাজিক উৎসব। পরীক্ষা শুরু হওয়ার দিন ভোরবেলা উঠোন ঝাঁট দেওয়া, পরীক্ষার্থীর কপালে টিপ, হাতে কলম ছুঁইয়ে দেওয়া;সব মিলিয়ে যেন এক ধর্মীয় আচার। পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজনের ঘর পর্যন্ত একটাই প্রশ্ন; তএবার মাধ্যমিক কবে ?দ ফল বেরোলে পাশ না ফেল, প্রথম বিভাগ না দ্বিতীয়;সবই হয়ে উঠত পাড়ার আলোচনার বিষয়। মাধ্যমিক তখন শুধু একটি পরীক্ষা নয়, ছিল জীবনের প্রথম বড়ো দরজা। শিক্ষার অধিকার আইন বদলে দিয়েছে খোলনলচে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় প্লাবন এসেছে। এবছর পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৭১৩৪০ জন। মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাক্কার অর্জুনপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৪৬। একালের পরীক্ষার্থীদের নিকট 'মাধ্যমিক পরীক্ষা' কি কোনো আকর্ষণ জাগায় ?সেকালের মাধ্যমিক ছিল মূলত মুখস্থনির্ভর। পাঠ্যবইয়ের লাইন ধরে উত্তর লেখাই ছিল সাফল্যের চাবিকাঠি। গাইডবই, সাজেশন আর প্রাইভেট টিউশনের দাপট তখনও ছিল, তবে প্রযুক্তির অনুপস্থিতিতে পড়াশোনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বই আর শিক্ষক। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা, খাতায় নোট করা, বারবার লিখে অনুশীলন;এই ছিল প্রস্তুতির মূল ভরকেন্দ্র। পরীক্ষার হলে কেবল কলম, অ্যাডমিট কার্ড আর ভয়কে সঙ্গী করেই বসতে হতো। কালের স্রোতে সেই চিত্র অনেকটাই বদলেছে। আজকের মাধ্যমিক পরীক্ষা অনেক বেশি কাঠামোবদ্ধ, নিয়মবদ্ধ এবং প্রযুক্তিনির্ভর। অনলাইন ফর্ম ফিল-আপ, ডিজিটাল অ্যাডমিট কার্ড, দ্রুত ফল প্রকাশ;সবই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসেছে। প্রশ্নপত্রেও এসেছে পরিবর্তন। মুখস্থের পাশাপাশি বিশ্লেষণ, যুক্তি আর প্রয়োগের দিকে জোর বাড়ছে। ছোটো উত্তর, বহুবিকল্প প্রশ্ন, কমন কোর সিলেবাস;সব মিলিয়ে পরীক্ষাকে তুলনামূলকভাবে আধুনিক করে তোলার চেষ্টা চলছে।

পরীক্ষার্থীদের মানসিক জগৎও বদলেছে। সেকালে মাধ্যমিক ছিল জীবনের একমাত্র মোড় ঘোরানো পরীক্ষা বলে মনে করা হতো। আজ প্রতিযোগিতা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু সুযোগের পরিসরও বেড়েছে। মাধ্যমিকের ফলই যে শেষ কথা নয়, এই বোধ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। তবু চাপ কমেছে, এমন বলা যায় না। বরং সোশ্যাল মিডিয়া, কোচিং সেন্টার আর সর্বক্ষণ তুলনার সংস্কৃতিতে অনেক সময় চাপ আরও সূক্ষ্ম ও গভীর হয়ে উঠছে।অভিভাবকদের ভূমিকাতেও এসেছে পরিবর্তন। আগে অনেক অভিভাবকই সন্তানের পড়াশোনায় সরাসরি যুক্ত থাকতে পারতেন না। আজ তাঁরা অনেক বেশি সচেতন, অনেক বেশি উপস্থিত। কোথাও এই উপস্থিতি সহায়ক, কোথাও আবার অতি-আগ্রহের কারণে তা হয়ে উঠছে বাড়তি বোঝা। সেকালের নিঃশব্দ প্রত্যাশার জায়গায় আজকের দিনে এসেছে উচ্চকণ্ঠ আশার চাপ। তবু সেকাল আর একালের ভিড়েও মাধ্যমিক পরীক্ষার একটি জায়গা অটুট। এটি এখনও কৈশোর থেকে তারুণ্যে পা রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। পরীক্ষার খাতা, শেষ ঘণ্টার ঘণ্টাধ্বনি, পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার হালকা স্বস্তি;এই অনুভূতিগুলি আজও প্রায় একই রকম রয়ে গেছে।সময় বদলায়, পদ্ধতি বদলায়, কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষা আজও জীবনের প্রথম বড়ো অভিজ্ঞতাগুলির একটি। সেকালের স্মৃতির সঙ্গে একালের বাস্তবতা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়; মাধ্যমিক কেবল একটি পরীক্ষা নয়, এটি প্রজন্মের পর প্রজন্মের বেড়ে ওঠার নীরব সাক্ষী। একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর, আড়াই দশক পর মাধ্যমিক পরীক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম সম্পাদনের অভিজ্ঞতায় কলম ধরার ফসল অদ্যকার লেখনী।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

বৃহস্পতিবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বাগান্ডা জটাধারী হাই স্কুল ও কালীনগর হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে গোলাপ ও পেন তুলে দিয়ে তাদের সাফল্য কামনা করলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। ছবি ও তথ্য ; সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ।

বামেদের সঙ্গে বিচ্ছেদ, বঙ্গে একাই কংগ্রেস

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বঙ্গে বাম-কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের ‘হাত-হাতুড়ি’র সংসারে কি তবে পাকাপাকি বিচ্ছেদ হয়ে গেল? বুধবার কাটোয়ার রবীন্দ্র পরিষদ হলে দলীয় সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কড়া বার্তায় সেই জল্পনাই সিলমোহর পেল। বামেদের সঙ্গে সম্পর্ককে ‘অতীত’ আখ্যা দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানালেন, আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যের সমস্ত আসনেই একা লড়বে কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মিরও এই সিদ্ধান্তে হাইকমান্ডের সায় রয়েছে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে। বিশেষ করে হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ‘গোপন বৈঠক’ ঘিরেই চড়েছে উত্তেজনার পারদ। কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করা শক্তির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে বামেরা। শুভঙ্কর সরকারের সাফ কথা, ‘কংগ্রেস ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে ছিল, আছে এবং থাকবে।’ তাঁর মতে, হুমায়ুন কবীরকে পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে সিপিএম, যা কংগ্রেসের আদর্শের পরিপন্থী।বামেদের সঙ্গে জোট ভাঙার প্রশ্নে প্রদেশ সভাপতি বলেন, ‘বামেদের সঙ্গে আগে যা কিছু সম্পর্ক ছিল, সেসব এখন অতীত। সাধারণ কর্মী ও আপামর মানুষের মতামতকে মান্যতা দিয়েই আমরা একা লড়াই করব। রাজ্যের সমস্ত আসনেই প্রার্থী দেব।’ ২০১৬ সালে এই জোট কংগ্রেসকে বিরোধী দলের তকমা দিলেও, ২০২১-এ তারা শূন্য হাতে ফিরেছিল। সেই ব্যর্থতা এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করেই কি এই একক যাত্রার সিদ্ধান্ত? রাজনৈতিক মহলের একাংশ তেমনটাই মনে করছে।দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গোলাম আহমদ মির বলেন, ‘সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী-সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাধারণ কর্মীদের দাবিকেই মান্যতা দিয়েছেন। দল পশ্চিমবঙ্গে এককভাবে ভোটে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ প্রবীণ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের কণ্ঠেও শোনা গিয়েছে আদর্শগত লড়াইয়ের সুর। তাঁর মতে, বর্তমান সময়ে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশে গিয়ে এক অদ্ভুত সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়েছে। এই বিভাজন রোখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তৃণমূল ও বিজেপি, উভয় শিবিরের বিরুদ্ধেই শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে মরিয়া কংগ্রেস। কাটোয়ার এই সভা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিচুতলার কর্মীদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে বামেদের সঙ্গ ছাড়তেও দ্বিধা নেই বিধান ভবনের। ২০২৬-এর মহড়াতে কি এই একক লড়াইয়ের কৌশল সফল হবে? উত্তরের অপেক্ষায় বঙ্গ রাজনীতি।

ভোটে আবাসনেই হবে বুথ কেন্দ্র কমিশনের নির্দেশে স্বস্তি প্রবীণদের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর ঝক্কি শেষ। প্রবীণদের কষ্ট লাঘব করতে এবার আবাসন চত্বরেই বসছে বুথ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের ৭৮টি বড় আবাসিক বহুতলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরির কথা বুধবার ঘোষণা করলেন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকরা। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি এই আবাসনগুলির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। শহরের ব্যস্ত ভোটারদের বুথমুখী করতেই এই মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বর্তমানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা ‘এসআইআর’ প্রক্রিয়া চলছে। এই শুদ্ধিকরণের ফলে রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা কিছুটা কমতে পারে। ভোটার সংখ্যা কমলে স্বাভাবিকভাবেই বুথের সংখ্যাও হ্রাস পাবে। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, ‘৭৮টি বড় আবাসিক কমপ্লেক্স চিহ্নিত করা হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করা হবে। সংশোধনের পর ভোটার সংখ্যা কমলে বুথের সংখ্যাও স্বাভাবিক ভাবেই কমবে।’ তবে বুথ কমলেও বড় আবাসনের বাসিন্দাদের আর পাড়ার মোড় বা দূরের স্কুলে দৌড়াতে হবে না। নিজের ঘরের দোরগোড়াতেই মিলবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ। কেন এমন সিদ্ধান্ত? কমিশনের দাবি, বহুতলের বাসিন্দারা অনেক সময় দূরত্বের কারণে বুথে যেতে অনীহা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের পক্ষে ভিড় ঠেলে দূরে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এক আধিকারিক বলেন, ‘অভিজ্ঞতা বলছে, ভোটকেন্দ্র দূরে হলে অনেকেই ভোট দিতে আসেন না। বড় আবাসনের ভিতরে বুথ হলে ভোটদান আরও সহজ ও সুবিধাজনক হবে।’ এর আগে কলকাতা-সহ সাতটি জেলার ৬৯টি আবাসনে বুথ করার কথা ভাবা হয়েছিল। বুধবার সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৮ করা হয়েছে। ২৫ তারিখের পর স্পষ্ট হবে কোন জেলা কতগুলি বুথ পেল। কমিশনের এই পদক্ষেপ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হতে দেরি হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে এই উদ্যোগে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন।

তবে কমিশন স্পষ্ট করেছে, যেখানে নথিভুক্ত ভোটার সংখ্যা ৩০০-র বেশি, শুধুমাত্র সেই আবাসনগুলিকেই বেছে নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরেও এমন অনেক বহুতল রয়েছে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি পদ্ম শিবির। অন্যদিকে সাধারণ ভোটারদের একাংশ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। বেহালা পশ্চিমের এক বাসিন্দার মতে, কর্মব্যস্ত জীবনে বাড়ির নিচে বুথ থাকলে ভোটদানের হার অনেকটাই বাড়বে।

সামান্য ভুল, প্যানেলে ঠাঁই নেই প্রার্থীর এসএসসি-র রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতা সামান্য এক নম্বরের ফারাক। আর সেই কারণেই মেধাতালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও থমকে গিয়েছে এক চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ। স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) পোর্টালে তথ্য আপলোডের সময় হওয়া একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল কেন সংশোধন করা গেল না, তা নিয়ে এবার কড়া প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই বিষয়ে এসএসসি-র কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কমিশনকে জানাতে হবে, কেন শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সংশোধনের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। ২৫ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। ঘটনাটি ২০২৫ সালের দ্বিতীয় এসএলএসটি পরীক্ষার। জনৈক এক পরীক্ষার্থী স্নাতকোত্তরে ৬০০ নম্বর অর্থাৎ ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু অনলাইনে আবেদনের সময় সাইবার ক্যাফের ভিড়ে বা অসতর্কতাবশত তাঁর প্রাপ্ত নম্বরের জায়গায় ৫৯৪ লেখা হয়ে যায়। এই সামান্য ভুলেই বদলে যায় তাঁর ভাগ্য।

অ্যাকাডেমিক স্কোরে ১০-এর বদলে তিনি পান ৮ নম্বর। ফলে মেধাতালিকায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বর দাঁড়ায় ৫১, যেখানে ইন্টারভিউয়ের জন্য কাট-অফ মার্কস ছিল ৫২। মাত্র ১ নম্বরের এই পার্থক্যের কারণে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি ওই প্রার্থী। মামলাকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস আদালতে জানান, নাম, বয়স বা জাতির মতো তথ্যে সংশোধনের সুযোগ থাকলেও অ্যাকাডেমিক মার্কসের ক্ষেত্রে ‘এডিট অপশন’ রাখেনি এসএসসি। ভুলটি নজরে আসতেই ওই প্রার্থী কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তখন কর্তৃপক্ষের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে ড্রপ বক্সে অভিযোগ জমা দিলে তা সংশোধন করে নেওয়া হবে। কিন্তু ফল প্রকাশের পর দেখা যায় পরিস্থিতি অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছে। উল্টে কমিশনের দাবি, এখন ইন্টারভিউয়ের তালিকা ও চূড়ান্ত প্যানেল তৈরি হয়ে গিয়েছে, তাই নতুন করে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। এই যুক্তি মানতে নারাজ আদালত। বিচারপতি অমৃতা সিনহা কমিশনের ভূমিকায় বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চান, ‘এটা কীভাবে হল?’ প্রার্থীর ভবিষ্যৎ যেখানে একটি ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে, সেখানে কমিশন কেন আগে থেকে পদক্ষেপ করেনি, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই ‘অনমনীয়’ মনোভাবের কারণে একজন যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হবেন কি না, এখন সেটাই দেখার।

মণীষী-স্মরণেও কৃত্রিম বিভাজন ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে সরব তৃণমূল

ভোটের বাদ্যি বাজতেই বাংলায় ফের শুরু মণীষী-বন্দনা। তবে এবার বাঙালির দুই মহীরুহকে ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম রাজনৈতিক সংঘাত। ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক এক নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে দিল্লির বিজেপি সরকারকে তোপ দাগল তৃণমূল কংগ্রেস। ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করে ফায়দা লুটতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আঘাত হানার এই চেষ্টা বাংলা মেনে নেবে না বলে বৃহস্পতিবার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে শাসকদল।এদিন তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিতর্কে ঘি ঢালেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ গানটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এর নেপথ্যে মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জনমানসে খাটো করা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার ধারক ও বাহক। তাঁর সেই উদারপন্থী দর্শন বিজেপির সংকীর্ণ

রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। আর সেই কারণেই সুকৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র বনাম রবীন্দ্রনাথের এক কৃত্রিম লড়াই উসকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।’ তাঁর মতে, আইকনদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বাঙালির মননশীলতা দখলের চেষ্টা করছে বিজেপি। রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের গলাতেও শোনা গিয়েছে চড়া সুর। কেন্দ্রীয় সরকারের এই তৎপরতাকে ‘ভোট অস্ত্র’ হিসেবে দেগে দিয়েছেন তিনি। চন্দ্রিমা বলেন, ত বাঙালির আবেগ ও মণীষীদের নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা বিজেপির মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বছরের অন্য সময় মনে না-পড়লেও, ভোট এলেই বিজেপির কাছে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্ররা বড় বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। আসলে তাঁরা বাংলার মণীষীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, বরং তাঁদের নিছক ‘ভোট অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করতে চান। দ তৃণমূলের বক্তব্য, বাংলার এই দুই দিকপাল কোনও নির্দিষ্ট দলের সম্পত্তি নন, তাঁরা বিশ্বের দরবারে বাঙালির গর্ব।তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সংসদীয় রীতিনীতির দোহাই দিয়ে আদতে বাঙালির আত্মপরিচয়ে খবরদারি চালানো হচ্ছে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বিভাজনের রাজনীতি আসলে বিজেপির এক গভীর ছক। বাঙালির সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করার এই অপচেষ্টা বাংলার মানুষ রুখে দেবে বলেই মনে করছে শাসক শিবির। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচন যত এগোবে, মণীষী আবেগ নিয়ে এই লড়াই আরও তীব্র আকার ধারণ করবে।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে এবার বেসরকারি হাসপাতালেও মিলবে বিশেষ চার অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের উপভোক্তাদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর দিল স্বাস্থ্য ভবন। এবার থেকে হার্নিয়া, হাইড্রোসিল, ফিসারেক্টমি এবং আর্থোস্কোপিক অস্ত্রোপচারের সুবিধা মিলবে নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারি হাসপাতালেও। দীর্ঘদিনের কড়া ‘গেটকিপিং’ প্রথা শিথিল করে এই মর্মে নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারি পরিকাঠামোয় এই অস্ত্রোপচারগুলির উন্নত ব্যবস্থা থাকলেও, রোগীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতেই এই মানবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দপ্তরের এক কর্তার কথায়, ‘সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই এই গেটকিপিং ব্যবস্থাতেই কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে।’ মূলত প্রান্তিক মানুষের হয়রানি কমাতেই নিয়ম বদলানো হয়েছে। তবে এই সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত আরোপ করেছে সরকার। যদি কোনও সরকারি হাসপাতালে এই অস্ত্রোপচার করতে সমস্যা থাকে এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক লিখিতভাবে তা জানান, তবেই বেসরকারি হাসপাতালে কার্ড ব্যবহার করা যাবে। দুর্ঘটনায় আহত রোগীর জরুরি ভিত্তিতে আর্থোস্কোপিক অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে সেটি বেসরকারি কেন্দ্রে করা যাবে। তবে কোল্ড-ওটি বা ফেলে রাখা যায় এমন অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এই ছাড় মিলবে না। স্বাস্থ্য ভবনের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে, অনেক সময় সরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের তারিখ পেতে রোগীদের নাজেহাল হতে হচ্ছিল। আবার কোথাও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো থাকলেও মিলছিল না দিনক্ষণ। এছাড়া এক শ্রেণির চিকিৎসকের বিরুদ্ধে রোগীদের কৌশলে বেসরকারি কেন্দ্রে পাঠানোর অভিযোগও ছিল। এবার সেই অনিয়ম রুখতে কড়া হয়েছে প্রশাসন। নয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বেসরকারি হাসপাতালের নিজস্ব সার্জনরাই কেবল এই অস্ত্রোপচার করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত কোনও সরকারি চিকিৎসক সেখানে গিয়ে অস্ত্রোপচার করলে তা স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আসবে না। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে পরিষেবার গতি বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

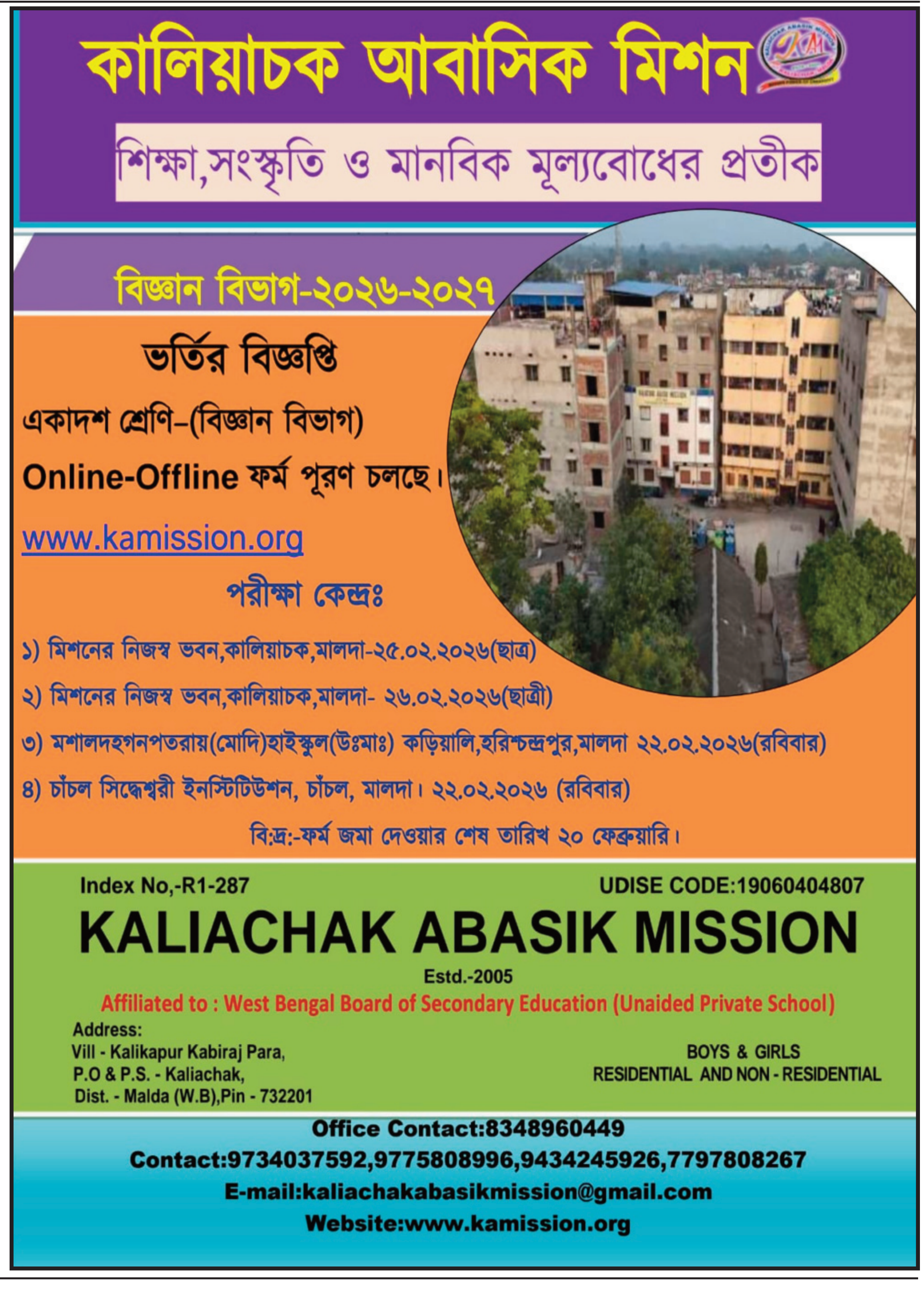

নির্বাচনের আগে শিলিগুড়িতে সক্রিয় ফিরহাদ হাকিম, কাউন্সিলদের সঙ্গে বৈঠকে সংগঠন মজবুত করার বার্তা

নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে শিলিগুড়িতে রাজনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়ল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পৌরনিগমের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবনের অধিবেশন কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সফরে এলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর এই সফর ঘিরে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। অধিবেশন কক্ষে পৌঁছে প্রথমেই তিনি পৌরনিগমের পরিকাঠামো, আধুনিক ভবন ও নকশা খুঁটিয়ে দেখেন। সুন্দর ও পরিকল্পিতভাবে ভবন নির্মাণ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, এই ধরনের আধুনিক পরিকাঠামো নাগরিক পরিষেবাকে আরও গতিশীল করতে সহায়ক হবে। সফরকালে ফিরহাদ হাকিম শিলিগুড়ি পৌরনিগমের সমস্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ, নাগরিক পরিষেবা, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। পানীয় জল, রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পৌর পরিষেবার মান আরও উন্নত করার বিষয়েও বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। কাউন্সিলরদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, তাঁদের সমস্যা শোনা ও দ্রুত সমাধানের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, শুধু প্রশাসনিক কাজ নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই রাজনৈতিক সংগঠনের মূল দায়িত্ব। রাজনৈতিক মহলের

একাংশের মতে, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম নির্বাচন প্রসঙ্গেও কথা বলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুনরায় জয়ী করার লক্ষ্যে সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যে যে উন্নয়নের ধারা চলছে, তা বজায় রাখতে হলে সংগঠনকে আরও মজবুত করা জরুরি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হাকিম জানান, আগামী দিনে শিলিগুড়ি পৌরনিগমকে কেন্দ্র করে একাধিক বড় পরিকল্পনা রয়েছে। পৌর এলাকার পরিসর ও পরিষেবা আরও সম্প্রসারণ করার বিষয়ে রাজ্য সরকার ভাবনাচিন্তা করছে। নাগরিক পরিষেবার আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাল ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। মন্ত্রীর এই সফর ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। অনেকের মতে, উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হওয়ায় নির্বাচনের আগে এখানকার সংগঠন আরও মজবুত করতে চাইছে শাসক দল। সব মিলিয়ে ফিরহাদ হাকিমের শিলিগুড়ি সফর রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মানব কল্যাণ ও দুর্ঘটনা রোধের প্রার্থনায় মহাযজ্ঞের আয়োজন বিধায়কের

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, রাজগঞ্জ ঃ সম্প্রতি রাজগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক পথ দুর্ঘটনায় একাধিক মানুষের মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোক ও উদ্বেগের আবহ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মানব কল্যাণ এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা এড়ানোর প্রার্থনায় মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বৃহস্পতিবার বেলাকোবার পাতিলাভাষা কদমতলা কালী মন্দিরের সামনে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

যজ্ঞে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রয়াতদের আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি সকলের মঙ্গল এবং ভবিষ্যতে এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানান। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক পথ দুর্ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুই নেতার মৃত্যু হয়েছে, যা গোটা রাজগঞ্জ এলাকায় গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে।

সেই প্রেক্ষিতেই এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মণ, রাজগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম ব্যানার্জি, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার,

বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ধর্মীয় আচার ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার ৪

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ ইন্দো, নেপাল সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার রুখতে ফের বড় সাফল্য পেল খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে দুই পৃথক অভিযানে মোট ৪ জন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে মোট ৩৫৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রথম ঘটনাটি ঘটে খড়িবাড়ির ডাঙ্গিবস্তি এলাকায় মেচী নদী সংলগ্ন সীমান্তে। নেপাল থেকে ভারতে এসে মাদক সংগ্রহ করে ফেরার পথে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ধৃতের নাম রোহিত রায়, তিনি নেপালের ভদ্রপুরের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। উল্লেখযোগ্যভাবে, মাত্র কয়েকদিন আগেও একই এলাকা থেকে এক নেপালি মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অন্যদিকে, একই রাতে পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন রাজ্য সড়কে একটি সিকিম নম্বরের চারচাকা গাড়ি আটক করা হয়। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ২৫৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার। গ্রেফতার করা হয়েছে বীর বাহাদুর ছেত্রী, আশিষ ছেত্রী ও রাজকুমার রাইকে। তিনজনই সিকিমের রংপোর বাসিন্দা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটিও। ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

অবৈধ বালি-পাথর বোঝাই ট্রাক্টর আটক করল পুলিশ

নয়া জামানা, বানারহাট ঃ ডায়না নদী থেকে অবৈধভাবে বালি ও পাথর পাচারের অভিযোগে অভিযান চালিয়ে বোল্ডার বোঝাই একটি ট্রাক্টর আটক করল বানারহাট থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে বৈধ ঘাট থেকেও রয়্যালটি ছাড়া বালি,পাথর পরিবহণ চলছিল বলে অভিযোগ উঠছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তৎপর হয় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার একটি ট্রাক্টরে করে বোল্ডার বোঝাই করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় অভিযান চালিয়ে ট্রাক্টরটি আটক করা হয়। চালকের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও রয়্যালটির নথি চাওয়া হলে তিনি তা দেখাতে ব্যর্থ হন।

এরপর ট্রাক্টরটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বানারহাট থানার আইসি পার্থ সারথি মণ্ডল। তিনি বলেন, অবৈধভাবে বালি, মাটি বা পাথর পাচারের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে। এদিকে, কার মদতে এই পাচারচক্র সক্রিয় ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লক্ষাধিক টাকার সিসি রাস্তার শিলান্যাস খড়িবাড়ির ডাঙ্গরভিটায়

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণে অবশেষে পাকা রাস্তা পেতে চলেছেন খড়িবাড়ি ব্লকের বুরাগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাঙ্গরভিটা এলাকার বাসিন্দারা। স্বাধীনতার পর এই প্রথম ওই এলাকায় সিসি রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন কর্মাধ্যক্ষ কেশরী মোহন সিংহ। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, আলেক্স হান্সদা হাউস থেকে গঙ্গাবালি পিএমজিএসওয়াই রোড পর্যন্ত প্রায় ৫৫০ মিটার দীর্ঘ ও ২.৫ মিটার চওড়া সিসি রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এই রাস্তা নির্মাণে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৬৬ টাকা। বিসিডব্লিও ও টিডিডি দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা ও দুর্গম রাস্তার কারণে তাঁদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হতো। বর্ষাকালে কাদায় ভরে যেত রাস্তা, ব্যাহত হতো যাতায়াত। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, রোগী ও কৃষিপণ্য পরিবহণে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিত। নতুন সিসি রাস্তা নির্মিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা।

সাধারণ শিল্প ধর্মঘটে পরীক্ষার জন্য আংশিক প্রভাব জলপাইগুড়ি-ফালাকাটায়

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি-ফালাকাটা ঃ শ্রমিক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও; এই স্লোগানকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে সাধারণ শিল্প ধর্মঘটের ডাক দেয় বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও ফালাকাটা এলাকাতেও এর প্রভাব পড়ে। জলপাইগুড়ি শহরে সিআইটিইউ-র উদ্যোগে বড় পোস্ট অফিসের গেটে লাল পতাকা লাগিয়ে গেট বন্ধ রাখা হয়। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, শ্রমিক-বিরোধী নতুন শ্রম কোড বাতিল এবং শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকার রক্ষার দাবিতেই এই ধর্মঘট। ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাংক, এলআইসি ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। তবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে পরিবহণ ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড়

রাখা হয়। বাস ও টোটো চলাচল সীমিত থাকলেও পুরোপুরি বন্ধ ছিল না। জলপাইগুড়ি বাস স্ট্যান্ড-সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশের কড়া নজরদারি ছিল। ময়নাগুড়ি ও ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি,চালসা এলাকায় দোকানপাট ও যানবাহন আংশিকভাবে চললেও কিছু ব্যাংক বন্ধ থাকে। অন্যদিকে, ফালাকাটায় ধর্মঘট ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক শাখার সামনে ধর্মঘট সমর্থকরা জড়ো হয়ে কাজ বন্ধ রাখার আবেদন জানালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশ পৌঁছয়। বচসা ও উত্তেজনার জেরে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ধৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তোলা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, জনপরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও অসুস্থ যুবকের পাশে সমাজসেবী

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ ডাবগ্রাম,ফুলবাড়ী বিধানসভার অন্তর্গত মাঝাবাড়ি এলাকায় মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জেপি কানডিয়া। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন দুই শিশু ও ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত এক যুবকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন তিনি। এদিন এক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর হাতে একটি হুইলচেয়ার তুলে দেন জেপি কানডিয়া।

পাশাপাশি আরেক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁর এই

উদ্যোগে পরিবারগুলির মুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে ওঠে। অন্যদিকে, কয়েকদিন আগে মাঝাবাড়ি এলাকার এক যুবক ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। আর্থিক অনটনের কারণে তাঁর চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ান জেপি কানডিয়া।

তিনি নগদ আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি যুবকের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিজে উপস্থিত থেকে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে দেন তিনি। এলাকার বাসিন্দারা সমাজসেবী জেপি কানডিয়ার এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এমন সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে, তথ্য লোপাট ও সিসিটিভি ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির

নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ ধূপগুড়ির গাদং,২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তথ্য লোপাট ও সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুরের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ জন নেতা, কর্মীর বিরুদ্ধে ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি। বুধবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধূপগুড়ি জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার দুপুরে, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের রঙ পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত কার্যালয়কে জোরপূর্বক গেরুয়া রঙ করা হচ্ছিল। এর প্রতিবাদে তৃণমূল কর্মীরা পঞ্চায়েত অফিসের ভিতরে ও বাইরে কালি ছিটিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

সে সময় পঞ্চায়েত অফিসে কোনও জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা গেছে। বিজেপির অভিযোগ, বিক্ষোভের আড়ালে তৃণমূল কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ নথি লোপাটের উদ্দেশ্যে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি ভেঙে দেয়। এই ঘটনার পর বুধবার রাতেই গাদং,২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পারমিতা রায় সরকার ধূপগুড়ি থানায় তৃণমূলের ১০ জন নেতা, কর্মীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এ প্রসঙ্গে উপ-প্রধান বলেন, পরিকল্পিতভাবে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়েছে। কালি ছিটিয়ে অফিসের পরিবেশ নষ্ট করা হয়েছে এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙা হয়েছে। আমরা দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

ভোটে জোড়া ফুলের পক্ষে ঐক্যের ডাক, ভাষা,ধর্ম,উন্নয়ন ইস্যুতে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ উদয়ন গুহের

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিনহাটায় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সম্মেলন থেকে কড়া বার্তা দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। বৃহস্পতিবার দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের জড়াবাড়ি হাই স্কুলের মাঠে আয়োজিত এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বাড়িতে বাড়িতে নোটিশ জারি করতে হবে। কেউ যদি জোড়া ফুলে ভোট না দিয়ে পদ্মফুলে ভোট দেয়, তাদের রান্নাঘরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে; ওই তালা আর খুলবে না। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। মন্ত্রী উদয়ন গুহ তাঁর বক্তব্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্প চালুই করেননি, এবারের বাজেটে তা আরও ৫০০ টাকা বাড়িয়েছেন। পাশাপাশি বেকার যুবকদের জন্য মাসে দেড় হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাজ্যে চালু হওয়া প্রায় সব প্রকল্পই সাধারণ মানুষের স্বার্থে, যার সবচেয়ে বেশি সুফল পাচ্ছেন গ্রামের মহিলারা বলে দাবি করেন তিনি। ভাষা ও পরিচয়ের প্রশ্নে বিজেপিকে আক্রমণ করে উদয়ন গুহ বলেন, বাংলায় কথা বললেই কাউকে বাংলাদেশি বলা

হচ্ছে, নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলার শ্রমিকদের বাংলা বলার অপরাধে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যতদিন বেঁচে থাকব, বাংলা ভাষাতেই কথা বলব; কেউ আমার মাতৃভাষা কেড়ে নিতে পারবে না। বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, বিভেদের রাজনীতি করে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে তারা। ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমি শিবপুজো করব, শোভাযাত্রায় অংশ নেব, আবার রমজানে ইফতারেও থাকব। যারা নিজের ধর্ম মানে এবং অন্যের ধর্মকেও শ্রদ্ধা করে, তারাই প্রকৃত ধার্মিক। যারা অন্যের ধর্মকে ছোট করে, তারা ভণ্ড। উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যজুড়ে রাস্তাঘাট, স্কুলঘর, পানীয় জলের বন্দোবস্ত;সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। এই ধারাকে আরও ত্বরান্বিত করতে মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করা এবং আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। সভায় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দত্ত শর্মা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের সম্মান ও ক্ষমতায়ন বেড়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার-সহ একাধিক প্রকল্প মহিলাদের স্বার্থে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে সমাজে তাঁরা সমানতালে এগিয়ে চলেছেন। এদিন আরও বক্তব্য রাখেন দিনহাটা ১ নম্বর (বি) ব্লক মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী ডালিয়া চক্রবর্তী, দিনহাটা ১ নম্বর (বি) ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনন্ত কুমার বর্মন-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পুটিমারি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মহিলা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ধর্মঘট, আতঙ্ক ও মানবিকতায় ঘেরা উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিন -উত্তরবঙ্গে নির্বিঘ্নেই শুরু পরীক্ষা

নয়া জামানা, উত্তরবঙ্গ ব্যুরো ঃ বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল ২০২৫,২৬ শিক্ষাবর্ষের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ধর্মঘট, বুনো হাতির আতঙ্ক ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হল প্রথম দিনের পরীক্ষা। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রশাসন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগে কোথাও বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। ময়নাগুড়ি ব্লকে এদিন সকাল থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্লকে মোট ১২টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে শহরে মেন ভেনু করা হয়েছে ময়নাগুড়ি গার্লস হাই স্কুল, সুভাষনগর হাই স্কুল ও ময়নাগুড়ি হাই স্কুলে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়। ১০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি, জেরক্সের দোকান বন্ধ রাখা এবং পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ তল্লাশির পর কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়। এদিন ময়নাগুড়িতে মোট ৩৩৩১

জন পরীক্ষার্থী (১২৩১ জন ছাত্র ও ২১০০ জন ছাত্রী) পরীক্ষায় বসে। প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে বলে জানান ময়নাগুড়ি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণপদ কুন্ডু। জলপাইগুড়ি জেলায় শিল্প ধর্মঘট থাকলেও তার তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি পরীক্ষায়। সকাল ১০টার আগেই বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড় জমে। মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে তল্লাশি চালিয়ে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এবছর থেকে সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক শুরু হওয়ায় ১২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে একাধিক ধরনের পরীক্ষা চলছে। রাজ্যে মোট প্রায় ৭ লক্ষ ১০ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসছে। তবে পরীক্ষার চাপের সঙ্গে আতঙ্কও পিছু ছাড়েনি কিছু পড়ুয়ার। গয়েরকাটা ও বানারহাট এলাকার পরীক্ষার্থীরা জঙ্গলপথে বুনো হাতির আতঙ্ক নিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাচ্ছে। মেলা ফরেস্ট বস্তির ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, বনদপ্তরের গাড়ি সবক্ষেত্রে মিলছে না। যদিও বনদপ্তর সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে, মানবিকতার ছবিও ধরা পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আলিপুরদুয়ারের বারোবিশায় তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের কলম ও জল বিতরণের পাশাপাশি বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড ভুলে আসা এক ছাত্রীর পরীক্ষা নিশ্চিত করা হয়। আবার ফালাকাটায় ভুল কেন্দ্রে পৌঁছনো এক পরীক্ষার্থীকে শিক্ষক ও পুলিশের তৎপরতায় সময়মতো সঠিক কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে নানা বাধা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিন কাটল সুশৃঙ্খল ও মানবিক পরিবেশে।

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

টাঙ্গন নদীতে পুলিশের হানা, বালি বোঝাই ট্রাক্টর সহ গ্রেপ্তার ৩

দিলদার আলি, নয়া জামানা, কুশমন্ডি ঃ টাঙ্গন নদীতে পুলিশের বড়সড় অভিযানে ইতি ঘটল দীর্ঘদিনের অবৈধ বালি পাচার চক্রের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি থানার উদয়পুর চৌসা গ্রাম এলাকায় গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের এই বিশেষ অভিযানে চারটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম রাহুল আমিন (২৫), সামসের আলী (৫০) এবং মুরশিদ আলম (২৪)। ধৃতরা প্রত্যেকেই স্থানীয় কুশমন্ডি থানার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে উদয়পুর চৌসা গ্রাম সংলগ্ন টাঙ্গন নদী থেকে অবাধে বালি লুট চলছিল। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অবৈধভাবে এই বালি উত্তোলন ও পাচারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় হানা দেয়। হাতেনাতে ধরা পড়ে বালি বোঝাই ট্রাক্টরগুলি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং শুক্রবার তাদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপের ফলে অবৈধ বালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, এই চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত এবং এর পেছনে আরও বড় কোনো মাথা কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ কাজ রুখতে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া মালতিপুরে, শোকার্ত পরিবারের পাশে বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি

নয়া জামানা ।।মালদহ

মালদা জেলার মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ক্ষেমপুর অঞ্চলের রানীগঞ্জ গ্রামে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। রুটিরুজির সন্ধানে সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ৩৮ বছর বয়সী কৃষ্ণ ঘোষ। সেখানে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করার সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। কর্মস্থলে এই অকাল প্রয়াণের খবর গ্রামে পৌঁছাতেই গোটা এলাকা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অভাবের সংসারে উপার্জনের একমাত্র আশাটুকু হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে কৃষ্ণ ঘোষের পরিবার। এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে এবং তাঁদের পাশে দাঁড়াতে বৃহস্পতিবার রানীগঞ্জ গ্রামে পৌঁছান মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর

রহিম বক্সি। তিনি সরাসরি মৃত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সান্ত্বনা দেন। প্রিয়জনকে হারিয়ে ভেঙে পড়া পরিবারের কান্নায় এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিধায়ক দীর্ঘক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন এবং পরিবারের বর্তমান অবস্থার খোঁজখবর নেন। কেবল মৌখিক সান্ত্বনা নয়, বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি মানবিকতার পরিচয় দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ওই পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বা বিমার ব্যবস্থা রয়েছে, তা যাতে দ্রুত এই পরিবারটি পায়, সেই বিষয়ে তিনি সবরকম প্রশাসনিক সহযোগিতা করবেন। বিধায়ক বলেন, 'এক জন কর্মঠ যুবকের এমন মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা সব

সময় এই পরিবারের পাশে আছি। সরকারি ও ব্যক্তিগত;উভয় স্তরেই তাঁদের সবরকম সাহায্য করা হবে।' রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মালদার শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনা এই প্রথম নয়। বারবার এ ধরনের ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, এই মুহূর্তে কৃষ্ণ ঘোষের পরিবারের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে আগামীর অনিশ্চয়তা। স্থানীয় বাসিন্দারা বিধায়কের এই দ্রুত প্রতিক্রিয়ার প্রশংসা করেছেন। তাঁরা জানান, বিপদের দিনে জনপ্রতিনিধিকে পাশে পাওয়া পরিবারটির জন্য বড় মানসিক শক্তি। শোকের পরিবেশে বিধায়কের এই সফর এবং আর্থিক সাহায্য রানীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দাদের কিছুটা আশ্বস্ত করেছে।

'লক্ষ্মীর ভান্ডারে' বাড়তেই আনন্দের ঢেউ,মানিকচকে মহিলা তৃণমূলের বর্ণাঢ্য কৃতজ্ঞতা মিছিল

নয়া জামানা, মালদহ ঃ রাজ্য সরকারের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০০ ও ১৭০০ টাকায় উন্নীত হওয়ায় খুশির জোয়ার বইল মানিকচকে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে বৃহস্পতিবার বিকেলে মানিকচক ব্লক মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য ও সুসজ্জিত কৃতজ্ঞতা মিছিল।মানিকচক সদর এলাকার বিভিন্ন রাস্তা জুড়ে মহিলাদের উপস্থিতিতে মিছিলটি উৎসবের রূপ নেয়। হাতে দলীয় পতাকা, মুখে স্লোগান আর আনন্দঘন পরিবেশে পা মেলান শতাধিক মহিলা কর্মী-সমর্থক। মিছিলে নেতৃত্ব দেন মালদহ জেলা মহিলা তৃণমূলের

সভানেত্রী প্রতিভা সিং,ব্লক সভানেত্রী রানি মন্ডল,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কবিতা মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মন্ডল সহ ব্লক ও যুব তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মী।মিছিল শেষে সবুজ আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে মহিলারা জানান, এই আর্থিক সহায়তা তাদের সংসার চালাতে বড় ভরসা জোগাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে তাঁরা নারীদের স্বনির্ভরতার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন। সব মিলিয়ে লক্ষ্মীর ভান্ডারের বাড়তি বরাদ্দ যেন মানিকচকের মহিলাদের জীবনে এনে দিল নতুন আশার আলো।

পুলিশের তৎপরতায় ২ ঘণ্টায় উদ্ধার সুপারভাইজার, ধৃত ১

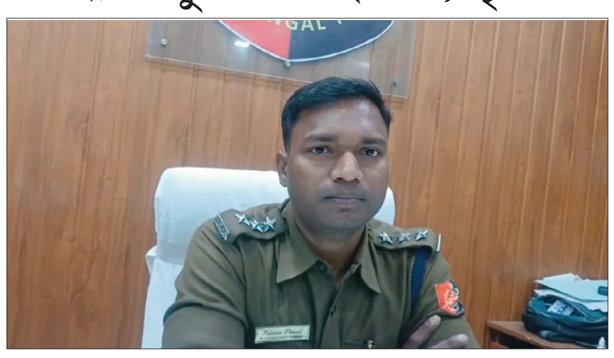

দুলাল সিংহ, নয়া জামানা, বালুরঘাট ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর থেকে অপহৃত নিরাপত্তা সুপারভাইজারকে মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতাল চত্বর থেকেই ধ্রুব রঞ্জন চৌধুরী নামে ওই ব্যক্তিকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সহকর্মীরা তৎক্ষণাৎ বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানালে জেলাজুড়ে 'হাই অ্যালার্ট' জারি করা হয়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জেলা পুলিশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তপন থানা এলাকা থেকে অপহৃত ধ্রুব রঞ্জনকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মোকলেস মিয়া নামে মূল অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং অপহরণে ব্যবহৃত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ধৃত ও অপহৃত; উভয়ের বাড়িই কুমারগঞ্জ ব্লকের ডাঙ্গারহাট এলাকায়। জেলা ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদ জানান, সিসিটিভি ফুটেজ ও নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে দ্রুত অভিযান চালিয়ে সাফল্য মিলেছে। ঠিক কী কারণে এই অপহরণ, তা খতিয়ে দেখতে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ছেলের আকস্মিক এই বিপদে আতঙ্কিত মা সুচিতা চৌধুরী পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

২০২৬-এর লক্ষ্যে কোমর বাঁধছে কংগ্রেস, ইসলামপুরে আগাম দেওয়াল লিখন ও জনসংযোগ

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন আসতে এখনো ঢের দেরি, কিন্তু ভোটের ময়দানে একচুল জমিও ছাড়তে নারাজ ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত খবরগাঁও এলাকায় দেওয়াল লিখন ও ব্যাপক জনসংযোগের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করল তারা। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারুন রশিদের নেতৃত্বে এদিন দলের নেতা-কর্মীরা এলাকায় সংঠন মজবুত করার ডাক দেন। দেওয়ালে দেওয়ালে রাজনৈতিক বার্তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরা হয়। মূলত বেকারত্ব, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষক

সংকটের মতো বিষয়গুলোকে হাতিয়ার করেই প্রচারের রূপরেখা তৈরি করেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। হারুন রশিদ জানান, মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই আগাম কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। আগামী দিনে ব্লকের প্রতিটি প্রান্তে এই প্রচার অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে বলেও জানান তিনি। নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগেই কংগ্রেসের এমন সক্রিয়তা ইসলামপুরের রাজনৈতিক পারদ যে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য।

মালদহে শুরু হলো রাজ্যস্তরের আদিবাসী একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা

নয়া জামানা, মালদহ ঃ শুরু হল রাজ্যস্তরের ৩১তম আদিবাসী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার মালদহ শহরের দুর্গাকিংকর অডিটোরিয়াম ভরে উঠল রঙ, সুর আর অভিনয়ের আবেশে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই দুদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে অংশ নেয় মোট নয়টি আদিবাসী নাট্যদল।মঞ্চে একের পর এক নাটকে ফুটে ওঠে আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, জীবনসংগ্রাম, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক এবং উন্নয়নের স্বপ্ন।প্রতিটি নাটকই ছিল বাস্তব জীবনের গল্পে ভরপুর যা দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে তোলে। শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয় ও সাবলীল উপস্থাপনায় হলঘর

বারবার করতালিতে মুখরিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ্য সরকার, চৈতালী দত্ত, কিষ্টু মুর্মু, নাইকি হাঁসদা, দীনেশ টুডু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।এই প্রতিযোগিতা শুধু সাংস্কৃতিক আয়োজন নয় বরং আদিবাসী সমাজের প্রতিভা বিকাশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবেই উঠে এসেছে।

গাজোলে সরকারি প্রকল্পের প্রচার ও মহিলা সশক্তিকরণ কর্মসূচিতে উপচে পড়া ভিড়

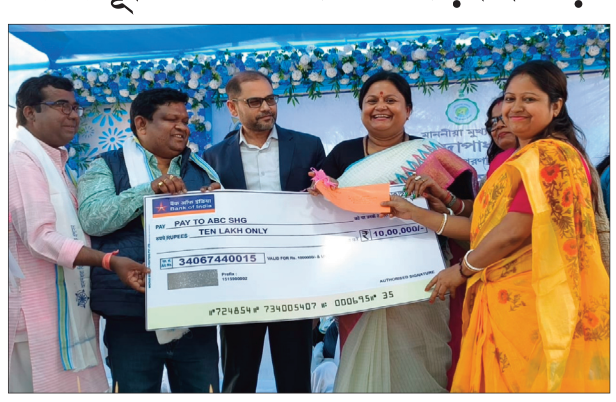

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, গাজোল ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বৃহস্পতিবার মালদহের গাজোল ব্লক ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। স্থানীয় হাজী নাকু মহম্মদ হাই স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল মহিলা সশক্তিকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রচার। এদিনের অনুষ্ঠানে এলাকার মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আনন্দধারা প্রকল্পের আওতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে ঋণের চেক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত অতিথিরা জানান, মহিলারা যাতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের মূল স্রোতে এগিয়ে আসতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। দিনভর কর্মসূচির মধ্যে ছিল কুইজ ও বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, যেখানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। খেলার ছলে সাধারণ মানুষের কাছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কন্যাশ্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর উপযোগিতা তুলে ধরা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, আনন্দধারা প্রকল্পের জেলা প্রজেক্ট ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার হাওলাদার এবং গাজোলের বিডিও বিপ্লব কুমার বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও সুব্রত শ্যামল, মীর শেখাওয়াত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন ও জেলা পরিষদের সদস্য সাগরিকা সরকারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয় যে, সরকারি প্রকল্পের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই আগামী দিনে সমাজ ও সাধারণ মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

ব্যাঙ্ক বন্ধ করা নিয়ে তুলকালাম মালদায়, পুলিশের সঙ্গে বচসা

তনয় কুমার মিশ্র, নয়া জামানা, মালদা ঃ বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে পিকেটিংকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে।

এদিন সকালে সিটু -সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে জমায়েত হন। বিক্ষোভ চলাকালীন আন্দোলনকারীরা সংলগ্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক জোর করে বন্ধ করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ব্যাঙ্ক কর্মীদের ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করলে ধর্মঘটীদের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

বেশ কিছু সময় এলাকা উত্তপ্ত থাকলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আন্দোলনকারীরা এদিন মূলত শ্রমকোড বাতিল, বিদ্যুৎ আইন প্রত্যাহার, কৃষি ঋণ মকুব এবং সমকাজে সমবেতনের দাবিতে সরব হন। সিটুর জেলা সভাপতি প্রণব দাস, অম্বর মিত্র, নীলয় গাঙ্গুলি ও নুরুল ইসলামদের নেতৃত্বে এই পিকেটিং কর্মসূচি পালিত হয়। পুলিশের বাধার মুখেও দাবি আদায়ে নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিলেন ধর্মঘটীরা।

কালিয়াচকে পরিত্যক্ত ঘর থেকে বোমা উদ্ধার

নয়া জামানা, মালদহ ঃ কালিয়াচকে ফের উদ্ধার হল একাধিক তাজা বোমা যার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল এলাকাজুড়ে।কালিয়াচক থানার অন্তর্গত কালিয়াচক ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর মডেল এলাকার বাজার কমিটির একটি দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত ঘর থেকে অন্তত দশটি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পেয়ে খবর দিলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও সিআইডির বোম স্কোয়াড।এলাকায় কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলে দমকল বাহিনীর সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সদ্য তৈরি। ফলে বড়সড় নাশকতার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ঘরটি দীর্ঘদিন অরক্ষিত

অবস্থায় পড়ে ছিল এবং সেখানে আবর্জনা জমে ছিল।সেই সুযোগেই দুষ্কৃতীরা বোমা মজুত করে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের।কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা খতিয়ে দেখছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিধায়কের পাল্টায় গাজোলে তৃণমূল যুবর 'খেলা হবে' ও জনসংযোগ

নয়া জামানা, গাজোল ঃ মালদহ জেলার গাজোলে রাজনৈতিক পারদ চড়ল বিজেপি বিধায়কের পাল্টা কর্মসূচিতে। সম্প্রতি দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বজরা পাড়া গ্রামে বিজেপির প্রচার ও যোগদানের দাবির পাল্টা হিসেবে সেখানে 'খেলা হবে' কর্মসূচির আয়োজন করল গাজোল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লক যুব সভাপতি সুরজিৎ সাহার নেতৃত্বে এদিন ওই গ্রামে এক অভিনব ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে উইকেটে বল হিট করতে পারলেই দেওয়া হয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। তবে শুধু মাঠের লড়াই নয়, এদিন

সুরজিৎ বাবু ও যুব নেতা মামুন রেজা, বিশ্বজিৎ সরদাররা স্থানীয় মানুষের কাছে রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য সাথী ও কৃষক বন্ধুর মতো জনমুখী প্রকল্পগুলোর সুফল তুলে ধরেন। যুব সভাপতি জানান, গাজোলের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৮টি সাংগঠনিক অঞ্চলেই এই 'খেলা হবে' কর্মসূচি পালন করা হবে। মূলত বিজেপির প্রচারকে টেক্কা দিতে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সন্তান প্রসবের পর হাসপাতালের শয্যায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসলেন ছাত্রী

নয়া জামানা।। জঙ্গিপুর

নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে ভর করে মা হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসলেন এক ছাত্রী। উচ্চশিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এই ইচ্ছাকে কুর্নিশ জানিয়ে ওই ছাত্রীর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিলেন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার পোপড়া গ্রামের বাসিন্দা শবনম ইয়াসমিনের বছরখানেক আগে বিয়ে হয়েছে।

এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই ওই ছাত্রী অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েন। বুধবার বেশি রাতের দিকে শবনম সাগরদিঘি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিজের সন্তানের জন্ম দেন।

কিন্তু রাত পার হলেই যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই সুস্থভাবে সন্তান জন্ম দেওয়ার পরেই পরিবারের লোকেদের কাছে শবনম দাবি করে বসেন সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে যায়। সাগরদিঘি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী শবনমের এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আসন পড়েছে মেঘাশিয়ার হাই স্কুলে। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা থাকার কারণে শবনমের পক্ষে নিজের পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসা সম্ভব ছিল না। গোটা বিষয়টি সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়কের বাইরন বিশ্বাসের কানে যেতেই তিনি এবং তাঁর 'টিম' সক্রিয় হয়ে ওঠে। সূত্রের খবর, বাইরন বিশ্বাসের নির্দেশের পরই স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা দপ্তর এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে ওই ছাত্রী যাতে হাসপাতালের শয্যায় বসেই পরীক্ষা দিতে পারে সেরকম ব্যবস্থা করা হয়। মা হওয়ার পর হাসপাতালে শয্যায় বসে শবনম পরীক্ষা দিতে চান- শিক্ষা দপ্তরের কাছে এমন তথ্য পৌঁছানোর পরই তাদের তরফ থেকে ওই হাসপাতালে কড়া নিরাপত্তায় প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে বসেই মা হওয়ার পর জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসেন শবনম। হাসপাতালের শয্যায় পরীক্ষকের কড়া নজরদারির মধ্যে একটানা বসে প্রশ্নের উত্তর লিখতে কিছুটা অসুবিধা হলেও শবনম পুরো পরীক্ষা দিয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।

আজ শবনমকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। শবনমের মা মর্জিনা বিবি জানান, আমার মেয়ে বরাবরই পড়াশুনায় খুব ভালো। প্রসব যন্ত্রণা ওঠায় মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল এবং গতকাল রাতেই সে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। মা এবং ছেলে বর্তমানে সুস্থ রয়েছে। তিনি বলেন,প্রসব যন্ত্রণা একটু কমার পরই শবনম আমাদের কাছে দাবি করেছিল সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চায়। এই বিষয় নিয়ে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা না থাকায় আমরা বিধায়কের এবং স্কুলের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। তাঁরাই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং আজ সুস্থভাবে শবনম নিজের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা শেষে সন্তান কোলে শবনম বলেন , পরীক্ষা দেওয়ার সময় ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ভালো করে পরীক্ষা দেওয়াটাও প্রয়োজন ছিল। আশানুরূপ প্রশ্ন পাওয়ায় আজ আমার পরীক্ষা ভালোই হয়েছে। একটু সময় ছেলের সঙ্গে কাটিয়ে ফের আমি পরের পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করছি।

কবিয়ালদের নিয়ে ৩ দিনের বর্ণাঢ্য কর্মশালা

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ হারানো জৌলুস ফিরে পেতে ফের গর্জে উঠছে ঢোল আর সানাই। বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ধারা 'কবিগান'-কে আধুনিক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সামাজিক বার্তাকে শিল্পসম্মতভাবে ছড়িয়ে দিতে বহরমপুরে শুরু হল তিন দিনের বিশেষ কর্মশালা। মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে এই আসর বসেছে।এবারের কর্মশালায় কেবল মুর্শিদাবাদ নয়, যোগ দিয়েছেন নদিয়া, বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমানের প্রায় ১০০ জন লোকশিল্পী। প্রথম দিন থেকেই রবীন্দ্রসদন চত্বর যেন এক চিলতে গ্রামবাংলার খণ্ডচিত্র হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের হাত ধরে কবিয়ালরা শিখছেন গানের নতুন আঙ্গিক, সুরের প্রয়োগ এবং ছন্দবদ্ধ প্রশ্নোত্তর তৈরির কৌশল। একসময় বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিল এই কবিগান। বর্তমানে সেই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন ও শিল্পীরা। ৫০ বছর ধরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কবিয়াল কাঞ্চন মণ্ডল জানান, তিনি চাষবাসের পাশাপাশি এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁর কথায়, এই কর্মশালায় নতুন নতুন বিষয়ের ওপর আলোচনার সুযোগ মেলে। প্রশিক্ষকদের নির্দেশে ভাষা ও ছন্দের কারিগরি শিখে আমরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রসদ পাই। কেবল বিনোদন নয়, সরকারি প্রকল্পের প্রচার এবং কুসংস্কার বিরোধী বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে কবিয়ালরাই এখন বড় ভরসা। ঢোল-কাঁসর আর উপস্থিত বুদ্ধির লড়াইয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে জটিল তথ্য সহজ করে পৌঁছে দেওয়াই এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। গ্রামে-গঞ্জে তো বটেই, এমনকি শহুরে মঞ্চেও কবিগানের জোয়ার ফেরানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।আধুনিকতার ভিড়েও হারিয়ে যায়নি বাংলার শিকড়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা এই লোকগানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবেন বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

শাড়ির মুকুটে নয়া পালক! জিআই ট্যাগ পেতে চলেছে মুর্শিদাবাদ সিল্ক

কমল মজুমদার , নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্য এবং গর্বের প্রতীক মুর্শিদাবাদ সিল্ক পেতে চলেছে জিআই ট্যাগ। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান দেশের সংসদে 'জিরো আওয়ার'এ মুর্শিদাবাদের সিল্ক থান শিল্পের জন্য বক্তব্য রেখে জানতে চেয়েছিলেন কবে এই শিল্প জিআই ট্যাগ পাবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন, কোনও আপত্তি জমা না পড়লে ২৫ মার্চের পরই মুর্শিদাবাদ সিল্ককে জিআই ট্যাগ দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, এর আগে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মিষ্টি ছানাবড়া , গরদ ও কোরিয়াল শাড়ি এবং বালুচরি শাড়ি জিআই ট্যাগ পেয়েছে। মুর্শিদাবাদ সিল্ক জিআই ট্যাগ পেলে জেলার মুকুটে নতুন সম্মানের পালক যোগ হবে। সূত্রের খবর, ২০২৩ সালের ১৩ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের খাগড়া ললিত মোহন রেশম খাদি সমিতির পক্ষ থেকে 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক'এর জন্য জিআই ট্যাগের আবেদন জানানো হয়েছিল। বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর ২০২৫ সালের ২৬ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ সিল্কের জিআই ট্যাগ নিয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকলে তা জানানোর নোটিফিকেশন জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার।

আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে কেউ কোনও আপত্তি জমা না দিলে 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক' পেতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত দুর্লভ এক সম্মান। 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক' এই সম্মান পেলে তা জেলার হস্তশিল্পীদের জন্য একটি বড় মাইলফলক হতে হবে। যা তাঁদের পণ্যের গুণমান এবং ভৌগোলিক পরিচয়কে আইনত সুরক্ষিত করবে। ঐতিহাসিকেরা বলেন মুর্শিদাবাদ সিল্কের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মুঘল যুগে বিশেষ করে নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সময় থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা রেশম উৎপাদনের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদের মির্জাপুর, জিয়াগঞ্জ, ইসলামপুরের মত গ্রামগুলোয় হাজার হাজার তাঁতি পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রেশমের সুতো থেকে সিল্কের শাড়ি এবং অন্যান্য জিনিস তৈরি করে আসছেন। 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক' বললে সাধারণত রেশমের তৈরি শাড়ি , স্কার্ফ , রুমাল প্রভৃতিকে বোঝায়। তবে এর মধ্যে গরদ,প্রিন্টেড সিল্ক ও অন্য কিছু বৈচিত্রও রয়েছে।ললিত মোহন রেশম খাদি সমিতির সম্পাদক নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন, মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প এবং সিল্ক অত্যন্ত প্রাচীন এক শিল্প। এর পরিচিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা এখন দেশ জুড়ে রয়েছে। রাজ্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের সহায়তায় আমরা ২০২৩ সালে 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক'এর জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন করেছিলাম।তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পীরা 'তানা' এবং 'বানা' (ভার্টিক্যাল এবং হরাইজেন্টাল) পদ্ধতিতে যেভাবে সিল্কের শাড়ি বোনেন তার কদর কেবল এই রাজ্য এবং দেশে নয় বিদেশেও রয়েছে। মুর্শিদাবাদের নগর, ডাঙ্গাপাড়া, খড়গ্রাম , পিয়ারাপুর,দৌলতাবাদ ,জিয়াগঞ্জ সহ আরও কয়েকটি এলাকায় বংশ পরম্পরায় 'ক্লাস্টারে' রেশম উৎপাদন এবং সিল্কের শাড়ি তৈরি হয়।নিত্যানন্দবাবু জানান,কেবল মুর্শিদাবাদ জেলাতেই প্রায় দেড়শোর উপর খাদি সংস্থার দোকান রয়েছে। এই সমস্ত দোকানে প্রচুর শিল্পী মুর্শিদাবাদ সিল্কের তৈরি বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করেন, যা পরবর্তীকালে ক্রেতারা আমাদের কাছ থেকে খরিদ করেন। খাদি সংস্থা ছাড়াও জেলার প্রচুর বড় দোকানে সিল্কের জিনিস বিক্রি হয়।তিনি আরও জানান,পলু পোকা পালন থেকে রেশমের বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় মুর্শিদাবাদ জেলাতেই কয়েক হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছেন এবং এই জেলায় প্রত্যেক বছর কয়েকশো কোটি টাকার সিল্কের 'প্রোডাক্ট' বিক্রি হয়। আমাদের আশা মুর্শিদাবাদ সিল্ক জিআই ট্যাগ পেয়ে গেলে বিদেশের বাজারে আমাদের জেলার হস্তশিল্পীদের কদর বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সিল্কের চাহিদা বাড়বে। পাশাপাশি হাজার হাজার তাঁতি পরিবারের আয় বৃদ্ধি পারবে এবং এই শিল্পর ভবিষ্যৎ মজবুত হবে।বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জী বলেন , আমাদের বহরমপুরের সাংসদ বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ সিল্ক জিআই ট্যাগ পেতে চলেছে। জেলার সমস্ত মানুষ এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষদের জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দের খবর।

ঘরে ঢুকে গেল বালিবোঝাই ডাম্পার, ঘুমের মধ্যেই পিষ্ট বৃদ্ধা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সাতসকালে ঘরের দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ল নিয়ন্ত্রণহীন বালিবোঝাই ডাম্পার। মুর্শিদাবাদের কান্দি হাটপাড়া গ্রামে বৃহস্পতিবার ভোরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন রাহেলা বেওয়া (৭২) নামে এক বৃদ্ধা। ঘটনার সময় তিনি নিজের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। দুর্ঘটনায় পরিবারের আরও এক সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন।বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ কান্দি-বহরমপুর রাজ্য সড়কের ওপর এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বালিবোঝাই একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি ঢালাই করা বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়। বিকট শব্দে স্থানীয়রা ছুটে এসে দেখেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন রাহেলা বেওয়া। পরে জেসিবি মেশিন এনে ইট ও সিমেন্ট সরিয়ে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। কান্দি থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।মৃতার ছেলে হান্নান শেখ দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আলাউদ্দিন শেখের অভিযোগ, পিডব্লিউডি ফুটপাত উঁচু করায় রাস্তা অত্যন্ত সরু হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি, যার ফলে এই বিপত্তি। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, কান্দি ও বড়ঞা এলাকায় বালি পাচারচক্র চরম সক্রিয়। ময়ূরাক্ষী ও কুঁয়ে নদীর অবৈধ ঘাট থেকে ওভারলোডেড ডাম্পারগুলো সরু গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। এই বেপরোয়া গতির কারণেই বারবার সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

কেরলে কাজে গিয়ে নিখোঁজ ধুলিয়ানের যুবক, উদ্বেগে পরিবার

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ রুজি-রোজগারের টানে কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে নিখোঁজ হলেন ধুলিয়ান পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রেজাউল মোমিন (৩৭)। গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে তাঁর সঙ্গে পরিবারের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে স্বজনদের।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সামশেরগঞ্জ থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ ফেব্রুয়ারি কাজের সন্ধানে কেরলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন রেজাউল। ৩ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটা নাগাদ শেষবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফোনে কথা হয় তাঁর। তারপর থেকেই তাঁর মোবাইল ফোনটি সুইচ অফ হয়ে যায়। রেজাউলের সঙ্গীদের দাবি, ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটে নাগাদ কেরলের এর্নাকুলাম রেল স্টেশনে তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।নিখোঁজ রেজাউলের পরিবারের দাবি, তাঁর বেশ কিছুকাল ধরে ব্রেন সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যা রয়েছে। অসুস্থতার কারণে তিনি কোনো বিপদে পড়লেন কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। একদিকে ভিনরাজ্য, অন্যদিকে অসুস্থতা;সব মিলিয়ে দিশেহারা অবস্থা পরিবারের।দীর্ঘ সময় রেজাউলের হদিস না মেলায় গত ৫ ফেব্রুয়ারি সামশেরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং কেরল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের স্বাগত তোরণ এলাকা পরিদর্শনে জেলাশাসক

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শহর মুর্শিদাবাদের প্রবেশদ্বারকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মিত হতে চলেছে এক বিশাল 'স্বাগত তোরণ'। মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আইসবাগ পেট্রোল পাম্পের কাছে এই তোরণ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শহর মুর্শিদাবাদের প্রবেশদ্বারকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মিত হতে চলেছে এক বিশাল 'স্বাগত তোরণ'। মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আইসবাগ পেট্রোল পাম্পের কাছে এই তোরণ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তোরণের পাশাপাশি থাকছে একটি বিশেষ মানের রেস্টুরেন্ট, যার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা। এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে বুধবার সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনে আসেন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক নিতীন সিংহানিয়া তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লালবাগ মহকুমার শাসক ডঃ বনমালী রায়, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মানস বাগ, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গোলাম আকবরি সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও স্থানীয় সাধারণ মানুষ। জানা গেছে, স্বাগত তোরণ নির্মাণের স্থান পরিদর্শনের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নির্মাণের সম্ভাব্য জায়গাগুলিও খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক।

এই পরিদর্শনের আওতায় হুমায়ুন মঞ্জিল সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে দেখেন তিনি। এ বিষয়ে পৌরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আইসবাগ পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় স্বাগত তোরণ ও রেস্টুরেন্ট নির্মাণ মুর্শিদাবাদের পর্যটন মানচিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ পৌরসভার নিজস্ব উদ্যোগে লালবাগ,মতিঝিল, বহরমপুর বাইপাস রাস্তায় আরও একটি স্বাগত তোরণ নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাঁদের আশা, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্য আরও সুন্দরভাবে তুলে ধরা যাবে, তেমনই পর্যটন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলবে।

ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু , খুনের অভিযোগ পরিবারের

নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ তামিলনাড়ু রাজ্যে হরিহরপাড়ার এক পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু। খুন করা হয়েছে তাকে অভিযোগ মৃত শ্রমিকের পরিবারের। হরিহরপাড়া থানার চুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুর এলাকার আলাউদ্দিন শেখ(৪৫) দু'মাস আগে তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের তাম্বারাম থানা এলাকায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যান। বুধবার সন্ধ্যায় পরিবারের কাছে ফোন আসে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এলাকার মানুষ মেনে নিতে পারছেন না কি করে একটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হঠাৎ করে মারা যায়। আলাউদ্দিন সেখের স্ত্রী মানসুরা বিবির অভিযোগ ' আলাউদ্দিনকে খুন করেছে তারই এক সহকর্মী। তিনি বলেন গত মঙ্গলবার সকালে আলাউদ্দিনের সঙ্গে ফোনে তার কথা হয়।

কড়া নিরাপত্তায় শুরু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

নিয়ম কানুন মেনে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে প্রবেশ করানো হচ্ছে চেকিং করে যাতে কোনরকম মোবাইল ফোন বা অন্য কোন কিছু নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে করা নিরাপত্তার মধ্যে চলছে এই কাজ। উচ্চ মাধ্যমিকের একজন ছাত্র তার বোনকে

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ কান্দি মহাকুমার ভরতপুর থানার অন্তর্গত সিজগ্রাম এইচ এম টি উচ্চ বিদ্যালয় এদিন থেকে শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা। ভরতপুর ব্লকের দুটি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টার একটি সিজগ্রাম এইচ এম টি উচ্চ বিদ্যালয় অপরটি ভরতপুর আলিয়া হাই স্কুল। সিজগ্রাম এইচএমটি উচ্চ বিদ্যালয় ৩৩৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে তার মধ্যে ১৬৮ জন ছাত্র এবং ১৬৭ জন ছাত্রী। উচ্চমাধ্যমিকের বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে গতকাল নিয়ে আসার পথে রাস্তায় পথ দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত লাগে এবং অসুস্থ সেই ব্যক্তি এদিন সিজ গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় এ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্র-ছাত্রী জানাই এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে যে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পরীক্ষা, সেই প্রস্তুতি নিয়েই আজ পরীক্ষা হলে পরীক্ষায় বসছে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রী।

Naya Jamana......14 january...2026.......... Layout 1 2/13/2026 3:22 AM Page 10

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাশে কীর্ণাহার থানার পুলিশ ও বিভিন্ন সংগঠন

রূম্পা দাস,নয়া জামানা,বীরভূম ঃ বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম দিনের পরীক্ষা ঘিরে কীর্ণাহারে ছিল উৎসাহ ও ব্যস্ততার ছবি। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখে কীর্ণাহার থানার পুলিশ প্রশাসন।এদিন পরীক্ষা শুরুর আগেই কীর্ণাহার তারাপদ স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরাও। পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা করে সুষ্ঠুভাবে তাদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করাতে সহায়তা করতে দেখা যায়।পরীক্ষার্থীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে পুলিশের এই উদ্যোগ। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনও এদিন পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ায়। স্পন্দন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাশাপাশি এক স্বেচ্ছাসেবক জোকারের সাজে উপস্থিত থেকে পরীক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করেন, যা পরীক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটায়।অন্যদিকে, কীর্ণাহার শিবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়েও স্পন্দন ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও বিজেপি ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন ও জলের বোতল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং সফলতা কামনা করেন।পরীক্ষা উপলক্ষে যাতে রাস্তায় যানজট সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সকাল থেকেই পুলিশ প্রশাসনকে তৎপর ভূমিকায় দেখা যায়। গুরুত্বপূর্ণ মোড় গুলিতে পুলিশ কর্মীরা দায়িত্ব সামলান এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখেন।সব মিলিয়ে প্রশাসন ও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে কীর্ণাহারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

মায়ের চোখ দিয়ে দেখবে অন্যরা ঃ চক্ষুদানের ঘটনায় গ্রেপ্তার পরিবারের নিঃশর্ত জামিন মঞ্জুর করল আদালত

অঞ্জন শুকুল ।। নয়া জামানা ।। নদীয়া

মায়ের চোখ ফিরিয়ে দিল অপর একজনের দৃষ্টি। মৃত মায়ের চক্ষুদান কে কেন্দ্র করে সমাজকর্মী, বিজ্ঞানকর্মী তথা শিক্ষক আমীর চাঁদ শেখসহ তার পরিবারের সদস্যদের নিঃশর্ত জামিল মঞ্জুর করল কৃষ্ণনগর আদালত।বৃহস্পতিবার জামিনের ভার্চুয়ালি শওয়ালের পর পাঁচজনের জামিন মঞ্জুর করে আদালত।রাবেয়া বিবির চক্ষুদানের ইচ্ছা বা স্বপ্ন সফল এবং মেডিক্যাল কলেজেরও অভিনন্দন কিন্তু; তাও থেকে গেল পুলিশের অতিসক্রিয়তায় বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। রাবেয়া বিবির দুটি চোখ সফল ভাবে দুজনের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বুধবার সমাজসেবী আমীর চাঁদের মায়ের কর্নিয়া সফলভাবে প্রতিস্থাপন হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে মৃত মায়ের চক্ষুদান করে চরম মাশুল দিতে হয়েছে সমাজকর্মী আমীরচাঁদ ও তাঁর পরিবারকে। এই পরিবারের ৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের এই গ্রেফতার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার ধৃতদের কৃষ্ণনগর আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার আদালতে ধৃত ৫ জনকে তোলা হয়। উল্লেখ্য, রবিবার বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় সেনপুরের বাসিন্দা রাবেয়া বিবির (৬৫)। তিনি জীবিত অবস্থাতেই ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর বিখ্যাত সংস্থা 'গণদর্পণ'-এর মাধ্যমে মরণোত্তর অঙ্গদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি ও চিকিৎসকরা এসে নিয়ম মেনে কর্নিয়া সংগ্রহ করেন।

গণদর্পণ থেকে এ নিয়ে পুলিশের কাছে একটি চিঠিও পাঠানো হয়। কিন্তু সেদিন বিকেলে এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। প্রতিবেশীদের একাংশ বাড়ির লোকজনের ওপর চড়াও হয়।

বাড়ি ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ।উত্তেজিত পরিস্থিতির মধ্যে এক প্রতিবেশী অভিযোগ করেন যে, পরিবারের সদস্যরা মৃত রাবেয়া বিবির চোখ 'বিক্রি' করে দিয়েছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ আমির চাঁদ, তাঁর কন্যা ও পুত্রবধূসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

এই ঘটনায় মঙ্গলবার ক্ষোভে ফেটে পড়ে কোতোয়ালি থানার সামনে সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। একইসঙ্গে কোতোয়ালি থানার আইসি অমলেন্দু বিশ্বাসকে আমীরচাঁদের নিশর্ত মুক্তি ও একাধিক দাবি তুলে একটি স্বারকলিপি প্রদান করা হয়। তারপর এদিন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আমীরচাঁদকে পাঠানো চিঠি নিসন্দেহে অন্যদিক বহন করে।

সেই চিঠিতে লেখা আছে, 'দানকৃত অঙ্গগুলি যথাসময়ে ও ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। দুইজন অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি পুনরুদ্ধারে উপযুক্ত করা হয়েছে। আমরা বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি ও আশা করছি যে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট মহান ব্যক্তিরা কর্নিয়ার কারণে অন্ধত্ব দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।' রাবেয়া বিবি মারা গেলেও তাঁর চোখ দিয়ে দেখছেন। তাঁর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এপিডিআর-এর তাপস চক্রবর্তী বলেন,' আমরা প্রথম থেকে এই বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ছিলাম।

পুলিশ এমনকি বিচারকের ভূমিকাও ঠিক নয়। আজকে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন ও মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গেল চোখ বিক্রির বিষয়টি কত বড় ষড়যন্ত্র।

বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি জামিনের আবেদন করা হয় পাঁচজনের। অবশেষে বিচারক পাঁচ জনের জামিন মঞ্জুর করেন।

অনুমতি ছাড়াই হুমায়ুনের বাবরি যাত্রা !২২ কিমি বাইক র‍্যালি

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মুর্শিদাবাদের পর এবার বাবরি যাত্রা শুরু হলো নদীয়ার পলাশী থেকে।বৃহস্পতিবার জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর নদীয়ার কালীগঞ্জ ব্লকের পলাশী মনুমেন্ট থেকে বেলডাঙা বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গন পর্যন্ত বাবরি যাত্রা করেন। এদিন তিনি পলাশী মনুমেন্টের পাদদেশে এসে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং তারপরেই ঐতিহাসিক বাবরি যাত্রা শুরু হয়।

তিনি বাইকে করে পলাশী মনুমেন্ট থেকে পলাশী মোড় হয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।কখনো বাইকে আবার কখনো মানুষের সঙ্গে পায়ে হেঁটে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পদযাত্রা শুরু করেন মুর্শিদাবাদের বাবরি মসজিদের উদ্যেশ্যে।প্রায় ২২ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রমের মধ্যে দিয়ে নদীয়ায় বাবরি যাত্রা শেষ করেন হুমায়ুন কবীর। এই পদযাত্রায় হুমায়ুন পাশে পান তার অনুগামীদের।২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে হুমায়ুন কবিরের এই কারিশমা কতটা কার্যকরী হতে পারে তা বলবে শুধু সময়। যদিও হুমায়ুন কবিরের দাবি, বিরোধী থেকে শুরু করে রাজ্যের শাসক দলের টনক নড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই কর্মসূচি আয়োজন করেছে তারা। ২০২৬ সালে আমরাই দেখিয়ে দেবো বলে দাবি করছেন হুমায়ুন কবিরের অনুগামীরা। সম্প্রীতি কয়েকদিন আগেই নতুন করে বাবরি মসজিদ নিয়ে সুর চরিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ইতিহাসে আর কোনদিনই হবে না বাবরি মসজিদ, কিন্তু তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর নতুন দলের ঘোষণা করেছে এই হুমায়ুন কবির। বাবরি মসজিদ তৈরি নিয়ে ঝড় তুলেছেন গোটা রাজ্যজুড়ে। বিরোধীদের কথায় হুমায়ুন কবীরের এই উদ্যোগ সম্পূর্ন আইওয়াস। কোনদিনও বাস্তবায়িত হবে না বাবরি মসজিদের এই স্বপ্ন। তাহলে প্রশ্ন উঠছে কি রাজনৈতিক রণকৌশল তৈরি করছে হুমায়ুন কবির, কি তার উদ্দেশ্য ?নাকি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে হুমায়ুন কবির। তবে একাধিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বিরোধীদের যেভাবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে হুমায়ুন কবির, তার চ্যালেঞ্জের কোন কর্ণপাত নেই রাজ্যের শাসক দলের। এখন দেখার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ও পড়ে কি অবস্থান তৈরি হয় হুমায়ুন কববীরের। তার বাবরি যাত্রা এবং উদ্দেশ্য হয় কতটা বাস্তবায়ন হবে সেটাই পরবর্তী আলোচিত বিষয়।

দোলে বসন্ত উৎসব নয়, সিদ্ধান্তে অনড় বিশ্বভারতী

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এই বছরও দোল পূর্ণিমার দিন বসন্ত উৎসব হচ্ছে না বিশ্বভারতীতে। বুধবার শান্তিনিকেতনের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা স্পষ্ট করে জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগের পাঁচ বছরের মতোই একই সিদ্ধান্ত বজায় রাখছে। যতদিন না মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন দোলের দিন বসন্ত উৎসব আয়োজন করা সম্ভব নয় বলেই মত তাঁর।

উপাচার্য জানান, বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য ও পরিবেশ রক্ষা করা এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। অতীতে বসন্ত উৎসব ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, চোখের সামনে বিশ্বভারতীকে ধ্বংস হতে দিতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ও শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেন তিনি। তবে বসন্ত উৎসব সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য স্পষ্ট করেন, উৎসব কবে এবং কীভাবে আয়োজন করা হবে তা নিয়ে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সময়ে জানাবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। ফলে এ বছরের দোলেও শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহী বসন্ত উৎসবের রঙ ছড়াবে না তা কার্যত নিশ্চিত।

সিউড়িতে কংগ্রেসের সাংবাদিক বৈঠক, ২০২৬-এ একক লড়াইয়ের ঘোষণা

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সিউড়িতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গোলাম আহামেদ মীর এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান কংগ্রেস নেতৃত্ব।সাংবাদিক বৈঠকে গোলাম আহামেদ মীর অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি মিলেই বাংলাকে মেরুকরণের পথে ঠেলে দিচ্ছে এবং রাজ্যকে কার্যত দু'ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, নির্বাচনে ভোটারদের অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিতে হবে।

ভোটের আগে মাত্র ৪০ দিন ধরে যে অশান্ত পরিবেশ ও হাঙ্গামা তৈরি করা হয়, তা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিজেপি ১২ বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকেও বাংলার মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এসআইআর প্রসঙ্গে মীর স্পষ্টভাবে জানান, কোনও বৈধ ভোটারকে বাদ দিতে দেওয়া হবে না। যদি কোথাও অনুপ্রবেশকারী থাকে, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের;এর জন্য আইন রয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন,বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা আসনেই সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় মানুষকেই প্রার্থী করা হবে এবং জেলার স্থানীয় সমস্যাগুলি কংগ্রেসের ইস্তাহারে গুরুত্ব পাবে।এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, সময় ও পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী আগে জোট হয়েছিল, কিন্তু এখন কংগ্রেস একা লড়াই করবে। তাঁর কথায়, কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য তৃণমূল সরকারকে পরিবর্তন করা। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলায় দীর্ঘদিন ধরেই ভোট চুরির ট্রাডিশন চলছে এবং জোর করে এসআইআর চালিয়ে জেনুইন ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের অবজার্ভেশনের ভিত্তিতে নির্বাচন হওয়া উচিত।বেকারত্ব প্রসঙ্গে শুভঙ্কর সরকার বলেন, বেকারদের কোনও আলাদা জাত নেই। তিনি প্রশ্ন তোলেন, দুর্গাপুজোয় যে অনুদান দেওয়া হচ্ছে তার ৫০ শতাংশ দিয়ে কেন বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের কোনও ক্লাস্টার তৈরি করা হচ্ছে না।তিনি আরোও বলেন, কংগ্রেসের অন্দরে গণতান্ত্রিক আলোচনা ও বিতর্কই দলের শক্তি।

শিল্প ধর্মঘটের বিরোধীতায় পথে নামলেন তৃণমূল কাউন্সিলার

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ১২ ই ফেব্রুয়ারি সারা দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার দরুন বৃহস্পতিবার রাজ্যে শিল্প ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় বামেদের ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে।এদিন নদীয়ার নবদ্বীপ শহরে বিভিন্ন ব্যাংকগুলির সামনে নানান ছবি উঠে আসে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দেখা গেল নবদ্বীপ শহরের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামাতলায় পাঞ্জাব ব্যাংকের সামনে বেশ কিছু গ্রাহকের সঙ্গে ওই শাখার ম্যানেজারের সঙ্গে ব্যাংকের পরিষেবা বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালন করার প্রতিবাদে বচসা চলছে। সেইসময় সেখানে উপস্থিত হন নবদ্বীপ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুকুমার রাজবংশী। তিনি ব্যাংক বন্ধ কেন, এবিষয়ে ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইলে ম্যানেজার বলেন, তিনি যথা সময়ে ব্যাংক খুলেছিলেন, কিন্তু কোনো কর্মী না আসায় বাধ্য হয়ে ব্যাংক বন্ধ রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে কাউন্সিলারের নেতৃত্বে গ্রাহকদের চাপে পড়ে ব্যাংক খুললেও তিনি বলেন যে অর্থনৈতিক কোনো কাজ তিনি করবেন না,কারণ ক্যাসিয়ার না আসায় তিনি ওই কাজ করতে পারেন না, অন্য অফিসিয়াল কাজ চলতে পাড়ে। এবিষয়ে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে তিনি প্রতিক্রিয়া দিতেও রাজি হননি। এরপর উপস্থিত কাউন্সিলার বক্তব্য রাখেন, দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বন্ধের রাজনীতি করে বাংলাকে পিছিয়ে দিয়ে গেছে বামপন্থীরা, ২০১১সালে মমতা ব্যানার্জী সরকার আসার পর থেকে এরাজ্যের বন্ধের রাজনীতি বন্ধ হয়েছে, আবার ঐসব বামপন্থীরা নতুন করে বন্ধের রাজনীতি শুরু করে বাংলাকে অচল করার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে তারা ব্যাংক খোলা রাখার জন্য এবং গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

শিল্প ধর্মঘট সফলে কৃষ্ণনগরের রাজপথে বাম সংগঠনের মিছিল

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড প্রত্যাহারের দাবিতে বৃহস্পতিবার বামপন্থী শ্রমিক ও শাখা সংগঠন গুলির ডাকে সারা দেশের পাশাপাশি নদীয়ার কৃষ্ণনগরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। বামপন্থী শ্রমিক ও শাখা সংগঠনগুলির সদস্যরা এদিন কৃষ্ণনগর শহরজুড়ে মিছিল করার পর বিভিন্ন ব্যাংক, এলআইসি অফিস বন্ধ করে পথসভার মাধ্যমে তাদের দাবি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এছাড়াও ধর্মঘটের সমর্থনে সংগঠনের সদস্যরা শহর জুড়ে পদযাত্রা ও বাইক র‍্যালি তে অংশগ্রহণ করেন। তাদের দাবি, শ্রমিকদের স্বার্থে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রমো কোড বাতিল করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শ্রমিকদের পিএফ,ইএসআই সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সঠিক সময় প্রদান করতে হবে। মূলত এই দাবি গুলির প্রেক্ষিতেই এদিন সারা দেশের পাশাপাশি কৃষ্ণনগরেও সাধারণ ধর্মঘট পালন করেন বামপন্থী শ্রমিক ও শাখা সংগঠনের সদস্যরা।

উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিন, শুভেচ্ছা কার্ড উপহারে পরীক্ষার্থীদের পাশে বিজেপি

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছোঁয় পড়ুয়ারা। অন্যান্য জায়গার মতো নদীয়া জেলার তেহট্ট থেকে একাধিক স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকের শেষ সেমিস্টারে পরীক্ষা দিতে হাজির হয়েছে পড়ুয়ারা।

তাদের হাতে শুভেচ্ছা কার্ড, পেন ও জলের বোতল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তেহট্ট ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা।অন্যদিকে, নদীয়া তেহট্ট দেবনাথপুর শরৎ সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট।সকাল থেকে কড়া পুলিশি প্রহরার মধ্যে দিয়ে এবং মেটাল ডিরেক্টর দিয়ে চেকিং করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়েছে। সেমিস্টারে পরীক্ষার কারণে একটু হলেও চিন্তিত পড়ুয়ারা।

তবে পরীক্ষার প্রিপারেশন ভালোই আছে বলে জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। তেহট্ট বিজেপির উদ্যোগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার আগে পেন এবং জলের বোতল দিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা জানান বিজেপি নদিয়া উত্তরের সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস,

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য সাধন বিশ্বাস, বিজেপি ৪ নম্বর মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার সহ, বিজেপি নেতৃত্বরা । ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। এবার মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮১১ জন।

বোলপুরে শুরু গীতাঞ্জলি উৎসব ও হস্তশিল্প মেলা

কার্তিক ভাণ্ডারী, নয়া জামনা, বীরভূম ঃ শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তরের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল গীতাঞ্জলি উৎসব ও হস্তশিল্প-লোকশিল্প মেলা। বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসআরডিএ-র চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা এবং বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্না ঘোষ, উৎসব কমিটির সভাপতি পরিচালক গৌতম ঘোষ সহ বিশিষ্টরা।এদিন অনুষ্ঠানে 'শান্তিনিকেতন সম্মান' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুরকে। 'গীতাঞ্জলি সম্মান' তুলে দেওয়া হয় প্রখ্যাত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লার হাতে।উৎসব প্রাঙ্গণে হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই গীতাঞ্জলি উৎসব ও মেলা।সভামঞ্চ থেকে অনুব্রত মণ্ডল ও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বর্তমান বাংলা প্রজন্মকে নিয়ে একটি বাংলা সিনেমা তৈরির আহ্বান জানান পরিচালক গৌতম ঘোষকে। এমনকি অনুব্রত মণ্ডল বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন, তবিরোধী দল বরাবরই বিতর্কিত মন্তব্য করে, সেসব কথায় কান দেবেন না। মদের দোকান করলে মাতাল হওয়া যায় না, পুজোর জোগাড় করলে পূজারী হওয়া যায় না।

পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

পরীক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে , রাজনৈতিক চাপানউতোর

সুজিত দত্ত ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর উপর হেনস্তা ও মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তাল পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ। অভিযোগের তীর শাসকদলের এক অঞ্চল সভাপতির দিকে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং সামনে এসেছে বলে দাবি করা একটি সিসিটিভি ফুটেজ।ঘটনাটি ঘটেছে খণ্ডঘোষ ব্লকের বেরুগ্রাম এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ, বেরুগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ সাহাদ আলি ওরফে লকাইয়ের নেতৃত্বে বুধবার বোঁয়াইচণ্ডী মায়ের মন্দির সংলগ্ন একটি দোকানে অশান্তি ছড়ানো হয়। দোকানটি বিজেপি সমর্থক দীপক অধিকারীর বলে জানা গিয়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তার পরিবারের সঙ্গে অভিযুক্তদের বচসা বাধে।বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রের দাবি, বচসার জেরে দীপক অধিকারী ও তার পুত্র আস্তিক অধিকারীর উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা। আস্তিক অধিকারী এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। অভিযোগ, দু'জনকেই মারধর করা হয় এবং পরীক্ষার্থী আস্তিককে জোর করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি দোকানে ভাঙচুর চালানোরও অভিযোগ উঠেছে। আহত বাবা-ছেলে খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করান।

বিজেপির অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে প্রথমে তা নিতে অনীহা প্রকাশ করা হয়। এমনকি অভিযোগপত্র থেকে নির্দিষ্ট নাম বাদ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় বলেও দাবি। পরে বিজেপি নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে অভিযোগ গ্রহণ করা হলেও নতুন করে লেখা অভিযোগে পরীক্ষার্থী আস্তিক অধিকারীর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে বলে দাবি বিজেপির। তাঁদের বক্তব্য, ওই ফুটেজে পরীক্ষার্থীকে মারধর করে পুকুরে ফেলে দেওয়ার দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সেখ সাহাদ আলি ওরফে লকাইয়ের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অভিযোগ উঠেছিল।

কয়েক মাস আগে বোঁয়াইচণ্ডী বাজারে এক ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগে আদালতের নির্দেশে মামলা রুজু হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের।বিজেপির আরও অভিযোগ, যুব মোর্চার চাকরি চায় বাংলা কর্মসূচিতে সহযোগিতা করায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম জানান,ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জেনেছি। পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার ৩

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ অভিনব কায়দায় চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বাঁকুড়ার তিন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল রানীগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনার গহনা, রুপো ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশি তৎপরতায় অন্ডাল স্টেশনের মালগাড়ি থেকে শুরু হওয়া ধাওয়া শেষ হয় বাঁকুড়ায় গিয়ে।

গত ৬ই জানুয়ারি রানীগঞ্জের গির্জাপাড়া ও হলুদ ফ্যাক্টরি এলাকায় মলয় কর্মকার এবং বিনোদ কুমার ঝায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁদের বাড়িতে বড়সড় চুরির ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজ ও টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে রানীগঞ্জ থানার তৎকালীন ইন্সপেক্টর বিকাশ দত্তর নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান শুরু করে। মঙ্গলবার রাতে চোরের দলটি পুনরায় রানীগঞ্জে হানা দিলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। অন্ডাল স্টেশনে মালগাড়িতে লুকিয়ে থেকেও শেষ রক্ষা হয়নি মোবাইল লোকেশন ধরে শেষমেশ বাঁকুড়ার কেঠার ডাঙ্গার আশ্রমপাড়া থেকে শামীম মন্ডল, তাজ মহম্মদ ও রফিক খানকে পাকড়াও করা হয়।আদালতের নির্দেশে পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন জেরা করে পুলিশ ৫০ গ্রাম সোনা, ৫০০ গ্রাম রুপো এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে। এছাড়া উদ্ধার হয়েছে চুরির অভিনব সরঞ্জাম। পুলিশ জানায়, দুষ্কৃতীরা অদ্ভুত ধরনের দুটি বেঁকানো শাবল ব্যবহার করত, যা দিয়ে যেকোনও মজবুত তালা বা লোহার দরজা অনায়েসেই ভেঙে ফেলা সম্ভব ছিল।ইন্সপেক্টর বিকাশ দত্ত জানান, এটি একটি নিখুঁত টিম ওয়ার্কের ফল। বাঁকুড়া থেকে এসে রানীগঞ্জে অপারেশন চালানো এই গ্যাংটি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে বিধায়ক

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষাকে ঘিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনার ছবি ধরা পড়ল পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরীক্ষার্থীদের মানসিক স্বস্তি ও উৎসাহ জোগাতে কালেখাঁতলা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে পেন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের বোতল।পরীক্ষা শুরুর আগেই স্কুল চত্বরে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। তিনি পুরো পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরীক্ষা চলাকালীন পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রয়েছে বলেই জানান তিনি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কালেখাঁতলা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সম্পিতা রাজবংশী সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। পরীক্ষার্থীদের মুখে হাসি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা।পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সোমনাথ মাপদার জানান, এই বছরে তাঁদের বিদ্যালয়ে মোট ৪৮১ জন পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলেও তিনি জানান। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে।বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। কোথাও কোনো অসুবিধার খবর পাওয়া যায়নি। ছাত্রছাত্রীরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে।দ উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রথম দিনেই প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের এই মানবিক উদ্যোগ পরীক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছেন অভিভাবকরাও।

যৌথ কনভেনশন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের সমর্থনে যৌথ কনভেনশন হয়ে গেল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। রাজবাটি ক্যাম্পাসে আয়োজিত এই কনভেনশনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও অংশ নেন। মূলত বাম সংগঠন গুলোর ডাকে আয়োজিত যৌথ কনভেনশনে কর্মীদের দাবি দাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

কনভেনশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের প্রাপ্য দাবি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও এ মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অব্যবস্থা নিয়ে সোচ্চার হন কর্মী সংগঠনের নেতৃত্ব। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রূপক মাজিল্যা বলেন, এখানে কর্মীরা সুরক্ষিত নন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর অভিযোগ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও এখানে নানা ভাবে বঞ্চিত। তিনি জানান, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যে সব কর্মীরা অবসর নিয়েছেন তারা সঠিক সময়ে পেনশন পাননি। এছাড়াও কর্মীরা মাসের শেষে বেতন ঠিকমতো মেলেনা বলে অভিযোগ উঠেছে কনভেনশনের মঞ্চ থেকে। এমনকি এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় জানানোর সুযোগটুকু দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। গেট বন্ধ করে সভা করা হয় যাতে কর্মীরা বলার সুযোগ না পান। যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কনভেনশনে আগামী দিনে কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের দাবির সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে প্রস্তাব নেওয়া হয়। সমস্ত বিভাগের বাম সংগঠনের কর্মীরা সদস্যরা এই সভায় যোগ দেন।

ধর্মঘটের মাঝে পরীক্ষার্থীদের পাশে এসএফআই

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বৃহস্পতিবার ছিল সারা দেশজুড়ে শিল্প ধর্মঘটের ডাক। আর সেই দিনেই এ রাজ্যে ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা।কিন্তু ওই অবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে ছাত্র ছাত্রীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তারা জন্য সব রকমের সহায়তায় নামে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। একদিকে ধর্মঘটের কর্মসূচি, অন্যদিকে পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় হেল্প ডেস্ক। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বৃহস্পতিবার ধরা পড়ল এমনই দ্বিমুখী ছবি।বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা সাধারণ ধর্মঘট ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিংয়ের ছবি মিলেছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলার কারণে গণপরিবহণ ও শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিষেবাকে ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখার কথা আগেই জানানো হয়েছিল সংগঠনগুলির তরফে। বৃহস্পতিবার পরীক্ষার প্রথম দিনে পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহর, কাটোয়া-সহ একাধিক এলাকায় বিভিন্ন কেন্দ্রে ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর উদ্যোগে ২০ টিরও বেশি জায়গায় হেল্প ডেস্ক খোলা হয়। পরীক্ষার্থীদের পেন সরবরাহ, নির্দিষ্ট কক্ষ খুঁজে পেতে সহায়তা, দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা পড়ুয়াদের দিশা দেখানো, পানীয় জল ও হালকা খাবারের ব্যবস্থাও ছিল সেখানে। নতুন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে এসে কিছু পরীক্ষার্থী বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁদের নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দেন বলে জানা গিয়েছে। বেশ কয়েকজন অভিভাবক এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।এসএফআই-এর জেলা নেতৃত্বের বক্তব্য, প্রতি বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় তারা সহায়তার উদ্যোগ নেয়। এ বারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একই সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনগুলির উত্থাপিত দাবির প্রতিও ছাত্র সংগঠনের নৈতিক সমর্থনের কথা জানানো হয়েছে। তবে ধর্মঘটের দিনে আন্দোলন ও পরিষেবা,এই দুই সমান্তরাল ছবিই এ দিন জেলায় নজর কেড়েছে।

বিএলএ-দের সংবর্ধনা তৃণমূলের

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ দলীয় নির্দেশে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে বিএলএ ২ এবং বুথ সভাপতিদের সম্বর্ধনা দিল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।এসআইআর -এ খুব ভালো ভাবে কাজ করার জন্য দলীয় নির্দেশে জামালপুর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে ব্লকের সমস্ত অঞ্চলের প্রায় ৫১৬ জন বিএলএ ২ ও বুথ সভাপতিদের সম্বর্ধনা জানানো হল। প্রত্যেককে দলীয় উত্তরীয়, উন্নয়নের পাঁচালীর ডায়রি, একটি পেন, একটি ক্যালেন্ডার ও দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর একটি করে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হয়।যাতে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। দলের এই কর্মীদের সম্বর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, যুব সভাপতি উত্তম হাজারী, মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, সহ সকল শাখা সংগঠনের সভাপতি সহ অঞ্চল সভাপতি, প্রধান ও উপ প্রধানরা। মেহেমুদ খাঁন বলেন, দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁরা এদিন ব্লকের সকল অঞ্চলের বিএলএ ২ ও বুথ সভাপতিদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল। দলের কর্মীরাই দলের সম্পদ। এসআইআরের সময় এই বিএলএ ২ এবং বুথ সভাপতিরা সাধারণ মানুষকে একানাগারে সাহায্য করেছেন। ভোট রক্ষা শিবিরে থেকে তাঁরা কাজ করেছেন। তাই এদিন তাঁদের সম্বর্ধনা দিতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। ভোটার আগে এই ভাবে কর্মীদের ডেকে সম্বর্ধনা দেওয়া আসলে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা রাখারই একটি কৌশল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যা আগামী বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থায় রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকারি নথিতেই উধাও জমি, বিধায়কের জেঠিমার জমি নিল বিএলআরও অফিস

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য হয়েও সরকারি নথির কারসাজি থেকে রেহাই মিলল না। খোদ বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের জেঠিমা, অশীতিপর যুথিকা উপাধ্যায়ের প্রায় দেড় বিঘা জমি বিএলআরও অফিসের 'কলমের খোঁচায়' অন্যের নামে নথিভুক্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সালানপুরের এই ঘটনায় ভূমি রেকর্ড ও সরকারি স্বচ্ছতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।কেশরডির বাসিন্দা নিঃসন্তান যুথিকা দেবী অল্প বয়সেই স্বামীকে হারিয়েছেন। অভিযোগ, তাঁর জমিটি প্রথমে রহস্যময় এক 'ট্রাস্টি বোর্ড'-এর নামে হস্তান্তর দেখানো হয়। এরপর সেই বোর্ড থেকে জমিটি যখন ফেরত আসে, তখন নথিতে আসল যুথিকা উপাধ্যায়ের পরিবর্তে একই নামের অন্য এক ব্যক্তির নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি সিলমোহর ব্যবহার করে দফায় দফায় হাতবদল ও মিউটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।যুথিকা উপাধ্যায়ের ভাইপো গোপাল মিশ্র সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি। এত পরিচিত এবং প্রভাবশালী পরিবারের জমির রেকর্ড যদি এভাবে স্তরে স্তরে বদলে যেতে পারে, তবে সাধারণ মানুষ বা কৃষকদের জমির ভবিষ্যৎ কী;তা নিয়ে আতঙ্কে আসানসোলের সাধারণ বাসিন্দারা। বিএলআরও অফিসের প্রতিটি স্তরে যাচাই ও অনুমোদনের যে নিয়ম রয়েছে, তা এখানে কীভাবে লঙ্ঘিত হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।বিএলআরও অফিস সূত্রের দায়সারা যুক্তি, এই রেকর্ড বদল অনেক আগে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে পাহারাদাররা কোথায় ছিলেন? দেড় বিঘা জমি কেবল একটি সম্পত্তি নয়, এক বৃদ্ধার সারাজীবনের সুরক্ষা। যদি সরকারি নথিতেই মালিকানা সুরক্ষিত না থাকে, তবে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

কৃষিতে বিপ্লব আনবে প্রযুক্তি, কোর্স চালুর দাবি

নয়া জামানা , দুর্গাপুর ঃ প্রথাগত চাষবাসের দিন শেষ; কৃষিতে অধিক ফলন ও খরচ কমাতে এখন একমাত্র পথ 'প্রিসিশন এগ্রিকালচার' বা প্রযুক্তি চাষ। ড্রোন, সেন্সর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে চাষাবাদে আমূল পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু শিল্পনগরী দুর্গাপুর বর্তমানে একটি 'এডুকেশন হাব' হিসেবে পরিচিত হলেও, এখানে এই আধুনিক কৃষিবিদ্যা পড়ার কোনো সুযোগ নেই;যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল। আইসিএআর (-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় জানান, ইসরায়েল বা নিউজিল্যান্ডের মতো উন্নত দেশগুলো অনেক আগেই এই পথে হেঁটেছে। প্রযুক্তি চাষে ড্রোন ব্যবহার করে ফসলের রোগ নির্ণয় ও নিখুঁতভাবে রাসায়নিক স্প্রে করা সম্ভব। এছাড়া জিপিএস চালিত ট্র্যাক্টর এবং অটোমেটেড সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সার ও জলের অপচয় রোধ করা যায়। বিশেষ করে ট্র্যাক্টরে 'ইয়ারা এন-সেন্সর' ব্যবহার করলে ফসলের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেপে সুনির্দিষ্ট সার প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন তিনগুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং অপচয় কমে প্রায় ২৫ শতাংশ। খড়্গাপুর আইআইটি-র প্রাক্তনী কার্তিক কালিন্দির মতে, জিপিএস প্রযুক্তিতে মাটির গুণাগুণ বিচার করে সঠিক ফসল নির্বাচন সম্ভব। এতে শুধু উচ্চমানের ফলনই নয়, শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জন্য চাকরি ও স্বনির্ভর হওয়ার বিশাল সুযোগ রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যানেজমেন্ট কলেজের ভিড় থাকলেও প্রিসিশন এগ্রিকালচারের অভাব প্রকট। সম্প্রতি স্থানীয় একটি বেসরকারি কলেজ এই কোর্স চালুর বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। বিশিষ্ট কৃষিবিদ অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী বলেন, জমি কমছে, তাই পরিবেশবান্ধব ও অধিক ফলনশীল চাষের জন্য ডেটা অ্যানালিটিক্স ও এআই-ভিত্তিক এই শিক্ষা এখন সময়ের দাবি। দুর্গাপুরের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে দ্রুত এই পেশাদার কোর্স চালুর দাবি জোরালো হচ্ছে।

লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বিজয় উৎসবে মহিলারা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ লক্ষ্মীর ভান্ডারে টাকা বাড়িয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ ব্লকের বেরুগ্রাম অঞ্চলে হয়ে গেল অভিনব বিজয় উৎসব। প্রায় কুড়িটি গ্রামের কয়েক হাজার মহিলা এদিন রাস্তায় নেমে এই মহা মিছিলে সামিল ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে ওই ব্লকে শুধুমাত্র মহিলাদের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকি এই মিছিলকে কেন্দ্র করে তারা ২০২৬ সালের বিজয় উৎসব পালন করলেন বলেও উল্লেখ করেছেন।এদিন মহিলাদের এই বিজয় উৎসব পালনে তাদের উৎসাহ দিতে হাজির ছিলেন খন্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিলুফা বেগম ,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়। ছিলেন খন্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অনাবিল ইসলাম, বিদ্যুৎ কান্তি মল্লিক ,অঞ্চল সভাপতি শেখ শাহাদ আলী।

এদিন বোঁয়াইচন্ডি গ্রাম থেকে মিছিল বের হয়। প্রতি মহিলার হাতে ছিল লক্ষ্মী ভান্ডার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতার ছবি। জয়ধ্বনি দিতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। মিছিল চলাকালে অকাল হোলীতে আবীর খেলায় মেতে উঠেন তারা। আদিবাসী, উপজাতি সব শ্রেনীর মহিলাদের অংশ গ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার ধারে কাতারে কাতারে মানুষ মহিলাদের উৎসাহ দিতে তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম বলেন, নারী শক্তি আজ বিজয় উৎসব পালন করছেন। কারণ সারা ভারতে সাড়া ফেলে দিয়েছে। ব্যাঙ্গ করে তিনি বলেন, আর এর জন্যই মেজখোকা টাকা বাড়িয়ে দেবার কথা বলছেন। একদিন ওই নেতারাই বিরোধিতা করেছিলেন। তার দাবি, আজকের দিনে এসআইআর নিয়ে যে হয়রানি হচ্ছে তারও জবাব দিলেন মহিলারা।

পরীক্ষার্থীদের মানসিক দৃঢ়তা বাড়াতে শুভেচ্ছা জননেতাদের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বৃহস্পতিবার শুরু হল এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এবার ৯৯ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এদিন জেলার প্রতিটি কেন্দ্রে কড়া নজরদারি ছিল। পাশাপাশি পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে মাধ্যমিকের মতো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রেও ছিলেন জন প্রতিনিধিরা। গ্রামীন এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্রে তাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ উপলক্ষে খন্ডঘোষ ব্লকের শতবর্ষ প্রাচীন সরঙ্গা হাই স্কুলে হাজির হন ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি তথা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। ছিলেন অনান্যরা। পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, এবছর পূর্ব বর্ধমান জেলায় এবার ২৯ হাজার ৮৩৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে সব রকমের ব্যাবস্থা করা হয় পরীক্ষার্থীদের জন্য। তারই মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রে গিয়ে সকাল থেকেই হাজির হয়ে যান নেতা নেত্রী সহ জনপ্রতিনিধিরা। সকালেই সরঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছে যান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অপূর্ব হাজরা, তৃনমূল অঞ্চল সভাপতি সাইদুল হক সহ অনেকেই। তারা প্রতিটি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। সহানুভূতির সঙ্গে কারো কোন অসুবিধা আছে কিনা সে কথাও জানতে চান। একই সঙ্গে তাদের সকলের হাতে কলম, জলের বোতল তুলে দেন। অপার্থিব ইসলাম ছাত্র ছাত্রীদের বলেন, ' উচ্চ মাধ্যমিক শুধুমাত্র শিক্ষাগত মূল্যায়ন নয়, নতুন সেমিষ্টার পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন শিক্ষা ব্যাবস্থার অংশীদার তোমরা। ' তাই কোন রকম ভয় ভীতি ছাড়াই তিনি পরীক্ষা দিতে বলেন। ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা করেন।

১২
১৩ ফেব্রুয়ারি
২০২৬

জঙ্গলমহল

নয়া জামানা

সুট,বুটে রহস্যময় চারজন! পিংলা,সবং, নারায়ণগড়ে আতঙ্ক, গুজব রুখতে তৎপর পুলিশ

ভরত বেরা ।। নয়া জামানা ।। পশ্চিম মেদিনীপুর

পিংলা, সবং ও নারায়ণগড় থানার সীমান্তবর্তী এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় চারজন ব্যক্তির সন্দেহজনক ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

বুধবার রাত প্রায় আটটা নাগাদ নারায়ণগড় থানার মদনমোহনচক বাজার সংলগ্ন নয়াগ্রাম এলাকায় হঠাৎ চিৎকার শোনা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সুট,বুট পরা চারজন ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন এবং বিভিন্ন বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁদের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে ওই ব্যক্তিরা আচমকা দৌড়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ।

এরপরই নয়াগ্রাম, মনিনাথপুর, সবং থানার দেবোগ ও পিংলা থানার চহত;এই চারটি গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আশপাশে তল্লাশি চালান। তবে বহু খোঁজাখুঁজির পরও ওই চারজনের কোনও সন্ধান মেলেনি। ঘটনার খবর পেয়ে পিংলা থানার পুলিশ দ্রুত এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। পিংলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি চিন্ময় প্রামাণিক এবং ডেবরা-সবং-পিংলা সার্কেলের ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ দাস গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা সকলকে গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ জানান এবং সন্দেহজনক কাউকে দেখলে অবিলম্বে থানায় খবর দেওয়ার পরামর্শ দেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি মাইকিং করে সচেতনতার বার্তা প্রচার করা হচ্ছে, যাতে কেউ অযথা আতঙ্কিত না হন এবং আইন নিজের হাতে তুলে না নেন। তবে নারায়ণগড়ের নয়াগ্রাম এলাকার কিছু বাসিন্দার অভিযোগ, ঘটনাস্থলে আরও বেশি পুলিশি নজরদারি প্রয়োজন। তাঁদের দাবি, গ্রামে নিয়মিত টহল ও রাতের পাহারার ব্যবস্থা করা হোক। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিন থানার অন্তর্গত প্রায় চারটি গ্রামে এখনও উদ্বেগের পরিবেশ রয়েছে। যদিও পুলিশ প্রশাসন আশ্বস্ত করেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

আগুনে ভস্মীভূত ঘর, শবর পরিবারের পাশে প্রশাসনের মানবিক হাত

চচজয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, বোরো ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার দু'নম্বর ব্লকের বোরো জারাগড়া অঞ্চলের পাইসাগড়া গ্রামের এক শবর পরিবারের বসতবাড়ি আচমকাই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ জবনি শবরের বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন দেখতে পেয়ে দ্রুত ছুটে আসেন এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তার আগেই বাড়ির বেশ কিছু অংশ পুড়ে যায়। ঘটনায় পরিবারটি কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে। মাথার উপর ছাদ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে যান জবনি শবর ও তাঁর পরিবার। খবর পেয়ে দ্রুত সক্রিয় হয় ব্লক প্রশাসন। মানবাজার দু'নম্বর ব্লকের প্রতিনিধি দল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাসন্তী মাহাতো এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে তাৎক্ষণিক ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে ত্রিপল, চাল ও বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শঙ্কু বিশ্বাস জানান, জবনি শবরের পরিবারের পাশে ব্লক প্রশাসন সর্বদা রয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে বাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য সরকারি সহায়তা পান, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাসন্তী মাহাতোও আশ্বাস দেন, সরকারিভাবে সবরকম সহায়তা করা হবে। স্থানীয়দের মতে, প্রশাসনের এই তৎপরতা ও মানবিক উদ্যোগে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে বিপর্যস্ত শবর পরিবার। এখন সরকারি সহায়তায় নতুন করে ঘর বাঁধার আশায় দিন গুনছেন তাঁরা।

মেদিনীপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৬৬তম বার্ষিক সভা, পার্কিং সমস্যা নিয়ে সরব ব্যবসায়ীরা

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের গণপতিনগরে প্রয়াত সমাজসেবী গণপতি বসুর স্মৃতি বিজড়িত উদ্যানে অনুষ্ঠিত হল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন ব্যবসায়ী সংগঠন মেদিনীপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা। অনুষ্ঠানের শুরুতে গণপতি বসু ও তাঁর সহধর্মিনী শিবানী বসুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি চন্দন বসু। সম্পাদক ব্যক্তিগত কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সংগঠনের কার্য্যকর্তা অরুণ শর্মা। সভায় শহরের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন সদস্যরা। বিশেষ করে স্কুলবাজার, নিমতলা চক ও বটতলা চক এলাকায় পর্যাপ্ত পার্কিং ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের ভোগান্তির কথা উল্লেখ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের তরফে জরিমানা করা হচ্ছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সমিতিকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান সদস্যরা। এছাড়াও মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে বীরেন্দ্র সেতু তথা মোহনপুর ব্রিজে ভারবহন ক্ষমতা ২৫ টন থেকে ৩৫ টনে উন্নীত করার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওমপ্রকাশ রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিনীত আগরওয়াল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

পরীক্ষা শুরুতেই অসুস্থ ছাত্রী, উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনেই চাঞ্চল্য বাঁকুড়ায়

সুচিন্ত্য গোস্বামী, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়া শহরে। বৃহস্পতিবার প্রথম ভাষার পরীক্ষা চলাকালীন আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন এক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়া টাউন গার্লস স্কুলে, যা এদিনের একটি নির্ধারিত পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল। অসুস্থ ছাত্রী রিম্পা নন্দী, বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী এবং বাঁকুড়া হিন্দু হাইস্কুলের পড়ুয়া। অন্যান্য পরীক্ষার্থীর মতো সেও সময়মতো কেন্দ্রে পৌঁছে পরীক্ষায় বসেছিল। প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র বিতরণের কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ পরীক্ষার হলের মধ্যেই তার শরীরে অস্বাভাবিক কাঁপুনি শুরু হয়। সহপাঠী ও কর্তব্যরত শিক্ষকদের নজরে বিষয়টি আসতেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রের তরফে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দফতরকে খবর দেওয়া হয়। পরে তড়িঘড়ি করে রিম্পাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে হাসপাতালে বসেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শারীরিক অবস্থার কারণে রিম্পা পরীক্ষা দিতে পারেনি। ঘটনায় উদ্বেগ ছড়ালেও প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালেই উপস্থিত রয়েছেন।

বছরেও সফল জটিল অস্ত্রোপচার, নজির গড়ল নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সীমান্তবর্তী নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ফের এক অনন্য নজির স্থাপন করল চিকিৎসাক্ষেত্রে। ৯৬ বছর বয়সি এক বৃদ্ধার কোমরের নিচে পায়ের জয়েন্টের জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করে হাসপাতালের চিকিৎসকরা নতুন আশার আলো দেখালেন। এই সাফল্যের কথা জানিয়েছেন হাসপাতালের সুপার ডা. দেবাশীষ মাহাত।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত ২২ জানুয়ারি নয়াগ্রাম ব্লকের টিকিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সত্যভামা সাউ বাড়িতে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁকে দ্রুত নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগে ভর্তি করা হয়। একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানতে পারেন, তাঁর কোমরের নিচে পায়ের হাড় ভেঙে গেছে এবং হাতে হাড়ে ফাটল রয়েছে। উচ্চ বয়স ও শারীরিক জটিলতার কারণে অস্ত্রোপচার ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। চিকিৎসক দল প্রথমে সব দিক খতিয়ে দেখে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেন। ধাপে ধাপে বৃদ্ধার অন্যান্য শারীরিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং তাঁকে অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত করে তোলা হয়।

অর্থোপেডিক সার্জেন ডা. বিভাস বাক এবং অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের ডা. শুভঙ্কর সামন্তের তত্ত্বাবধানে সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। বর্তমানে সত্যভামা দেবী সুস্থ রয়েছেন এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন। এই সাফল্যে খুশি পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসকদের দক্ষতা ও হাসপাতালের আধুনিক পরিকাঠামোর প্রশংসা করেছেন। সীমান্তবর্তী গ্রামীণ এলাকায় থেকেও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া সম্ভব;নয়াগ্রাম হাসপাতালের এই সাফল্য ফের তা প্রমাণ করল।

আবাসের টাকা ঘিরে পালানোর ছক, স্ত্রীর তৎপরতায় রক্ষা সংসার !

নয়া জামানা, ডেবরা ঃ বাংলা আবাস যোজনার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার পরই সেই টাকা তুলে অন্য এক মহিলাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদ পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন বলে অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তবে স্ত্রীর তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায় সেই ছক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ৩ নম্বর সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শালডহরী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শালডহরীর বাসিন্দা তরুণ কোটালের বিয়ে প্রায় ১৫ বছর আগে।

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী-সংসার রয়েছে তাঁর। সম্প্রতি তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বাংলা আবাস যোজনার টাকা জমা পড়ে। অভিযোগ, সেই টাকা তোলার পর থেকেই তিনি এক মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বাইরে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। পরিবারের অজান্তেই হায়দ্রাবাদ যাওয়ার প্রস্তুতি চলছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। স্ত্রী বিষয়টি আঁচ করতে পেরে নজরদারি শুরু করেন। অবশেষে গতকাল রাত প্রায় ১০টা নাগাদ স্বামীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তিনি। এরপর পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা জড়ো হন।

অভিযুক্তকে আটকানো হয় এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। পরে তাঁকে গাড়িতে করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। স্ত্রীর বক্তব্য, তিনি চান তাঁর স্বামী সংসারে ফিরে আসুন এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর না ঘটুক। এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

শিব চতুর্দশী মেলার আগে কড়া নজরদারি, রামেশ্বরে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন পুলিশ সুপার

শংকর বারিক, নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের ঐতিহ্যবাহী রামেশ্বর মন্দিরকে ঘিরে শুরু হয়েছে শিব চতুর্দশী মেলার প্রস্তুতি। বহু ইতিহাস, লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই মন্দির সারা বছরই ভক্তদের আকর্ষণের কেন্দ্র। শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে বিশেষ পুজো ও চারদিনব্যাপী বৃহৎ মেলার আয়োজন করা হয়, যা এখন ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি লোকসংস্কৃতিরও বড় মিলনমেলা। মন্দির প্রাঙ্গণের বহু বছরের পুরনো কাঁঠাল গাছটি এই তীর্থক্ষেত্রের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।

স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, গাছটি শিবের সঙ্গে জড়িত এবং নিয়মিত পূজিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই গাছকে ঘিরে নানা আচার-অনুষ্ঠান চলে আসছে। আসন্ন মেলা উপলক্ষে নিরাপত্তা ও সার্বিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার দুপুরে মন্দির পরিদর্শনে আসেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সৈয়দ মোহাম্মদ মামদুল্লা হাসান, গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফারাজ, নয়াগ্রাম থানার আইসি সুজয় লায়েকসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ সুপার মন্দির চত্বর ঘুরে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল ব্যবস্থা, মেলার দোকানপাট বসানোর পরিকল্পনা এবং ভক্তদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। মেলা কমিটির সদস্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন তিনি। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী মেলায় প্রতি বছর ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম করেন। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন ও মেলা কমিটি যৌথভাবে প্রস্তুতি

বাবার কাঁধেই ভরসা, তবু থামেনি স্বপ্ন-উচ্চমাধ্যমিকে রাজীবের অদম্য লড়াই

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ দু'পায়ে শক্তি নেই, তবুও চোখে বড় স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে সঙ্গী করেই এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে ডেবরা ব্লকের বার ঝিকুরিয়া গ্রামের রাজীব জানা। ছোটবেলায়, মাত্র ১১ বছর বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হয় রাজীব। তারপর থেকেই তার দুই পা প্রায় অকেজো। নিজের পায়ে হাঁটা সম্ভব নয়। চলাফেরার একমাত্র ভরসা বাবার কোল। রাজীবের বাবা দীপেন জানা দিনমজুরির কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান। অভাবের সংসার, তবুও ছেলের পড়াশোনায় ছেদ পড়তে দেননি। তিনি বলেন, ছেলে পড়াশোনায় ভালো। শরীরের অসুবিধা আছে ঠিকই, কিন্তু মনোবল ভীষণ শক্ত। যেখানেই যেতে হয়, কোলে করেই নিয়ে যাই। সরকারি মানবিক ভাতা হিসেবে মাসে এক হাজার টাকা পায় রাজীব। সেই সামান্য টাকাই তার পড়াশোনার বড় সহায়। ঝিকুরিয়া স্কুলের আর্টস বিভাগের ছাত্র রাজীবের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে আলোক কেন্দ্র বিদ্যাপীঠে। টোটো করে কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর বাবার কোলেই ভর করে পরীক্ষার হলে ঢোকে সে। পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত অনেকেই এই দৃশ্য দেখে আবেগাপ্লুত হন। রাজীবের স্বপ্ন, ভবিষ্যতে বড় হয়ে স্বাবলম্বী মানুষ হওয়া এবং পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তার পথ আটকাতে পারেনি। বাবার অকৃত্রিম ভালোবাসা, অদম্য মানসিক শক্তি আর নিজের দৃঢ় ইচ্ছাই তাকে এগিয়ে চলার সাহস জোগাচ্ছে।

বকেয়া ডিএ'র দাবিতে তমলুকে জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও, ছয় দফায় সরব কর্মচারী সংগঠন

অরুণ কুমার সাউ, নয়া জামানা, তমলুক ঃ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) অবিলম্বে প্রদান ও সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর করার দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসক দপ্তরে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ মিছিল করল জয়েন্ট মুভমেন্ট ফোরাম। সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও নার্সদের যুক্ত এই সংগঠন ছয় দফা দাবি সামনে রেখে আন্দোলনে সামিল হয়। বুধবার বিকেলে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেয়। এরপর নিমিতৌড়ি এলাকা ও জেলা শাসক অফিস চত্বর জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এসটিইএ'র জেলা সম্পাদক শম্ভু মান্না, ডব্লিউবিপিটিএ'র জেলা সাধারণ সম্পাদক তপন মণ্ডল, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক সৌমিত্র পট্টনায়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নারায়ণ বর্মন এবং নার্সেস ইউনিটির লীনা দাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মূল দাবি, ২০০৯ সাল থেকে বকেয়া সমস্ত ডিএ সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। কেবল ৪ শতাংশ নয়, কেন্দ্রীয় হারের প্রায় ৪০ শতাংশ অনুযায়ী বকেয়া প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের সব শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ, পেনশনভোগীদের বার্ষিক বৃদ্ধি এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ীকরণের দাবিও তোলা হয়। দাবি না মানা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের নেতারা।

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা
নয়া জামানা

উচ্চমাধ্যমিকের দিনেই ক্যানিংয়ে রাস্তা অবরোধ, আশা কর্মীদের বিক্ষোভে স্তব্ধ যান চলাচল

গোপাল শীল ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিনেই ক্যানিংয়ে শুরু হল আশা কর্মীদের রাস্তা অবরোধ। পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ে স্কুলে পৌঁছে গেলেও তাদের কেন্দ্রের আশপাশে তৈরি হয় চরম যানজট ও উত্তেজনা। ক্যানিংয়ের আইসিডিএস ব্লক অফিসের সামনে কয়েক শতাধিক আশা কর্মী ইউনিফর্ম পরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। এরপরই তারা মূল রাস্তায় অবরোধ শুরু করেন। জানা গেছে, রাজ্য সরকার সম্প্রতি আশা কর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা এক হাজার টাকা বাড়িয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন বিক্ষোভকারীরা। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্র সরকারই প্রথম আশা কর্মীদের নিয়োগ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের ন্যায্য দাবি ও প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। কাজের চাপ বাড়লেও পারিশ্রমিক সেই অনুপাতে বাড়েনি বলে দাবি তাদের। আশা কর্মীদের বক্তব্য, দিনরাত পরিশ্রম করেও তারা পর্যাপ্ত আর্থিক সুরক্ষা পান না। বহু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলালেও তাদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নেই। রাজ্য সরকার ভাতা বাড়ালেও কেন্দ্র সরকারের তরফে স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলেই তারা অভিযোগ তুলেছেন। অবরোধের জেরে এলাকায় যান চলাচল কার্যত থমকে যায়। অফিসযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ সবাই সমস্যায় পড়েন। যদিও পরীক্ষার্থীরা আগেই কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ায় বড় বিপত্তি এড়ানো যায়, তবুও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়ায়। ঘটনাস্থলে ক্যানিং থানার পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পরিস্থিতি শান্ত করে দ্রুত অবরোধ তোলার চেষ্টা করছে প্রশাসন। আশা কর্মীরা জানিয়েছেন, তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতেও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।

প্রথম দিনেই ধাক্কা! উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার হলে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছাত্রী

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা, বারুইপুর ঃ আজ থেকে শুরু হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়। বারুইপুরের রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়েও সেভাবেই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা শুরু হচ্ছিল। কিন্তু প্রথম দিনেই ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যা উদ্বেগে ফেলেছে শিক্ষক, অভিভাবক ও সহপাঠীদের। ধবধবী হাই স্কুলের ছাত্রী আফসানা খাতুনের সিট পড়েছিল রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ে। সকালে সে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রে পৌঁছায় এবং নিজের কক্ষে গিয়ে বসে।

তবে পরীক্ষার হলে ঢোকার কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ তার মাথা ঘুরতে শুরু করে এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা পরীক্ষাকেন্দ্রে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তড়িঘড়ি তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারকেও। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আফসানাকে এমার্জেন্সি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে। অসুস্থতার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রথম দিনেই পরীক্ষায় বসতে না পারায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে আফসানা।

পরবর্তী পরীক্ষায় সে অংশ নিতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করছে তার দ্রুত সুস্থতার উপর। এখন সকলের একটাই কামনা;শীঘ্রই সুস্থ হয়ে আবার পরীক্ষার লড়াইয়ে ফিরুক আফসানা খাতুন।

বিস্কুটের কার্টনে লুকানো ‘মাদক চালান’, বারুইপুরে ৩১৫ কেজি গাঁজা সহ ধরা দুই

নয়া জামানা,বারুইপুর ঃ বারুইপুরে অভিনব কৌশলে মাদক পাচারের বড় চেষ্টায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। বিস্কুটের প্যাকেট বোঝাই কার্টনের আড়ালে লুকিয়ে আনা হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ দ্রুত অভিযান চালায় এবং উদ্ধার করে প্রায় ৩১৫ কেজি গাঁজা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুলাগড় দিক থেকে একটি কেরিয়ার ভ্যান বারুইপুরের দিকে আসছিল। সন্দেহজনক গাড়ির খবর পেয়ে মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের আখ না এলাকায় নজরদারি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। প্রথমে গাড়ির ভেতরে বিভিন্ন সংস্থার বিস্কুটের কার্টন পাওয়া যায়। বাইরে থেকে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও পুলিশের সন্দেহ দূর হয়নি। এরপর গাড়ির ভেতরে আরও গভীরভাবে তল্লাশি চালাতেই ধরা পড়ে আসল রহস্য। গাড়ির গায়ে বিশেষভাবে তৈরি একটি গোপন চেম্বার ছিল। সেই চেম্বারের মধ্যে বড় বড় প্যাকেটে ভরা গাঁজা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ওজন করে দেখা যায়, মোট পরিমাণ ৩১৫ কেজি। বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকারও বেশি বলে অনুমান তদন্তকারীদের। ঘটনায় গ্রেফতার আসিফ আলম মোল্লা ও অনিকেত নস্কর। পুলিশ জানিয়েছে, এই পাচারের সঙ্গে আরও বড় চক্র জড়িত থাকতে পারে। ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে এবং পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করা হয়েছে। বারুইপুর এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন জানান, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই এই বড় চালান আটক করা সম্ভব হয়েছে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

মথুরাপুরে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনেই তৃণমূলের সহায়তা শিবির, পাশে সাংসদ বাপি হালদার

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের আর্য বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে সহায়তা কেন্দ্র চালু করল তৃণমূল কংগ্রেস। পরীক্ষার দিনে যাতে কোনও পড়ুয়াকে সমস্যায় পড়তে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় নেতৃত্ব জানায়। এদিন আর্য বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল কেন্দ্রে মোট ৫৪০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে আসেন।

তাদের জন্য সহায়তা কেন্দ্র থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল, অতিরিক্ত কলম এবং প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হয়। অনেক অভিভাবকও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার স্বয়ং উপস্থিত থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে জল ও কলম তুলে দেন এবং শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের মনোবল বাড়ানো এবং পাশে থাকা আমাদের দায়িত্ব। মথুরাপুর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও ছাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার, যুব সভাপতি রাজু পুরকাইত, ছাত্র যুব সভাপতি সুমন পুরকাইত, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আমির হোসেন লস্কর এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেলের সহ-সভাপতি সাদ্দাম হোসেন লস্কর-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ভোটের আগে উন্নয়নের গতি, পাথরপ্রতিমায় ২.১৮ কিমি কংক্রিট রাস্তায় শিলান্যাস বিধায়কের

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পাথরপ্রতিমা বিধানসভা এলাকায় উন্নয়নের কাজ আরও জোরদার হয়েছে। রাজ্য সরকারের তপথশ্রী রাজ্যপথ প্রকল্পদ-এর আওতায় এবার প্রায় ২.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি কংক্রিট রাস্তার শিলান্যাস করা হল। মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর গোপালনগরের ৯১ নম্বর বুথ এলাকায় এই কর্মসূচির সূচনা হয়।

ধরনীধর আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে উদয় বারিকের বাড়ি হয়ে রঘুনাথপুর এফ.পি.এস পর্যন্ত এই নতুন রাস্তা নির্মিত হবে। প্রকল্পটির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৭ লক্ষ ৬ হাজার ৯৯৩ টাকা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার রাস্তার অবস্থা খারাপ ছিল। বর্ষাকালে চলাচলে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হত সাধারণ মানুষকে। নতুন কংক্রিট রাস্তা তৈরি

হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত ও নিরাপদ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা। তিনি জানান, এলাকার সার্বিক উন্নয়নই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাজবাহাদুর সিং, কৃষি ও সেচ সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ রাধেশ্যাম পন্ডিত, গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনুরাধা দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। উন্নয়নের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষজন।

গোলাপ, পেন আর মিষ্টিতে শুভেচ্ছা -উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাশে বিধায়ক ও ছাত্রনেতা

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা জুড়ে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে আজ শুরু হল উচ্চমাধ্যমিকের শেষ সেমিস্টার পরীক্ষা। সীমান্ত শহর বসিরহাট থেকে সুন্দরবন সংলগ্ন একাধিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে উপস্থিত থেকে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে গোলাপ ফুল, মিষ্টির প্যাকেট ও পেন তুলে দেন।

পাশাপাশি তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জোগান। এদিন বসিরহাট তৃণমূল

ছাত্র পরিষদের নেতা অভিষেক মজুমদার ও অন্যান্য ছাত্রনেতারাও পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান। তারা বলেন, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। তাই তাদের মানসিক চাপ কমাতে এবং ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতেই এই ছোট উদ্যোগ। বিধায়ক ও ছাত্রনেতাদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার পেয়ে খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। অনেকেই জানান, পরীক্ষার আগে এমন আন্তরিক ব্যবহারে তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। প্রশাসনিক কড়াকড়ির মাঝেও মানবিক এই উদ্যোগ এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

রেলগেটে ৪০৭-এর ধাক্কা, ভ্যাবলায় থমকে ট্রেন-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তি

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ভ্যাবলা স্টেশন সংলগ্ন রেলগেটে ভোরবেলা বড়সড় দুর্ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে গেল হাসনাবাদ, বারাসাত শাখার ট্রেন চলাচল। ফলে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। জানা গেছে, আজ সকাল প্রায় ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ ভ্যাবলা স্টেশনের কাছে একটি ৪০৭ গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে রেলগেটে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে গেট ভেঙে পড়ে যায় এবং সেটি গিয়ে পড়ে হাই টেনশন বিদ্যুতের তারের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তার স্বার্থে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনার পর শিয়ালদা,হাসনাবাদ লোকাল ট্রেন ভ্যাবলা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেনটি সেখানে আটকে রয়েছে। একইভাবে হাসনাবাদ,শিয়ালদা আপ ও ডাউন লাইনের একাধিক ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা বাড়ছে। আজ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় বহু পরীক্ষার্থী ট্রেনে করে কেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা সময়মতো পৌঁছাতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। অনেকেই বিকল্প যানবাহনের খোঁজে স্টেশন ছাড়তে বাধ্য হন। রেলের ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেছেন। তবে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে জানা গেছে।

রক্তাক্ত যুবক রাস্তায় পড়ে, এগিয়ে এল দশম শ্রেণীর ছাত্র-মানবিকতার নজির ক্যানিংয়ে

নয়া জামানা, ক্যানিং ঃ ক্যানিংবুধবার গভীর রাতে ক্যানিংয়ে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। তবে আশপাশের মানুষের উদাসীনতার মাঝেও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গড়ল এক দশম শ্রেণীর ছাত্র ও তার বন্ধু। জানা গেছে, বাসন্তীর জোতিষপুর এলাকার বাসিন্দা অয়ন মণ্ডল বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি স্কুটি সজোরে তার বাইকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। রাতের অন্ধকারে রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন অয়ন। ঘটনাস্থল দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করলেও কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি বলে অভিযোগ। এই সময় ঘটনাটি নজরে পড়ে দশম শ্রেণীর ছাত্র সাকিল সরদার ও তার বন্ধু মনোয়ার হোসেন শেখের। তারা পরিস্থিতি বুঝে দেরি না করে আহত যুবকের

কাছে ছুটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে রাস্তা থেকে তুলে একটি টোটো গাড়িতে করে দ্রুত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অয়নের পিঠ ও মুখে গুরুতর আঘাত লেগেছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উদ্ধারকারী দুই কিশোর জানিয়েছে, অনেকেই দুর্ঘটনা দেখে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাদের কর্তব্য বলে মনে হয়েছে। তাই তারা সাহস করে এগিয়ে আসে। তাদের এই মানবিক উদ্যোগ এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

১০০ বছরের শ্মশান বেহাল, সংস্কার ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক তরজা গাইঘাটায়

নয়া জামানা, গাইঘাটা ঃ গাইঘাটা ব্লকের ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছেকাঠি মহাশ্মশানের বেহাল অবস্থা নিয়ে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রায় ১০০ বছরের প্রাচীন এই শ্মশানের উপর নির্ভর করেন আশপাশের অন্তত ৫ থেকে ৬টি গ্রামের মানুষ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় শ্মশানটি কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিকাঠামো এতটাই ভেঙে গিয়েছে যে অনেক সময় মৃতদেহ সম্পূর্ণ দাহ করা সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়ে পরিজনদের অসম্পূর্ণ দাহ অবস্থাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে। ফলে আধপোড়া দেহাবশেষ আশপাশে ছড়িয়ে পড়ছে, যা নিয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এলাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ। বাসিন্দা বিপ্লব বিশ্বাস জানান, শ্মশান চত্বরে কোনও সুরক্ষিত পাঁচিল নেই। দাহের ছাই ও বর্জ্য পাশের খালে গিয়ে পড়ছে। এতে খালের জল দূষিত হচ্ছে এবং পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার দাবি করেছেন, উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হলেও পঞ্চায়েতের অসহযোগিতায় কাজ এগোয়নি। অন্যদিকে ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছন্দা সরকার বলেন, দ্রুত সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার আশ্বাস দিয়ে জানান, চুল্লির লোহার অংশ দ্রুত মেরামত করা হবে এবং খাল সংস্কার ও পাঁচিল নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

তালা ভেঙে চুরি, পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার সোনার গয়না - গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, জীবনতলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারী শরিফ ফাঁড়ি এলাকায় চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকাজুড়ে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি এক বাসিন্দা সপরিবারে সুন্দরবনে বেড়াতে যান।

বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা বাড়ির তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ৮ ফেব্রুয়ারি পরিবারটি বাড়ি ফিরে এসে দেখেন, প্রধান দরজার তালা ভাঙা এবং ঘরের আসবাবপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আলমারি খুলে চুরি করা হয়েছে মূল্যবান সামগ্রী। চুরি যাওয়া জিনিসের মধ্যে ছিল দুটি সোনার অলংকার, একটি মিক্সার গ্রাইন্ডার, একটি ইন্ডেন গ্যাস সিলিন্ডার, একটি সিলিং ফ্যান, কয়েকটি পিতলের বাসনপত্র এবং নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা।

ঘটনার পরই ভুক্তভোগী জীবনতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত মামলা রুজু করে তদন্তে নামে। স্থানীয় সূত্র ও গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া অধিকাংশ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। বাকি অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ঘটনায় এলাকায় স্বস্তি ফিরলেও বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

৮ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

প্রতিশ্রুতি দিবসে জীবনসঙ্গীকে বলুন মনের কথা, জেনে নিন কিছু উপায়

নয়া জামানা : ভালোবাসা সপ্তাহ বা ভ্যালেন্টাইন্স উইকেট ১১ই ফেব্রুয়ারি দিনটি প্রতিজ্ঞা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিন আপনি আপনার জীবন সঙ্গী বা যাকে আপনি জীবনসঙ্গী করতে চান তাকে কিছু রোমান্টিক প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেন যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। জীবনে প্রতিশ্রুতি অনেক গুরুত্ব।

এ প্রতিশ্রুতি গুলি কেবল একটি সম্পর্ককে শক্তিশালী করে না বরং সম্পর্কে থাকা দুই ব্যক্তির একে অপরের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসাকেও বৃদ্ধি করে। প্রতিশ্রুতি দিবসে এমন একটা দিন যার মাধ্যমে আপনি প্রকাশ করতে পারেন আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর কাছে এবং আপনার জীবনসঙ্গী আপনার কাছে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা দিবসের সঙ্গীকে করা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক - যেকোনো প্রতিকূলতায় জীবনসঙ্গীর পাশে সব সময় থাকার প্রতিশ্রুতি, শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়ার প্রতিশ্রুতি, সারা জীবন একসাথে থাকার প্রতিশ্রুতি, একসাথে নিজেদের স্বপ্নগুলো গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কখনো ছেড়ে না চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি। স্ত্রী পুরুষ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলে অপর মানুষের প্রতি যথেষ্ট ভাবে নির্ভর হয়ে পড়ে। এই নির্ভরতা কেবল আর্থিক বা শারীরিক নয় মানসিকও বটে। তাই প্রতিজ্ঞা দিবসের বিশেষ দিনটিতে নিজের সমস্ত আমি-টা দিনে দিন নিজের আপন জনকে। এই দিনটির সবচেয়ে সুন্দর উপহার হলো বিশ্বাস যা যেকোনো টাকা পয়সা দ্বারা কেনা উপহারের চেয়ে অনেক বেশি দামি।

আলিঙ্গনেই লুকিয়ে সম্পর্কের রসায়ন

নয়া জামানা : কথা যখন হার মানে, তখন একটি উষ্ণ আলিঙ্গনই যথেষ্ট। একটা আলিঙ্গনই বুঝিয়ে দিতে পারে মনের হাজারো কথা। ভালোবাসা সপ্তাহের ষষ্ঠ দিন(১২ই ফেব্রুয়ারি) হল আলিঙ্গন দিবস বা হাগ ডে। সম্পর্কের বাঁধন আরও মজবুত করতে এবং প্রিয় মানুষকে আশ্বস্ত করতে এই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম । হাগ ডে এখন শুধুমাত্র একটি দিবস হিসেবে পালন হয় না। গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে একজন ব্যক্তিকে টানা ৩০ সেকেন্ড আলিঙ্গন করলে অক্সিটসিন নামক হরমোন ক্ষরণ হয় যাকে লাভ হরমোনও বলা হয়।

এটি কেবল মানসিক প্রশান্তি দেয় না, রক্তচাপ কেও নিয়ন্ত্রণ রাখে। প্রিয় মানুষকে একটা আলিঙ্গন নিমিষেই আপনার ক্লান্তি ও একঘেয়েমিকে দূর করে দিতে পারে। উনিশ শতকের গোড়ার থেকে ভ্যালেন্টাইন্স উইকের মধ্যে হাগ ডেকে অন্তর্ভুক্ত করার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের মতে, মানুষের যান্ত্রিক জীবনের একাকীত্ব দূর করতে এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবেই হাগ ডেকে ভালোবাসা সপ্তাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে আলিঙ্গনেরও বিভিন্ন রকম ধরন দেখা যায়। যেমন ব্যাক হাগ, বিয়ার হাগ, সাইড হ্যাগ। আলিঙ্গন শুধুমাত্র জড়িয়ে ধরা নয় এটি একটি মনের কথা যা বোঝায়- যতই ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন আমি তোমার পাশে আছি। আজকের এই বিশেষ দিনে সারা পৃথিবী জুড়ে ডানা মেলুক এই জড়িয়ে ধরার ও আগলে রাখার গল্প।

নজরে INSTA

দিকশা

মনামি

ভানি

বিদিশা

ঋত্বিকা

আপনিও কি মানসিক চাপে ভুগছেন ? জেনে নিন লক্ষণগুলি

নয়া জামানা : শারীরিক অসুবিধা ও সমস্যাগুলির মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব না দেওয়া রোগ হল মানসিক চাপ বা অবসাদ। মানসিক চাপ হলে এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে ব্যক্তির ক্ষমতা ও চাহিদার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সাধারণ অর্থে বলা যেতে পারে একটি কাজ নির্দিষ্ট একটি পরিবেশে সম্পন্ন করতে না পারলে সেই কাজটি ব্যক্তির মাথায় যে চাপ সৃষ্টি করে যা ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় হতে পারে সেটাই মানুষের চাপ। এই মানসিক চাপ ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়ের উপরেই যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানসিক চাপ কমানোর পূর্বে এর লক্ষণ গুলি আমাদের জেনে নিতে হবে। মানুষের চাপের লক্ষণ মূলত তিন প্রকার শারীরিক লক্ষণ, মানসিক লক্ষণ ও আচরণগত লক্ষণ। এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক -

শারীরিক লক্ষণ যখন আপনি মানসিক চাপ অনুভব করবেন তখন এই লক্ষণগুলি আপনি আপনার শরীরে দেখতে পাবেন। যেমন মাথা ঘোরা, বদ হজম, ঠিকমতো ঘুম না হওয়া, মাথা যন্ত্রণা, হঠাৎই ওজন কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

মানসিক লক্ষণ মানসিক চাপ যখন তীব্র হয় তখন এই লক্ষণগুলোই দেখা যায়। যেমন উদ্বেগ, খুব সহজে ভয় পাওয়া, মন অস্থির থাকা, হতাশ হওয়া, নিঃসঙ্গতায় ভোগা, অনিশ্চয়তায় ভোগা সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হওয়া বা সিদ্ধান্ত নিতে ভয় করা ইত্যাদি।

আচরণগত লক্ষণ মানসিক চাপ ব্যক্তির আচরণেও নানান পরিবর্তন আনে। যেমন ধূমপান, নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন, লোকজনের থেকে বা সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে দূর করে রাখা, অতিরিক্ত খাওয়া বা খাওয়া কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

এই সমস্ত লক্ষণ ছাড়াও ব্যক্তি ভেদে আরও নানান লক্ষণ মানসিক অবসাদের দরুন দেখা যায়, যার সঠিক সময় চিকিৎসা না করলে ভবিষ্যতে তার তীব্রতা আরও বাড়তে পারে।

কিস ডে তে কত রকমের চুম্বন হয় জেনে নিন

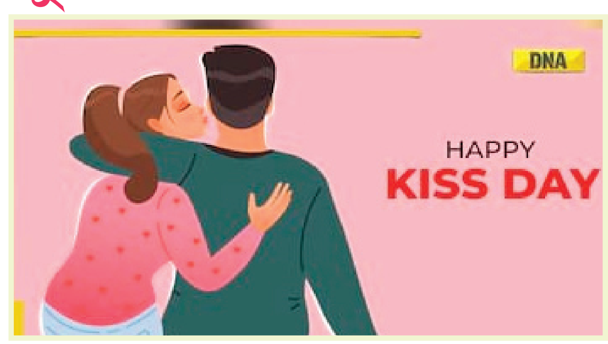

নয়া জামানা : গোলাপ, চকলেট আর আলিঙ্গন পেরিয়ে আজ সেই বিশেষ দিন যা ভালোবাসার সম্পর্ক কে নিয়ে আসে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে। ভালোবাসার সপ্তাহের সপ্তম দিন অর্থাৎ ১৩ই ফেব্রুয়ারি হল কিস ডে বা চুম্বন দিবস। আজকের দিনে প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরকে চুম্বন করে বুঝিয়ে দেয় যে- তুমি শুধু আমার। প্রেম ও রোমান্স প্রকাশের সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সহজ উপায় হল চুম্বন। চুম্বন শুধু একটি রোমান্টিক ভঙ্গি নয় এর পিছনেও রয়েছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি। দীর্ঘক্ষণ কাউকে চুম্বন করলে অক্সিটসের নামক হরমোন ক্ষরণ হয় যা মানসিক চাপ কমায় এবং রক্তচাপকেও নিয়ন্ত্রণ রাখে। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে চুম্বন হল একটি পরম ওষুধ। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ অনুযায়ী চুম্বনেরও বদল ঘটেছে। কপালে চুম্বন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীক। হাতে চুম্বন মূলত অপরজনের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশের ধরন। গালে চুম্বন বন্ধুত্বের প্রকাশ এবং সবশেষে যথেষ্ট আন্তরিক ঠোটে চুম্বন। কাছের মানুষ কে নিজের আরও কাছে আনতে ঠোটে চুম্বন ব্যতীত আর কোন বিশেষ ও ভালো উপায় নেই। চুম্বনের মাধ্যমে আপনার সঙ্গীকে বুঝিয়ে দিন আপনি তার প্রতি ঠিক কোন বিষয়ে কতটা নির্ভরশীল আপনি তার কাছ থেকে কি চান।

চুল কিছুতেই বাড়ছে না ? জেনে নিন এর পিছনের কারণগুলি

নয়া জামানা লম্বা চুল কে না চায় ? কিন্তু চাইলেই কি আর সব পাওয়া যায়। চুল ঠিকমত না গজানো, ছোট চুল বড় না হওয়া,ঘন চুল পাতলা হয়ে যাওয়া- এইসবের পিছনে একাধিক কারণ থাকে। রোজ মাথা ভিজিয়ে স্নান করছেন, চুলে নিয়মিত তেল দিচ্ছেন কিন্তু তাও কেন চুল বাড়ছে না ? উল্টো আরো চুল পড়ে যাচ্ছে- এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। চুলের বৃদ্ধি না হওয়ার ক্ষেত্রে হেলদি লাইফ স্টাইল না থাকা, পলিউশন স্ট্রেস ইত্যাদি কারণগুলি অন্যতম।

১. জেনেটিক কারণ আপনার পরিবারের একেকজনের চুল একেক রকম। কারোর খুব ঘন আবার কারোর একদমই পাতলা আবার কারোর হয়ত মাথায় চুল নেই। কেবলমাত্র বাবা-মায়ের চুল ঘন হলে যে সন্তানদের চুল ও ভালো হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বংশ কারুর চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা থাকলে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যেও লক্ষণীয় হবে।

২. স্ট্রেস লেভেল যেকোনো শারীরিক ও মানসিক চাপ আপনার হেয়ার গ্রোথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এই স্ট্রেসের কোন সঠিক চিকিৎসা নেই। হেয়ার গ্রোথের স্টেজ যদি ছয় মাস অতিক্রান্ত করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে হেয়ার লসও হতে পারে।

৩. অয়েলিং একটি তথাকথিত কথা তেল-জল না পড়লে চুল বাড়ে না। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আপনার চুলে ততটাই তেল ও জল দিন যতটা চুলের গোড়াকে মজবুত রাখে। নোংরা মাথায় যদি তেল দেন তাহলে সেই তেল স্ক্যাল্পে গিয়ে জীবাণু তৈরি করে। যার ফলে হেয়ার গ্রোথ তো কমবেই পাশাপাশি প্রচুর হেয়ার লস হবে। ভিজে চুল সচরাচর আচড়াবেন না। চুল শুকানোর পরে আচড়ান।

দেশ বিদেশ

নয়া জামানা

মোদির রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস করতে চান না ট্রাম্প!

ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুলল নয়াদিল্লি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না। গত বছর দু'দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে মজার ছলে এমনই মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বছর ঘুরতেই ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে। স্বাক্ষর হয়েছে দু'দেশের বাণিজ্যচুক্তি। কিন্তু তারপরই কেন্দ্রকে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, ট্রাম্পের কাছে 'আত্মসমর্পণ' করেছেন মোদি। এই আবহেই পুরনো সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ফের ভাইরাল হতে শুরু করেছে। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলল নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, তএধরনের কোনও ভিডিও চোখে পড়েনি। যদি সত্যিই তা ছড়িয়ে থাকে, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।দ ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে যখন কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব হয়েছেন বিরোধীরা, তখন এ ধরনের ভিডিও ভাইরাল হওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রসঙ্গত, প্রথমে বাণিজ্যচুক্তি
না হওয়া এবং পরে রুশ তেল কেনার 'শাস্তি' হিসাবে ভারতের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন ট্রাম্প। তারপর থেকেই দু'দেশের সম্পর্কে ভাঁটা পড়ে। সেই সময় একটি সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প বলেছিলেন, মোদি একজন মহান মানুষ। তিনি ট্রাম্পকে ভালোবাসেন। আমি চাই না 'ভালোবাসা' শব্দটিকে কেউ অন্যভাবে নিন। আমি তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না। তবে গোটা মন্তব্যটিই তিনি মজার ছলে করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না। গত বছর দু'দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে হাসির ছলে এমনই মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না। গত বছর দু'দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে মজার ছলে এমনই মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বছর ঘুরতেই ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে। স্বাক্ষর হয়েছে দু'দেশের বাণিজ্যচুক্তি। কিন্তু তারপরই কেন্দ্রকে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, ট্রাম্পের কাছে 'আত্মসমর্পণ' করেছেন মোদি। এই আবহেই পুরনো সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ফের ভাইরাল হতে শুরু করেছে। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলল নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

বাংলাদেশে কেমন হল নির্বাচন? মুখ খুলল হাসিনা

বাংলাদেশে কি আদৌ 'বিশ্বাসযোগ্য' নির্বাচন হয়েছে? প্রশ্ন উঠছে ভারতের প্রতিক্রিয়ায়। বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৩০ থেকে বিকেল ৪.৩০ পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ পর্ব। প্রাথমিক জানা গিয়েছে, প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর পরেই সামনে এল দিল্লির সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রতি ভারত সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে। পাশাপাশি বর্তমান নির্বাচনের ফলাফলের দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে দিল্লি থেকে হাসিনার বার্তা, এই নির্বাচন প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। বর্তমান ভোটপ্রক্রিয়াকে বাতিলেরও আবেদন জানালেন তিনি। বৃহস্পতি সন্ধ্যায় পদ্মাপাড়ের নির্বাচন নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া দেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, তবাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রতি ভারত সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে। পাশাপাশি বর্তমান নির্বাচনের ফলাফলের দিকেও নজর রাখা হচ্ছে।দ তবে ফল নিয়ে মন্তব্যের আগে ভারত মনে করাতে চায়, বরাবরের মতোই বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের পক্ষে ভারত। অন্যদিকে বর্তমান নির্বাচন প্রহসন বললেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একইসঙ্গে বর্তমান নির্বাচনকে বাতিল করার দাবি তুললেন তিনি। হাসিনার বক্তব্য, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস একটি অবৈধ, বেআইনি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে, যেখানে আওয়ামি লিগকে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। হাসিনার বক্তব্য, ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে ভোটকেন্দ্র দখল, গুলি চালানো, ভোট কেনার জন্য ব্যাপক অর্থের ব্যবহার, ব্যালট পেপারে স্ট্যাম্পিং এবং ফলাফলের শিটে এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়ার মাধ্যমে প্রহসন শুরু হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে দেশের বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম ছিল।

রাজধানীর পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অংশেও ভোটকেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ ভোটাশূন্য ছিল। এই যুক্তিতেই তঅবৈধ এবং বেআইনি নির্বাচনকে বাতিল করার দাবি তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি ইউনুসের পদত্যাগ, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং পেশাদারদের মুক্তি এবং আওয়ামি লিগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শেখ হাসিনা।

দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে জইশ! সিলমোহর রাষ্ট্রসংঘের

দিল্লিতে লাল কেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়েছে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তথা মাসুদ আজাহারের জইশ-ই-মহম্মদ! এমনটাই দাবি করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের সন্ত্রাস-বিরোধী পর্যবেক্ষণ দলের একটি রিপোর্টে। শুধু তা-ই নয়, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য জঙ্গি গোষ্ঠীটি সম্প্রতি তাদের যে 'মহিলা ব্রিগেড' গঠন করেছে, তা নিয়েও সতর্কতা জারি করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। সম্প্রতি ওই রিপোর্টটি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জমা পড়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি হামলার দায় স্বীকার করেছে মাসুদ আজাহারের সংগঠন জইশ। তার মধ্যে রয়েছে গত বছর ৯ নভেম্বরের দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনাও। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টটিতে আরও বলা হয়েছে, গত ৮ অক্টোবর জইশ প্রধান মাসুদ আজাহার আনুষ্ঠানিকভাবে মহিলাদের নিয়ে নতুন এক এক শাখা া গঠনের ঘোষণা করেছেন। যার নাম 'জামাত-উল-মোমিনাত'। বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলায় সহায়তা করার জন্য এই সংগঠনটিকে গঠন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপর বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে। জানা গিয়েছে, 'জামাত-উল-মোমিনাত' জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। অনলাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারতে তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে তারা। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে নিজেদের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্রিগেড ধর্মের নামে মহিলাদের প্রলুব্ধ করে নিজেদের দলে যোগ দেওয়ানোর চেষ্টা করবে। পাশাপাশি, শিক্ষিত এবং শহুরে মুসলিম মহিলাদের টার্গেট করা হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, এই মহিলা ব্রিগেডের নেতৃত্ব রয়েছে মাসুদ আজাহারের বোন সাদিয়া আজাহার। অপারেশন সিঁদুরে সাদিয়ার স্বামী ইউসুফের মৃত্যু হয়। এই ব্রিগেডে ইতিমধ্যেই নাম লেখ ানো শুরু করেছে সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের স্ত্রীরা।

ব্রিটিশদের যুদ্ধবিমান ওড়ানো শেখাবে ভারত! তিন প্রশিক্ষককে রয়্যাল এয়ারফোর্সে পাঠাচ্ছে দিল্লি

ব্রিটিশ পাইলটদের যুদ্ধবিমান ওড়ানো শেখাবে ভারতের বায়ুসেনা। শীঘ্রই বায়ুসেনার তিন প্রশিক্ষককে পাঠানো হবে ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ারফোর্সে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ভারত এবং ব্রিটেনের বায়ুসেনা আধিকারিকদের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রয়্যাল এয়ারফোর্সের অ্যাংলেসির ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাইলটদের প্রশিক্ষণের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে পাইলটদের পাহাড় এবং সামুদ্রিক পরিবেশে যুদ্ধবিমান ওড়ানো শেখানো হয়। ভারতের প্রশিক্ষকেরা সেখানেই যাচ্ছেন। 'বিএই হক টি২' বা 'টেক্সান টি১' বিমানে ব্রিটিশ পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, 'হক' যুদ্ধবিমানটিতে ভারতের পাইলটেরাও প্রশিক্ষণ নেন। রয়্যাল এয়ারফোর্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অফ দ্য এয়ার স্টাফ ভাইস মার্শাল ইয়ান টাউনসেন্ড বলেন, তএই চুক্তি দু'দেশের বিমানবাহিনীর দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। এতে যৌথ প্রশিক্ষণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়বে। ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে সামরিক বোঝাপড়া গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ব্রিটেনের সেনাবাহিনীর তিন স্তরেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষকেরা কর্মরত রয়েছেন। ২০২৪ সালের মে মাস থেকে 'ব্রিটানিয়া রয়্যাল নেভাল কলেজ'-এ প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন। ব্রিটেনের স্থলবাহিনীতেও ভারতের এক প্রশিক্ষক রয়েছেন। যৌথ মহড়ার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বেড়েছে দু'দেশের মধ্যে। ২০২৫ সালে ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপের মহড়া চালায় ভারত এবং ব্রিটেন। 'অজেয়া ওয়ারিয়র' নামে যৌথ সেনা মহড়া চলেছে রাজস্থানেও।

জনতাই নেতা বসাবেন, জনতাই সরাবেন সংসদে 'রাইট টু রিকল'-এর দাবি রাঘবের

জনতার ভোটে জিতে মসনদে বসা। তারপর পাঁচ বছর নাগাড়ে রাজত্ব। কিন্তু মাঝপথে যদি মোহভঙ্গ হয়? যদি দেখা যায় এলাকার সাংসদ বা বিধায়ক কাজের কাজ কিছুই করছেন না? সাধারণ ভোটারের তখন হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না। এই চিরাচরিত প্রথা বদলাতে এবার সংসদে সরব হলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা। তাঁর সাফ কথা, কাজ না করলে জনপ্রতিনিধিকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকুক আমজনতার হাতেই। একেই তিনি বলছেন 'রাইট টু রিকল' বা প্রত্যাহারের অধিকার। বুধবার রাজ্যসভায় এই প্রস্তাব তুলে রাঘব একে 'গণতন্ত্রের বিমা' বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোয় একবার জিতে গেলে জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা কার্যত তলানিতে ঠেকে বলে রাঘবের অভিযোগ। তাঁর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে এক নির্মম বাস্তব। রাঘব চাড্ডা বলেন, 'ভোটের আগে নেতা জনতার পিছনে ঘোরেন। আর ভোটের পরে জনতা নেতার পিছনে।' আজকের দ্রুত গতির দুনিয়ায় পাঁচ বছর একনাগাড়ে কাউকে সহ্য করা ভোটারদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই মাঝপথেই কাজ মূল্যায়নের দাবি তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, 'ভোটাররা যদি কোনও নেতাকে নির্বাচিত করতে পারেন, তা হলে তাঁকে বরখাস্ত করার অধিকারও থাকা উচিত। সেটাই হবে রাইট টু রিকল।' আসলে 'রাইট টু রিকল' হলো এমন এক আইনি অস্ত্র, যার মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যকে মেয়াদ ফুরনোর আগেই পদচ্যুত করা সম্ভব। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও এলাকার ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ ভোটার যদি জনপ্রতিনিধির কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে লিখিত আবেদন জানান, তবে সেখানে 'রিকল ইলেকশন' বা পুনরায় ভোট হবে। সেই ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিপক্ষে রায় দিলে সংশ্লিষ্ট নেতাকে পদ ছাড়তে হবে। আমেরিকা, সুইৎজারল্যান্ড, কানাডা ও ভেনেজুয়েলা-সহ বিশ্বের প্রায় ২৪টি দেশে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে বলে জানিয়েছেন আপ সাংসদ। ভারতে জাতীয় স্তরে এই আইন না থাকলেও স্থানীয় স্তরে এর উপস্থিতি আছে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার ও উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যে পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনে এই প্রত্যাহারের অধিকার ব্যবহার করা যায়। তবে সাংসদ-বিধায়কদের ক্ষেত্রে এমন নিয়ম নেই। রাঘবের মতে, এই ব্যবস্থার ফলে নেতাদের ওপর সবসময় জনসেবার চাপ থাকবে। তাঁরা জানবেন, ফাঁকি দিলে গদি বাঁচানো দায় হবে। যদিও এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। সমালোচকদের মতে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বারবার এই অস্ত্র ব্যবহার হতে পারে। এতে ঘনঘন নির্বাচন হলে সরকারি কোষাগারের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। এই প্রতিকূলতা কাটানোর উপায়ও বাতলেছেন রাঘব। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, নির্বাচিত হওয়ার প্রথম ১৮ মাস কাজের সুযোগ দিতে হবে। তারপর যদি দেখা যায় কাজ হচ্ছে না, তবেই এই প্রক্রিয়া শুরু করা হোক। পাশাপাশি, চূড়ান্ত ভোটে অন্তত ৫০ শতাংশ মানুষের সমর্থন থাকলে তবেই পদচ্যুতির ব্যবস্থা কার্যকর করার পক্ষপাতী তিনি। গণতন্ত্রকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতেই এই বৈপ্লবিক সংস্কারের ডাক দিয়েছেন তরুণ এই সাংসদ। এখন দেখার, সংসদের বাকি দলগুলি এই 'বিমা' গ্রহণ করতে কতটা উৎসাহ দেখায়।

ফাইল ফটো।

সোনমকে আটক করা হয়েছিল বলেই লেহর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, জানাল কেন্দ্র

লাদাখের পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয় বলে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শীর্ষ আদালতের সোমবারের প্রশ্নের জবাবে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, গত বছর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের রাজধানী লেহতে হিংসাত্মক বিক্ষোভে জড়িত থাকার অভিযোগে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে ওয়াংচুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই বিক্ষোভে চার জন নিহত এবং ১৫০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তার কারণে ওয়াংচুককে মুক্তি দেওয়া যাবে না। তাঁকে আটক করা হয়েছিল বলেই লেহতে শান্তি ফিরেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ওয়াংচুককে কেন এখ নও আটক করে রাখা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সোমবার তা জানতে চেয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। সোনমের শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রকে ভাবনা-চিন্তা করতেও বলেছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি পি ভিভারালের বেঞ্চ। কিন্তু তুষার সেই সম্ভাবনা কার্যত নাকচ করে বলেছেন, "কারাগারের ম্যানুয়াল অনুসারে তাঁকে (ওয়াংচুক) পর্যায়ক্রমে প্রায় ২৪ বার পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ। তাঁর হজমের সমস্যা ছিল, সংক্রমণজনিত সমস্যা ছিল। কিন্তু এখন তা নেই। আমরা যদি (তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্য) এই ধরনের ব্যতিক্রম করা শুরু করি, তাহলে এটি কোনও ইতিবাচক ফলাফলের ইঙ্গিতবাহী হবে না।" কেন্দ্রের দাবি, অসুস্থ সোনমকে জয়পুরের এমসে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। সেই হাসপাতালের পরিষেবা লাদাখের যে কোনও হাসপাতালের থেকে ভাল।

ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর দায়ের করা আবেদনের শুনানিতে গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছিল, পরিবেশবিদকে এখনও কেন আটক করে রাখা হয়েছে। সে সময় সোনমের আইনজীবীর দাবি, সোনম যথেষ্ট অসুস্থ এবং কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করে তাঁর কোনও উন্নতিই হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী তথা অতিরিক্ত সলিসিটর কেএম নটরাজকে দুই বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, তিনি যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে এসে আদালতে পেশ করেন। কিন্তু সোমবার শুনানির সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন নটরাজ। কেন্দ্রের তরফে আর এক আইনজীবী জানিয়েছিলেন, নটরাজ এখন অন্য মামলায় ব্যস্ত, তাই ওয়াচুক-মামলার শুনানি আরও এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হোক, সুপ্রিম কোর্টের কাছে কেন্দ্রের তরফে এই আবেদন করা হয়। বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, এ ভাবে বারবার মামলার শুনানি পিছোনো যাবে না। এই পরিস্থিতিতে বুধবার মামলায় শুনানিতে কেন্দ্রের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার স্বয়ং। প্রসঙ্গত, গত বছর ২৬ সেপ্টেম্বর লাদাখে 'অশান্তিতে মদত দেওয়ার জন্য' আটক করা হয়েছিল ওয়াংচুককে।

অসাংবিধানিক! 'বন্দে মাতরম' নিয়ে কেন্দ্রের নির্দেশিকার বিরোধিতা মুসলিম ল বোর্ডের

'বন্দে মাতরম' বাজলেও এবার উঠে দাঁড়িয়ে গানের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। বুধবার এই মর্মে একটি নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কিন্তু কেন্দ্রের এই নির্দেশিকার বিরোধিতা করল 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' (এআইএমপিএলবি)।

তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এধরনের নির্দেশ অসাংবিধানিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের পরিপন্থী। মুসলিম ল বোর্ড একটি বিবৃতিতে লিখেছে, 'এই নির্দেশিকা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে বিরুদ্ধে।

এটি সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।' তাদের যুক্তি, গানটিতে দুর্গা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পুজোর উল্লেখ রয়েছে, যা ইসলামী বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা আরও জানিয়েছে, মুসলিমরা এক ঈশ্বরেই বিশ্বাসী। তা হল আল্লা। বোর্ডের দাবি, গানের বেশ কয়েকটি পংক্তি ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের পরিপন্থী। কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তিটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, কেন্দ্র সরকার এই নির্দেশিকা প্রত্যাহার না করে, তাহলে তারা আদালতের দ্বারস্থ হবে। ঠিক কী রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকায়? বলা হয়েছে, সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে, সব স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন' পরিবেশনের পরই বাজাতে হবে 'বন্দে মাতরম'। যে অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি উপস্থিতি থাকেন সেখানে তিনি আসা ও যাওয়ার সময় পরিবেশন করতে হবে এই গান। এই গান বাজাতে হবে পদ্ম পুরস্কারের মতো অসামরিক তথা নাগরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানেও। যদিও সিনেমা হলে এই গান বাজানো বাধ্যতামূলক নয় বলেই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, এবার 'বন্দে মাতরম'-এর ছ'টি স্তবকই পরিবেশন করতে হবে। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস আমলে গানটির চারটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত? জানা যাচ্ছে, নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম বোধ জাগাতে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করতেই এই পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র।

দুর্ধষ বরুণ-অক্ষররা, নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে পাক যুদ্ধের মহড়া সারল ভারত

ভারত ও নামিবিয়া। দুই দেশের রাজধানী দিল্লি থেকে উইন্ডহুকের দূরত্ব প্রায় সাড়ে আট হাজার কিমি। দুই দেশের ক্রিকেটের দূরত্বটা হয়তো তার চেয়ে বেশি। তবে আটলান্টিক সাগরের তীরবর্তী আফ্রিকান দেশটি টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করল। তবে 'অসম' দূরত্বটাকে মানতে হবেই। ভারতের দেওয়া ২১০ রান তাড়া করতে নেমে ১৮.২ ওভারে নামিবিয়ার ইনিংস শেষ হল ১১৬ রানে। 'ঈগলস'দের ৯৩ রানে হারিয়ে পাক যুদ্ধের ড্রেস রিহার্সালটা ভালোই সারলেন সূর্যকুমার, বরুণ চক্রবর্তীরা। দু'শোর উপর রান তাড়া করতে নেমে ভয়ভীত হয়ে থাকেনি নামিবিয়া। অর্শদীপের বলে মারতে গিয়ে ২২ রানে সাজঘরের রাস্তা দেখলেন জ্যান ফ্র্যাঙ্কলিন। ৩৩ রানে নামিবিয়ার প্রথম উইকেট পড়লেও রানের গতি কমেনি। ৫.৪ ওভারে ৫০ পার করে তারা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটাই তাদের দ্রুততম পঞ্চাশ। আর পাওয়ার প্লেতে উঠল ৫৭ রান। অর্থাৎ ওভার পিছু সাড়ে নয় করে তুলছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার দেশটি। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এতক্ষণ তাঁর তুরুপের তাস লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা জশপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেল। একে একে সেই তাসের ব্যবহারেই পুরোপুরি হড়কে গেল নামিবিয়া। সিরাজের জায়গায় ফিরে নামিবিয়ার ইনিংসের সপ্তম ওভারে বুমরাহ দিলেন ৯ রান। তবে নতুন বলে কেন তিনি শুরু করলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পরে। এর পরের ওভারের প্রথম বলেই জুটি ভাঙলেন বরুণ। ভারতীয় বোলারের রহস্যের হদিশ না পেয়ে ক্লিন বোল্ড লৌরেন স্টিনক্যাম্প (২৯)। এরপর অক্ষর এসে নামিবিয়ার অধিনায়ক এরাসমাসকের কাছে জোড়া ছক্কা খেয়ে ওভারে ১৪ রান দিলেন। তখনও নামিবিয়ার রানরেট নয়ের উপর। তাদের সমর্থকরা যখন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন। অঘটন কি হবে? ঠিক সেই সময় বরুণের ব্রেক থ্রু। স্পেলের দ্বিতীয় ওভারে তিনি জোড়া সাফল্য পেলেন। ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হলেন জান নিকোল লফ্টি-এটন (১৩)। বিনা স্কোরে বোল্ড হলেন জেজে স্মিট। বিপক্ষেরও যেন কোমর ভেঙে গেল সেখানে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথম ওভারের 'ভুল' আর করলেন না অক্ষর। মেডেন-সহ নামিবিয়ার অধিনায়ককেকে ১৮ রানের মাথায় ফিরিয়ে যেন বুঝিয়ে দিলেন 'সব বলে ছক্কা হয় না'। ৮৮ রানে পাঁচ উইকেট খোয়ানোর পর ভারতের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। এরপর ক্রুগারকে আউট করলেন সেই অক্ষর। বুমরাহর নিখুঁত ইয়র্কারে ট্রাম্পেলম্যান (৬) সাজঘরের পথে হাঁটা দিলেন। ১৭ ওভারে বল করতে এসে পরপর উইকেট নিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। প্রথম ভারতীয় বোলার হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের নজির হল না। তবে চার ওভারে ২১ রানে ২ উইকেট নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, পাক ব্যাটারদেরও তাঁকে নিয়ে বাড়তি হোমওয়ার্ক করতে হবে। শেষে শিবম দুবের বলে হিট উইকেট হলেন জেন গ্রিন (১১)। ভারতও জয় পেল ৯৩ রানে। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। বৃহস্পতিবারের ম্যাচটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে ভারতের ড্রেস রিহার্সাল ছিল। সেই ম্যাচে টস হারেন সূর্য। প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত। অভিষেক শর্মার পরিবর্তে এদিন ওপেন করতে নামেন সঞ্জু স্যামসন। মাত্র ৮ বলে ২২ রান করেন তিনি। অপর প্রান্তে ঝোড়ো ব্যাটিং করেন দুরন্ত ফর্মে থাকা ঈশান কিষানও। মাত্র ২৪ বলে ৬১ রানের ইনিংসে ছিল ছ'টি বাউন্ডারি এবং পাঁচটি ছক্কা। অতি আগ্রাসী ব্যাটিং করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত উইকেট খোয়ান। ঈশানের উইকেট পড়ার পরেই আচমকা ছন্দ হারিয়ে ফেলে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপ। রান পাননি সূর্যকুমার (১২), তিলক বর্মা (২৫), রিঙ্কু সিংরা (১)। শেষবেলায় চালিয়ে খেলে ২৮ বলে ৫২ রানের হার্দিকের ইনিংসেই ২০০ রানের গণ্ডি পার করান হার্দিক। কিন্তু শেষ পাঁচ ওভারে ভারত মাত্র ২৫ রানে ৫ উইকেট হারাল। যা পাকিস্তান ম্যাচের আগে চিন্তায় রাখবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। যদিও ভারতের দেওয়া ২১০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভালো শুরু করলেও পুরো ২০ ওভার খেলতে পারল না তারা। বরুণ দু'ওভারে ৭ রান দিয়ে নিলেন ৩ উইকেট। অক্ষর ২, হার্দিক ২, বুমরাহ, অর্শদীপ, শিবম দুবে ১টি করে উইকেট ভাগ করে নিলেন। রবিবার ভারত-পাকিস্তান মহারণ। তার আগে গৌতম গম্ভীরদের ভাবাচ্ছে চোট-আঘাত, অধারাবাহিক মিডল অর্ডার। তাছাড়াও খেলা হবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। যে মাঠে ইতিমধ্যেই দু'টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে পাকিস্তান। অর্থাৎ বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদিরা পরিবেশের সঙ্গে ইতিমধ্যেই মানিয়ে নিয়েছেন। আমেরিকা ও নামিবিয়াকে হারালেও টিম ইন্ডিয়াকে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর নিজেও ভালো করেই জানেন এই ম্যাচের চাপ কতটা। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং পুরোপুরি ব্যর্থ। দ্বিতীয় ম্যাচে কিছুটা ভালো, কিছুটা 'কালো' ভারতীয় ব্যাটিং। নাহলে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার রান ২৪০-এ পৌঁছত। মনে রাখতে হবে, শ্রীলঙ্কায় কিন্তু ফ্ল্যাট ব্যাটিং পিচ নাও পেতে পারে ভারত।

ভারতের ৯ ব্যাটারকে আউট করে চমকে দিল নামিবিয়া, কোনওক্রমে ২০০-র গণ্ডি পার সূর্যদের

যত গর্জায় তত বর্ষায় না। বৃহস্পতিবার নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিংকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। ঈশান কিষান এবং সঞ্জু স্যামসনের দাপটে পাওয়ার প্লে'তেই ৮৬ রান তুলে ফেলে ভারত। সেসময়ে মনে হচ্ছিল আড়াইশোর গণ্ডি পেরিয়ে যাবে মেন ইন ব্লু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রানের গতিতে লাগাম পরাল নামিবিয়া। সূর্যকুমার যাদবদের ইনিংস থামল ২০৯ রানে। ৯টি উইকেটও হারাল ভারতীয় দল। বৃহস্পতিবারের ম্যাচটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে ভারতের ড্রেস রিহার্সাল ছিল। সেই ম্যাচে টস হারেন সূর্য। প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত। অভিষেক শর্মার পরিবর্তে এদিন ওপেন করতে নামেন সঞ্জু স্যামসন। মাত্র ৮ বলে ২২ রান করেন তিনি। অপর প্রান্তে ঝোড়ো ব্যাটিং দুরন্ত ফর্মে থাকা ঈশান কিষানেরও। মাত্র ২৪ বলে ৬১ রান করেন তিনি। ছয়টি বাউন্ডারি এবং পাঁচটি ছক্কা মারেন। অতি আগ্রাসী ব্যাটিং করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত উইকেট খোয়ান। ঈশানের উইকেট পড়ার পরেই আচমকা ছন্দ হারিয়ে ফেলে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপ। ২১ বলে ২৫ রান করে আউট হয়ে যান তিলক বর্মা। আগের দিন ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেললেও ভারত অধিনায়ক সূর্য এদিন মাত্র ১২ রান করেন, খেলেন ১৩ বল। শেষদিক হার্দিকের তাণ্ডবে ফের ম্যাচে ফেরে ভারত। ২৮ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে ২০০ রানের গণ্ডি পার করান হার্দিক। কিন্তু তারপরেও ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপ বেশ নড়বড়ে দেখিয়েছে। শেষের দুই ওভারে রান তোলার তাড়াহুড়োয় রান আউট হয়ে যান শিবম দুবে। প্রথম বলে আউট অক্ষর প্যাটেলও। ম্যাচের শুরুতে বেধড়ক মার খেলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান নামিবিয়া বোলাররা। চার ওভারে মাত্র ২০ রান দিয়ে চার উইকেট তুলে নিয়েছেন গেরহার্ড এরাসমাস। ঈশান, তিলক-প্রত্যেকের উইকেটই গিয়েছে তাঁর ঝুলিতে। একটি করে উইকেট পেয়েছেন বেন শিকোঙ্গো, জে স্মিট, বার্নার্ড শোলৎজ। ২০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে গেলেও ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আমেরিকা এবং নামিবিয়া-দুই দলের বিরুদ্ধেই বেশ নড়বড়ে দেখিয়েছে ভারতীয় ব্যাটিংকে।

ফুটবলে দরাজহস্ত মুখ্যমন্ত্রী, ইস্টবেঙ্গলের পর এবার নিখরচায় যুবভারতীতে খেলবে মোহনবাগান

ইস্টবেঙ্গলের পর মোহনবাগান। এবার নিখরচায় যুবভারতী তে আইএসএল খেলার ছাড়পত্র পেল সবুজ-মেরুন ব্রিগেডও। শনিবারই আইএসএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ইতিমধ্যেই সেই ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। তারমধ্যেই জানা গেল, যুবভারতীতে নিখরচায় খেলতে পারবে মোহনবাগান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপেই নিখরচায় খেলার সুযোগ পাবেন জেসন কামিংসরা। দিনকয়েক আগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে একটা জটিলতা তৈরি হয়। আসলে এবারের লিগ শুরু হচ্ছে অনেক পরে। যুবভারতীতে ম্যাচ খেলতে বিরাট খরচ হবে বলে জানান লাল-হলুদের ইনভেস্টররা। তাই তাঁরা অপেক্ষাকৃত ছোট স্টেডিয়াম কিশোর ভারতীতে আইএসএএলের ম্যাচ খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আবার আপত্তি ছিল ক্লাব কর্তাদের। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার জানায়, নিখরচায় যুবভারতী স্টেডিয়ামে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের পর এবার মোহনবাগানকেও নিখরচায় যুবভারতীতে খেলার অনুমতি দিল রাজ্য সরকার। ১৪ ফেব্রুয়ারি যুবভারতীতে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে এই মরশুমের আইএসএল অভিযান শুরু করবে মোহনবাগান। ঘরের মাঠের প্রত্যেকটা ম্যাচ যুবভারতীতেই খেলার কথা ছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের। এবার খেলার জন্য আলাদা করে খরচ করতে হবে না তাদের। ইতিমধ্যেই কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। টিকিট কাটা নিয়ে যথেষ্ট উন্মাদনাও রয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। এছাড়াও মহামেডানকে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে খেলার অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে গোটা মরশুমের জন্য ছিটকে গিয়েছেন আশিস রাই। নির্ভরযোগ্য এই ডিফেন্ডারের পরিবর্ত হিসাবে আমে রানওয়াড়ের নাম ঘোষণা করেছে মোহনবাগান। ২৮ বছর বয়সি এই ডিফেন্ডার সোমবার থেকে দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজ, টম অলড্রেডদের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। অন্যদিকে, সংক্ষিপ্ততম আইএসএলের জন্য রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে অনুশীলন করছেন সল ক্রেসপো, সৌভিক চক্রবর্তীরা। কড়া নজর হেড স্যর অস্কার ব্রুজোর।

আইসিসির বিচারে টি-২০ ক্রমতালিকায় শীর্ষে সিকন্দর রাজা

টি-২০ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত শুরু করেছে জিম্বাবুয়ে। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানকে ৮ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে তারা। দলের এই জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক সিকন্দার রাজা। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ১ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতেও দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন তিনি । এমন পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে পাকিস্তানের ওপেনার সাইম আইয়ুবকে টপকে টি-২০ অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আবারও ১ নম্বরে উঠে এসেছেন রাজা। এর আগে গত বছরের শেষের দিকেও তিনি শীর্ষ স্থানটি দখল করেছিলেন। জিম্বাবুয়ের জন্য সুখবর আছে আরও। ওমানের বিপক্ষে অপরাজিত ৪৮ রানের ইনিংস খেলে ব্যাটারদের তালিকায় ক্যারিয়ার,সেরা ১৯তম স্থানে উঠে এসেছেন ব্রায়ান বেনেট । ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে যথারীতি শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন ভারতের মারকুটে ওপেনার অভিষেক শর্মা। দ্বিতীয় স্থানে আছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। তবে সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছেন পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৪১ বলে ৭৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে চার ধাপ এগিয়ে ৩ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। এছাড়া বড় উন্নতি হয়েছে শ্রীলঙ্কার কুশল মেন্ডিস (১২তম), স্কটল্যান্ডের জর্জ মানসি (২৩তম), ভারতের ঈশান কিষান (২৫তম) এবং নেদারল্যান্ডসের মাইকেল লেভিটের (২৭তম) । বোলারদের তালিকায় ১ নম্বর জায়গাটা ধরে রেখেছেন ভারতের স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। তবে তাঁর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন পাকিস্তানের আবরার আহমেদ। সেরা দশে খুব বেশি পরিবর্তন না হলেও এক ধাপ এগিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়া শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ।

আইপিএলের আগেই বিরাট ধাক্কা, মানহানি মামলায় ধোনিকে বিরাট অর্থ দিতে নির্দেশ আদালতের

হাই কোর্টে বিরাট ধাক্কা খেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। একটি মানহানির মামলায় প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারকে ১০ লক্ষ টাকা দিতে নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাজ হাই কোর্ট। ২০১৩ সালের একটি মামলার প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে। একমাসের মধ্যে এই অর্থ জমা দিতে হবে প্রধান বিচারপতির ত্রাণ তহবিলে। ২০১৩ সালে আইপিএল বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে কার্যত তোলপাড় হয়ে যায় ভারতের ক্রিকেট মহল। সেই গড়াপেটা মামলার তদন্তে ছিলেন আইপিএস অফিসার জি সম্পথ কুমার। তাঁর করা প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতেই নির্বাসিত হতে হয় চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালসকে। পরে এই সম্পথ কুমারই অভিযোগ করেন, যে তদন্তের রিপোর্ট তিনি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছিলেন, সেটা পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করা হয়নি। সেটা প্রকাশ করা হলেই জানা যেত, ২০১৩ সালে আইপিএলের ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ধোনিও।

সম্পথের এই মন্তব্যকেই হাতিয়ার করে আইনি যুদ্ধে নামেন ধোনিও। ২০১৪ সালে মামলা ঠুকে ক্যাপ্টেন কুল অভিযোগ আনেন, সম্পথ বলতে চাইছেন সুপ্রিম কোর্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তদন্তের রিপোর্টের একটা অংশ প্রকাশ্যে আনেনি, যা সুপ্রিম কোর্টের অবমাননার শামিল। ওই মামলাতেই ধোনি আবেদন করেন, ম্যাচ গড়াপেটার বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনওরকম মন্তব্য করা থেকে যেন বিরত থাকেন সম্পথ। মানহানির ১০০ কোটি টাকা দাবিও করেন মাহি। পরে দোষী সাব্যস্ত হন সম্পথ। কিন্তু তাঁর সাজা স্থগিত রাখে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলাতেই এবার ধোনিকে ১০ লক্ষ টাকা দিতে নির্দেশ মাদ্রাজ হাই কোর্টের। তবে এটা জরিমানা বা অন্য কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নয়। ২০১৩ সালের মামলায় প্রমাণ হিসাবে বেশ কিছু সিডি জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই সিডির বয়ান আদালতের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে দোভাষী এবং টাইপিস্ট নিয়োগের প্রয়োজন। সেই ব্যয়ভার ধোনিকেই নিতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত। ইতিমধ্যেই আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ধোনি। কিন্তু টুর্নামেন্টে নামার আগে আর্থিক ধাক্কা খেলেন তিনি।

চাকার নাকি ! প্রশ্নবিদ্ধ পাক বোলারের অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন

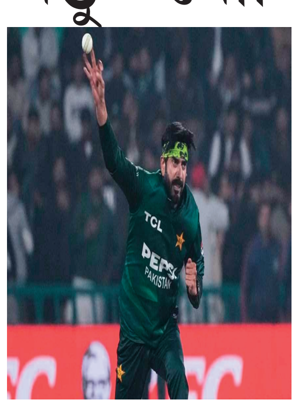

উসমান তারিকের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে নানা বিতর্ক চলছে বিশ্বকাপ শুরুর বেশ আগে থেকেই। বৈশ্বিক আসরে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচের পর সেই আলোচনা পেয়েছে নতুন মাত্রা। পাকিস্তান স্পিনারের অ্যাকশন নিয়ে দুইরকম মত ভারতের প্রাক্তন দুই ক্রিকেটার শ্রীবৎস গোস্বামী ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন । চলতি বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তারিককে খেলায়নি পাকিস্তান। কলম্বোতে যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিষেক হয় তার। চমৎকার বোলিংয়ে ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে দলের ৩২ রানের জয়ে অবদান রাখেন এই অফ স্পিনার। এই ম্যাচের পর তারিকের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে চলছে তুমুল চর্চা। অনেকের মনেই সংশয় তার অ্যাকশনের বৈধতা নিয়ে, অনেকে সরাসরিই তুলছেন চাকিংয়ের অভিযোগ। বিস্ময় আর প্রশ্ন উঠছে তার 'পজ অ্যান্ড ডেলিভার' অ্যাকশন নিয়ে। বোলিংয়ের সময় স্টাম্পের কাছে এসে একটু থেমে এরপর কিছুটা সাইড-আর্ম অ্যাকশনে বল ছাড়েন তারিক। বোলিং করার সময় এভাবে থেমে যাওয়া কিছুতেই মানতে পারছেন না শ্রীবৎস। ফুটবলের একটি নিয়মের উদাহরণ টেনে ভারতের কিপার-ব্যাটসম্যান নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ' এমনকি ফুটবলেও এখন আর পেনাল্টি রান-আপের সময় ফুটবলারদের থেমে তারপর শট নেওয়ার অনুমতি নেই। এটা কীভাবে ঠিক? (বোলিং) অ্যাকশন-সবই ঠিক আছে। কিন্তু থেমে যাওয়া? তাও ডেলিভারি করার সময়! এটা কোনোভাবেই চলতে দেওয়া যায় না । ' শ্রীবৎসের কথার জবাব দেন ভারতের তারকা স্পিনার অশ্বিন। তারিকের বোলিংয়ে কোনো সমস্যা দেখেন না ১০৬ টেস্ট, ১১৬ ওয়ানডে ও ৬৫ টি-টোয়েন্টি খেলা এই অফ স্পিনার। ' একমত যে ফুটবল এমনটার অনুমতি দেয় না! ব্যাটাররা যখন একপাশ হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাটিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পর সুইচ-হিট কিংবা রিভার্স খেলে, সেটাও আম্পায়ার কিংবা বোলারকে না জানিয়ে । বিধিনিষেধগুলো কেন কেবল বোলারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এমনকি বোলাররা তো আম্পায়ারকে না জানিয়ে যে হাতে বল করছে সেটাও পরিবর্তন করতে পারে না। তাদের (নীতিনির্ধারকদের) আগে এই নিয়ম পরিবর্তন করা উচিত । ' গত নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন তারিক। পরে ত্রিদেশীয় সিরিজে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একটি ম্যাচ খেলেন তিনি। বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের শেষ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলেন একটি ম্যাচ । ওই ম্যাচে তারিকের বলে আউট হয়ে একরাশ বিরক্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন ক্যামেরুন গ্রিন। ফিরতে ফিরতে তারিকের বোলিং অ্যাকশনের অনুকরণ করতে দেখা যায় তাকে। গ্রিনের ওই দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) দুইবার তারিকের বোলিং অ্যাকশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। তবে পরীক্ষায় কোনোবারই তার বোলিংয়ে সমস্যা ধরা পড়েন ।

ব্যর্থতা কাটাতে বিদেশে দু'মাস ধরে প্রশিক্ষণ

নীরজের সমস্ত খরচের ভার নিল কেন্দ্র

গত বছর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যর্থতা ভুলে এবার নতুন উদ্যমে ট্র্যাকে ফিরতে চলেছেন নীরজ চোপড়া। ইতিমধ্যেই নিজের পুরনো কোচকে ছেঁটে ফেলেছেন ভারতের 'সোনার ছেলে'। এবার তিনি অনুশীলন শুরু করবেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই বিপুল খরচ জোগাতে উদ্যোগী হল কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় নীরজের অনুশীলনের যাবতীয় খরচ মেটাবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। জানা গিয়েছে, এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার পচেস্ট্রুমে অনুশীলন করবেন নীরজ। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত মিশন অলিম্পিক সেল জানিয়েছে, এই গোটা সময়ে নীরজের পুরো খরচ বহন করবে তারা। জ্যাভলিন থ্রোয়ের জন্য বিশ্বের সেরা পরিকাঠামো রয়েছে পচেস্ট্রুমে। সেকারণেই পচেস্ট্রুমে অনুশীলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নীরজ। গত মরশুমের ব্যর্থতা ভুলে মে মাসে তিনি নামবেন দোহা ডায়মন্ড লিগে। চোট সমস্যার পাশাপাশি টেকনিক্যাল সমস্যাও এই সময়ের মধ্যেই সমাধান করতে চাইছেন অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত নীরজের অনুশীলনের যাবতীয় খরচ বহন করবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত মিশন অলিম্পিক সেল। ট্রেনিংয়ের খরচ, জিম, মাঠ, দক্ষিণ আফ্রিকায় নীরজের থাকা, বিমানবন্দর পর্যন্ত যাতায়াত-সমস্ত খরচের ভার নেবে কেন্দ্র। এমনকী নীরজের হাতখরচের ব্যবস্থাও করা হবে মন্ত্রকের তরফ থেকে, এমনটাই জানা গিয়েছে। এপ্রিল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে মে মাসে নীরজ নামবেন ডায়মন্ড লিগে।পুরনো কোচ ইয়ান জেলেজনিকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করেছেন নীরজ। চেক রিপাবলিকের জ্যাভলিন তারকার অধীনে নীরজ খুব একটা সাফল্য পাননি। তাই নতুন বছরের শুরুতে ছোটবেলার গুরু জয় চৌধুরীকে নিজের কোচ হিসাবে ফিরিয়ে এনেছেন নীরজ।

এছাড়াও নতুন ফিজিওথেরাপিস্টকে টিমে নিয়েছেন ভারতের সোনার ছেলে। সকলকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুশীলন করবেন তিনি। আসলে নীরজ কেরিয়ারে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও বদল এসেছে। এর মধ্যে আবার স্পনসরের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের বদলে 'ভেল স্পোর্টসে'র সঙ্গে চুক্তি করেছেন।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/13/2026 3:22 AM Page 17

তুরস্কের নায়কে'র প্রেমে সৌমিতৃষা!

কেমন 'ভ্যালেন্টাইন' চান টলিপাড়ার এই 'সিঙ্গল' নায়িকারা?

সিঙ্গল ব্রিগেড তাতে কী! ভালোবাসার দিনেও কিন্তু ফাঁকা নন টলি সুন্দরীরা। কী জানালেন ইধিকা পাল, স্বস্তিকা দত্ত, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, দিতিপ্রিয়া রায় এবং হিয়া চট্টোপাধ্যায়রা?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভালোবাসার মরশুম। এখন ধীরে ধীরে গায়ে লাগছে বসন্তের বাতাস। প্রেমের উলটো পিঠে থাকে অপ্রেম। মিলনের অপরপ্রান্তে বিরহ। অর্থাৎ একলাযাপন। তাহলে সেইসব 'হ্যাপিলি সিঙ্গল'দের মনে এখন কী চলছে? যখন দুয়ারে ভ্যালেন্টাইনস ডে। ভালোবাসা উদযাপনের জন্য কোনও বিশেষ দিন হয় না ঠিকই। কিন্তু খাতায়-কলমে যদি প্রতিটা সম্পর্ক সেলিব্রেট করার দিন বরাদ্দ থাকে, তাহলে 'প্রেম'ই বা কী দোষ করল! কিন্তু তাই বলে যে সকলের কাছেই প্রেমদিবসের 'মাহাত্ম্য' এক, তেমন নয়। সেই তালিকায় অবশ্য টলিপাড়ার অনেক নায়িকাই রয়েছেন, তবে 'সিঙ্গল' বলে যে হা-পিত্যেশ করতে হবে, তেমন তত্ত্বে সায় দিতে নারাজ তাঁরা। বরং প্রত্যেকেই প্রেমদিবস উদযাপন করবেন নিজস্ব স্টাইলে। কীভাবে? সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল-এ সেই পরিকল্পনাই ফাঁস করলেন ইধিকা পাল, স্বস্তিকা দত্ত, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, দিতিপ্রিয়া রায় এবং হিয়া চট্টোপাধ্যায়রা। কেউ বা আবার মন খুলে 'স্বপ্নের পুরুষে'র প্রতিও প্রেম উজার করে দিলেন।

হিয়া চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ নায়িকাদের তালিকায় তিনি সর্বকনিষ্ঠ! 'সিঙ্গল' হলেও এই প্রেমদিবস তাঁর জন্য বিশেষ কারণে স্পেশাল। কারণ ভ্যালেন্টাইন ডে'র আবহে বন্ধু ঋত্বিক ভৌমিকের সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রেমের ছবি 'মন মানে না' নিয়ে আসছেন তিনি। কী প্ল্যান? সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল-এর তরফে প্রশ্ন যেতেই হিয়া জানালেন, তভ্যালেন্টাইনস ডে'তে আমরা পুরো 'মন মানে না' টিম আমাদের সিনেমা দেখতে যাব একসাথে।দ আর প্রেমিক কেমন পছন্দ? তড়িৎ গতিতে নব্য নায়িকার জবাব, তশাহরুখ খানের মতো প্রেমিক পছন্দ। একটু এসআরকে টাইপ হতে হবে তাকে। নিজেকে তখন আমি কাজল ভাবতে রাজি। আসলে কাজল-শাহরুখের অনস্ক্রিন প্রেম-বন্ধুত্বের রসায়ন আমার খুব পছন্দের। আমার ভালোবাসার মানুষকে আমার 'বেস্ট ফ্রেন্ড' হতে হবে।দ হিয়া কি বিশেষ কারও দিকে ইঙ্গিত করলেন? সেই উত্তর অবশ্য ১৩ ফেব্রুয়ারি বড়পর্দাতেই মিলবে।ভাঙা মন সামলে অনেক আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন স্বস্তিকা দত্ত। সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দীর্ঘদিন 'সিঙ্গল' নায়িকা। প্রেমদিবসের পরিকল্পনা জিজ্ঞেস করতেই স্বস্তিকা জানালেন, তভ্যালেন্টাইস ডে কাটবে আমার ভ্যালেন্টাইন-এর সাথে। আর তার নাম ক্যামেরা। প্রেমিক হোক ক্যামেরার মতো ফাঁকি যেন না দেওয়া যায় তাঁকে। তার নজর যেন সারাক্ষণ আমার উপর থাকে। আমি তো মিঙ্গলই। আমি বরাবরই কমিটেড। তবে নিজের দায়িত্ব আর কাজের প্রতি।দিতিপ্রিয়া রায় অবশ্য কাজের মধ্য দিয়েই ভ্যালেন্টাইনস ডে কাটাবেন বলে জানালেন। অভিনেত্রী বলছেন, তএকটা স্টোর ওপেনিংয়ের আমন্ত্রণ আছে। আমার তো মনে হয় প্রতিটা দিনই ভালোবাসার দিন। তবে খাতায়-কলমে ভালোবাসার জন্য একটা দিন বরাদ্দ থাকলে মন্দ কী!দ কেমন 'ভ্যালেন্টাইন' চাই? দিতিপ্রিয়া বলছেন, তআমার প্রেমিক হতে হলে একটাই শর্ত, মানুষ ভালো হতে হবে। ব্যাস!প্রেমিকের প্রসঙ্গ উঠতেই টলিপাড়ার মিষ্টি 'মিঠাই রানি'র মন্তব্য, এখন 'আরাফতা' তুরস্কের একটা শো দেখছি। সেখানে একটি ছেলের উপর আমার দারুণ ক্রাশ। এমিন গুয়েনস। ওকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না দিনরাত। আমার 'স্বপ্নের পুরুষ'খ আহা! (হাসি)দ এরপরই সৌমিতৃষার সংযোজন, তকিন্তু ভ্যালেন্টাইনস ডে'তে আমার ভ্যালেন্টাইন পরিবারই। বাড়ির সকলের সঙ্গে ডিনার করব। ভালোবাসার জন্য কোনও আলাদা দিন দরকার, সেরকম ভাবনা না থাকলেও ওই মানুষগুলোর জন্য আমার খুব ভালো লাগে যারা সারাবছর ব্যস্ততার জন্য সঙ্গীকে সময় দিতে পারেন না। অনেক স্বামী-স্ত্রী'ই রয়েছেন যারা ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদযাপনের জন্য বিশেষভাবে সময় বের করে নেন। ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েই হোক না, স্ত্রীয়ের জন্য় সেদিনটা অন্তত ফুল-কেক কিংবা উপহার নিয়ে আসেন বাড়িতে।

এদিকে বর্তমান প্রজন্মের হার্টথ্রব হয়েও 'কিশোরী'র আক্ষেপ, তাঁর 'ভ্যালেন্টাইন' থাকলে এই দিনটি নিয়ে অবশ্যই তিনি এক্সাইটেড থাকতেন। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল-এর তরফে ফোনে ধরা হলে ভাবনাতেই খানিক ভ্যালেন্টাইনস ডে'র প্ল্যান সাজিয়ে ফেললেন দেব-শাকিবের নায়িকা। ইধিকা পাল বলছেন, তআমার 'ভ্যালেন্টাইন' থাকলে সারাবছর অপেক্ষা করতাম, কবে ভ্যালেন্টাইনস ডে' আসবে। প্রচুর উপহারের আশায় থাকতাম কিংবা নিদেনপক্ষে একটা ক্যান্ডেললাইট ডিনারের প্ল্যান করতাম। কিন্তু আমি তো আমার মনের মানুষকেই খুঁজে পাচ্ছি না। সেদিনটা আমি বাড়িতে 'ল্যাদ' খাওয়ার প্ল্যানে আছি। আর প্রেমিক কেমন পছন্দ? 'কিশোরী'র মন্তব্য, তসেই মানুষটির মন খুব ভালো হওয়া আবশ্যক।

ভালোবাসার মরশুম। এখন ধীরে ধীরে গায়ে লাগছে বসন্তের বাতাস। প্রেমের উলটো পিঠে থাকে অপ্রেম। মিলনের অপরপ্রান্তে বিরহ। অর্থাৎ একলাযাপন। তাহলে সেইসব 'হ্যাপিলি সিঙ্গল'দের মনে এখন কী চলছে? যখন দুয়ারে ভ্যালেন্টাইনস ডে। ভালোবাসা উদযাপনের জন্য কোনও বিশেষ দিন হয় না ঠিকই। কিন্তু খাতায়-কলমে যদি প্রতিটা সম্পর্ক সেলিব্রেট করার দিন বরাদ্দ থাকে, তাহলে 'প্রেম'ই বা কী দোষ করল! কিন্তু তাই বলে যে সকলের কাছেই প্রেমদিবসের 'মাহাত্ম্য' এক, তেমন নয়। সেই তালিকায় অবশ্য টলিপাড়ার অনেক নায়িকাই রয়েছেন, তবে 'সিঙ্গল' বলে যে হা-পিত্যেশ করতে হবে, তেমন তত্ত্বে সায় দিতে নারাজ তাঁরা। বরং প্রত্যেকেই প্রেমদিবস উদযাপন করবেন নিজস্ব স্টাইলে। কীভাবে? সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল-এ সেই পরিকল্পনাই ফাঁস করলেন ইধিকা পাল, স্বস্তিকা দত্ত, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, দিতিপ্রিয়া রায় এবং হিয়া চট্টোপাধ্যায়রা। কেউ বা আবার মন খুলে 'স্বপ্নের পুরুষে'র প্রতিও প্রেম উজার করে দিলেন। হিয়া চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।